মাসিক পত্র। [৯ম ও ১০ম সংখ্যা।
সম্পাদক—শ্রীযুত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ,

নায়িকার রহস্য

৯-১০

পৌষ ও মাঘ ১৩১৭।

ক মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা। [প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৵০

সূচী।

	বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক
১।	৺গঙ্গামাহাত্ম্য	শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রভূষণ সেন গুপ্ত বি, এ,	৫৮৯
২।	সাক্ষাৎ দেবীদর্শন ও তাঁহার সহিত কথোপকথন	শ্রীচৌধুরী ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র	৫৯৩
৩।	মারণ	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৪০৬
৪।	গাইয়ের টাকা	শ্রীমতী শ্রীমতী দেবী	৯১২
৫।	প্রেতযোনি কি সত্য ?	শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবিশ	৪১৯
৬।	অদৃশ্য জগৎ ভ্রমণ	রায় সাহেব শ্রীদুর্গাচরণ মিত্র	৫২৪
৭।	হিপ্‌নটিক মায়া বা বশীকরণ	শ্রীমুরারিমোহন মুখোপাধ্যায়	৪২৯
৮।	প্রতিশোধ	শ্রীবিজয় কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	৯৩৪
৯।	পারিবারিক ঘটনা	শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ মৈত্র	৪৪৪
১০।	অদ্ভুত প্রেতিনী দর্শন	শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	৪৪৭
১১।	উচ্চাটন	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৪৯
১২।	মাষ্টার জনষ্টনের প্রেতাত্মা	শ্রীআশুতোষ রায়	৪৫১
১৩।	ভৌতিক ঘটনাবলী	শ্রীরামগোপাল ভট্টাচার্য্য	৪৫৪
১৪।	অপঘাত মৃত্যুর পরিণাম	শ্রীহীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র	৪৫৯
১৫।	ভূতাবেশ	শ্রীচিন্তাহরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৬১
১৬।	জনৈক মহিলার পূর্ব্বজন্মের বিবরণ	শ্রীগণপতি রায়	৪৬৫
১৭।	স্বপ্নরাজ্য	শ্রীপঞ্চানন মজুমদার	৫৭০

"অলৌকিক রহস্যের" নিয়মাবলী।

১। "অলৌকিক রহস্য" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ই এর মধ্যে প্রকাশিত হইবে। বৈশাখ মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ হইবে।

২। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুলাদি সমেত সহর, মফঃস্বল সর্ব্বত্র ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র; ভিঃ পিঃ তে পাঠাইতে ৵০ এক আনা অধিক লাগিবে। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ তিন আনা।

৩। কেবল ৵১০ সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে নমুনা একখণ্ড প্রেরিত হইবে। কিম্বা ভিপিতেও পাঠান যাইতে পারে।

৪। পত্রিকা না পাওয়ার সংবাদ পর-সংখ্যা-প্রকাশের পূর্ব্বে না জানাইলে আমরা সেই সংখ্যা পুনর্ব্বার পাঠাইতে দায়ী থাকিব না।

৫। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় চিঠিতে, ও টাকা পাঠাইবার সময় কুপনে, নিজ নিজ নাম ধাম ইত্যাদি স্পষ্টরূপে লিখিবেন। গ্রামের নাম, পোষ্টাফিসের নাম ও জেলার নাম যেন পর পর লেখা থাকে।

৬। কেহ যদ্যপি পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া রিপ্লাই পোষ্ট কার্ড লিখিবেন.

৭। "অলৌকিক রহস্য" সম্বন্ধীয় টাকা পয়সা আমার নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। পত্রাদি সমস্ত ও বিনিময়ার্থ পত্রিকাদি আমার নামে অথবা কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দীর নামে নিম্ন ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

৫০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং "লোটাস্ লাইব্রেরী"
পুস্তকালয়, কলিকাতা।

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

756.3
·001/1

অলৌকিক রহস্য।

৯ম সংখ্যা] দ্বিতীয় ভাগ। [পৌষ, ১৩১৭

৺গয়া-মাহাত্ম্য।

পিণ্ডপ্রদানে ভ্রমোৎপত্তি ও তাহার শোচনীয় পরিণাম।

৺গয়া মাহাত্ম্য স্তবকে আর একটি অত্যাশ্চর্য্য অথচ প্রকৃত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি। ইহা অলীক বা কল্পনাপ্রসূত নহে—ইহা আমাদের নিজপরিবারের মধ্যে একটি শোচনীয় ব্যাপার। ইহা লিপিবদ্ধ করিবার প্রধান উদ্দেশ্য পাঠকবর্গকে সতর্ক করা। ঈশ্বর করুন, যেন কাহাকেও এরূপ লোমহর্ষণ শোচনীয় ঘটনার মধ্যে কখনও পতিত হইতে না হয়!

শুনিতে পাই, স্বর্ণময়ী ও করুণাময়ী নামে আমার দুইটি পিতৃষসা ছিলেন; তাঁহারা উভয়েই আমার পিতার জ্যেষ্ঠ ভগিনী। তন্মধ্যে স্বর্ণময়ী বিবাহের পর ১১।১২ বৎসর বয়সে ইহধাম পরিত্যাগ করেন। কনিষ্ঠার বয়স তখন ৭।৮ বৎসর হইবে।

আমার এক প্রপিতামহ, অর্থাৎ পিতামহের জ্যেষ্ঠতাত, "যকের" বিস্তর অর্থ পাইয়াছিলেন। শুনিতে পাই, আমাদের পুকুরে নাকি বহু দিন হইতে একটি 'যক' বাস করিত। অনেকে নাকি তাহাকে দেখিতে পাইত; কিন্তু সে কাহারও কোন অনিষ্ট করিত না। সেই

'যক' মৃত্যুকালীন আমার প্রপিতামহকে স্বপ্নে বলিয়া যায় যে, অমুক স্থানে অমুক গাছতলায় এক ঘড়া টাকা পোতা আছে; তিনি সেই টাকা লইয়া যথা ইচ্ছা ব্যয় করিতে পারেন! পরদিবস, উক্ত পোমশায় বাড়ীর কাহাকেও কিছু না জানাইয়া নিজে একখানি কোদাল লইয়া পুকুরধারে গেলেন। তাঁহাকে কোদাল লইয়া যাইতে দেখিয়া বাড়ীর লোকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কোথায় যাইতেছেন। তাঁহাদের প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর না দিয়া "বিশেষ কাজ আছে" বলিয়া চলিয়া গেলেন এবং যাইবার সময় তিনি বাড়ীর সকলকে নিষেধ করিয়া দিলেন যেন তাঁহার ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত কেহ পুকুরধারে না যান। তিনি সেকেলে মানুষ, মনটাও সেকালের মতন শাদা ছিল। তাই আর পিছন পানে না তাকাইয়া তাড়াতাড়ি চলিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে বাড়ীর লোকেরা তাঁহার কথায় কিঞ্চিৎ বিস্মিত ও সন্দিগ্ধ হইয়া নিষেধবাক্য লঙ্ঘনপূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ অনুধাবন করিয়া একটি গুপ্তস্থানে থাকিয়া তাঁহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট স্থান খননপূর্ব্বক একটি ছোট পিত্তলের ঘড়া বাহির করিয়া একটা পুরাতন থলে ঢাকা দিয়া একবার এদিক ওদিক চাইয়া লইলেন। তারপর, সেই ঘড়াটি বাড়ী আনিয়া নিজের লোহার সিন্দুকের ভিতর রাখিয়া দিলেন। বাড়ীর সকলেই সব দেখিলেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে কাহারও সাহসে কুলাইল না। তিনিও এই যক্‌প্রদত্ত অর্থ সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু বলিলেন না।

উক্ত অর্থপ্রাপ্তির অব্যবহিত কাল মধ্যে তিনি তীর্থপর্য্যটনে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কোন তীর্থস্থানেই তিনি অধিক দিন যাপন করিতে পারিতেন না,—ভয় হইত পাছে তাঁহার যক্ প্রদত্ত অর্থ অপহৃত হয়!

সেই জন্য তিনি এক একবার করিয়া এক একটি তীর্থ দর্শন করিয়া আসিতেন। এইরূপ করিয়া তিনি প্রায় সকল তীর্থস্থান গুলি পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন।

তিনি যেবার পিতৃকার্য্য সাধনোদ্দেশ্যে গয়াধামে যান, সেই সময় আমার পিতামহ তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা পূর্ব্বোক্ত স্বর্ণময়ীর নামে পিণ্ড-প্রদানের কথা বলিয়া দেন। সেই সময় পোমশায়ের সঙ্গে পাড়ার গুটিকতক লোকও গিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যেখানেই যাউন না কেন, বৃদ্ধের মন সেই লোহার সিন্দুকের দিকে পড়িয়া থাকিত! কোন স্থানে গিয়া সুস্থ হইয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার এবংপ্রকার চিত্তবিক্ষেপ হেতু সেবার পরিবারের মধ্যে তিনি যে একটি শোচনীয় ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। উক্ত চিত্তবিভ্রমবশতঃ তিনি স্বর্ণময়ীর নামে পিণ্ড না দিয়া কনিষ্ঠা করুণাময়ীর নামে দিয়া ফেলিলেন! তখন তাঁহার সহযাত্রিগণ বলিলেন, "তুমি কল্লে কি? স্বর্ণময়ীর নামে না দিয়া করুণাময়ীর নামে দিয়ে ফেল্লে! করুণা যে বেঁচে আছে!" তাহা শুনিয়া পাণ্ডামহাশয় বলিলেন, "এতক্ষণে সে আর বেঁচে নাই!" বৃদ্ধ তখন, "হায়, কি করিলাম!" বলিয়া মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

পাণ্ডামহাশয়কে জিজ্ঞাসা করা হইল, ইহার কোন উপায়ান্তর আছে কি না? তিনি বলিলেন, "ইহার আর কি উপায় থাকিবে! বিষ্ণু-পাদপদ্মে তাঁহার নামে পিণ্ড প্রদান করা হইয়াছে, তিনি মুক্তিলাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে গিয়াছেন—তাঁহার জন্য শোক করা উচিত নয়। এখন, যাঁর নামে পিণ্ড দিবার কথা, তাঁর নামে পুনরায় দেওয়া কর্ত্তব্য।" পাণ্ডামহাশয়ের আদেশানুযায়ী স্বর্ণময়ীর নামে পুনরায় পিণ্ড-

প্রদান করা হইল। সহযাত্রিগণকে বৃদ্ধ মিনতিপূর্ব্বক নিষেধ করিয়া দিলেন যেন, তাঁহার বাড়ীতে এই ভ্রম সম্বন্ধে কেহ কিছু না প্রকাশ করেন।

যথাসময়ে তাঁহারা পিতৃকার্য্য সাধন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রপিতামহমহাশয় গৃহে পদার্পণ করিবামাত্র করুণ আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। বৃদ্ধ মনোভাব গোপন রাখিতে পারিলেন না—তাঁহাদের সঙ্গে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বাড়ীর লোকে তাঁহার ভ্রম সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না এবং বৃদ্ধও কাহাকে কিছু বলিলেন না। পরে তিনি শুনিলেন যে, আহারাদির পর করুণাময়ী শুইয়াছিল, হঠাৎ তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং নিজের মাতাকে বলিল যে, মাথাটা যেন ঘুরিতেছে! তৎক্ষণাৎ বার দুই বমি করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞালোপ হইল। ডাক্তার কবিরাজ ডাকিবার আর অবসর হইল না।

বুঝিতে পারা গেল, যেদিন যে সময় তাহার নামে ভুলক্রমে পিণ্ড প্রদান করা হইয়াছিল, ঠিক সেইদিন সেই সময় তাহার বিয়োগ হইয়াছিল। কিছু দিন পরে পাড়ার যাহারা পোমশায়ের সহিত গয়ায় গিয়াছিল, তাহাদের নিকট শুনা গেল যে, বৃদ্ধের অনবধানতাবশতঃ বালিকার উক্ত প্রকার অকালমৃত্যু সংঘটিত হইয়াছিল। ইহা শুনিয়া বৃদ্ধের উপর সকলেই চটিয়া গেলেন। কিন্তু চটিয়া আর কি করিবেন, কোন উপায় ছিল না—মরা মানুষকে ত আর ফিরাইয়া পাওয়া যায় না। তখন সকলেই নিয়তির দোহাই দিতে লাগিলেন।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, জীবিত ব্যক্তির নামে গয়াতে পিণ্ড প্রদান করিলে মৃত্যু উপস্থিত হইবে! যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে অনেকেই ত শত্রুবিনাশকল্পে এই পথ অবলম্বন করিতে পারে? কিন্তু, এ পর্য্যন্ত

এ সম্বন্ধে ত কিছুই শুনা যায় নাই। জানি না, ইহার মধ্যে কি রহস্য নিহিত আছে! তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, অসদভিপ্রায়ে কোন দেবতার নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে কিংবা কোন ক্রিয়াকলাপ করিলে, তাহা সহজে সফল বা সিদ্ধ হয় না। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে, পৃথিবীর মধ্যে আরও কত প্রকার অভিনব পাপের প্রাদুর্ভাব হইত! ইহাও জানা আবশ্যক যে, অবিমৃষ্যকারিতার অবশ্যম্ভাবী ফল হইতে কেহ কখনও পরিত্রাণ পাইতে পারে না!

শ্রীঅমৃতলাল দাস।

কাঁকুড়গাছি।

অলৌলিক স্বপ্নাবলী।

আমার বন্ধু কলিকাতা, শ্যামবাজারনিবাসী শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ গুপ্ত বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার পরলোকগতা সহধর্ম্মিণী সম্বন্ধে কতিপয় স্বপ্নদর্শন করেন। তাঁহার প্রমুখাৎ স্বপ্নবৃত্তান্ত অবগত হইয়া "অলৌকিক-রহস্যের" পাঠকগণকে উপহার দিলাম। এ গুলির মধ্যে সত্য নিহিত আছে বলিয়াই বিদ্যানিধি মহাশয়ের বিশ্বাস। স্বপ্ন-কথিত ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা-সম্বন্ধেও তাঁহার আশা আছে।

(১)

বিদ্যানিধি মহাশয় গত ৩১শে আষাঢ় শুক্রবার গৃহশূন্য হন। তিনি বরাবরই ধীর-প্রকৃতি, বিশেষ এ পরিণতবয়সে বিপত্নীক হইয়া অনেক সময় মৃগ-চর্ম্ম ও গৈরিকবসনেই অঙ্গাভরণ করেন। পুত্র কন্যাগণের পর্য্যবেক্ষণ, রোগীর চিকিৎসা ও অন্যান্য সাংসারিক কাজ কর্ম্মে

রত থাকায় পরলোকগত সহধর্ম্মিণীর অনুধ্যানের অবসর তাঁহার অল্পই ঘটিত। এইরূপে কয়েক মাস অতীত হইল। পরে গত বিজয়াদশমীর পর দিন বেলা সার্দ্ধ দ্বিপ্রহরের সময় যখন তিনি আপন বিশ্রামগৃহে মৃগচর্ম্মাসনে নিদ্রামগ্ন ছিলেন, তখন সহসা তাঁহার একটি স্বপ্নদর্শন ঘটে। তাঁহার বোধ হইল যেন তাঁহার পরলোক গত সহধর্ম্মিণী তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কিছু-দূরে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার মুখমাত্র দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। আর সর্ব্বাঙ্গ একটা বেগুণি রঙ্গের আবরণে আবৃত। চিত্রে পরীর বেশ যেরূপ অঙ্কিত থাকে—ইহাও সেইরূপ। তাঁহার বসন 'হইতে যেন ঈষৎ জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছিল। আর তাহার পদদ্বয় লক্ষিত হইতেছিল না, তিনি শূন্যে দণ্ডায়মান ছিলেন কি না, তাহাও ঠিক বোধগম্য হয় নাই।

বিদ্যানিধি মহাশয় আরও দেখিলেন যে, তাঁহার পত্নীর পশ্চাতে একজন দীর্ঘশ্মশ্রুল ঋষিতুল্য ব্যক্তি আগমন করিলেন। ঋষির আগমনে তাঁহার পত্নী অন্তর্হিতা হইলেন। তখন ঋষি যেন বিদ্যানিধি মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস, পত্নী-বিরহে কাতর হইও না। তুমি সাধারণ সংসারীর মত নও। শিবশক্তি লইয়া তোমার জন্ম, সেই জন্য তোমার নাম পরেশ নাথ, আর এই শক্তির নাম দাক্ষায়ণী। নবম-বর্ষ বয়সে গৌরীদানে তোমার এই শক্তি লাভ হইয়াছিল। ইনি জীবদ্দশায় অনেক কথা বলিতেন বলিয়া তোমার সংসারে ইঁহাকে অনেক কথা সহিতে হইয়াছিল, তাই ইনি মৌনী হইয়া দেহ রাখিয়াছেন। আবার একাদশ-বর্ষ পরে এই শক্তি তোমার সহিত পুনর্ম্মিলিত হইবেন, কিন্তু এবার আর পত্নীরূপে নয়, ধর্ম্ম সাধনায় সহচরীরূপে! তুমি ব্রহ্মতেজ সাধন কর। সমস্ত স্ত্রীগণকে পূজা করিবে।

এই সময় বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ হয়। বাস্তবিক তাঁহার রাশিনাম পরেশ নাথ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর রাশিনাম দাক্ষায়ণী। আর তাঁহার চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ক্রমে নবম-বর্ষীয়া বালিকার সহিত তাঁহার পরিণয় হইয়াছিল। তিনি তাঁহার মাতৃ-দেবীর নিকট এই সমস্ত বিবরণ সত্য বলিয়া অবগত হইয়া বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হন। এস্থলে ইহাও বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, বিদ্যানিধি মহাশয়ের পত্নী মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতুষ্কন্যা ছিলেন। তাঁহার পিতাও একজন সাধক ছিলেন ও অল্প-বয়সে দেহত্যাগ করেন। বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার শ্বশুর মহাশয়কে কখন দেখেন নাই। স্বপ্নের ঋষি যে কে, তাহাও অবশ্য আমরা জানিতে পারি নাই।

(২)

শারদীয়া পূজার পর বিদ্যানিধি মহাশয় পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত চম্পানগরে বেড়াইতে যান। সেখানেও এক দিন ঐরূপ সময়ে দিবা দ্বিপ্রহর অতীত হইলে, নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে তাঁহার পত্নী ও উক্ত ঋষি দেখা দেন। এইরূপ যতবারই বিদ্যানিধি মহাশয় স্বপ্নে তাঁহার স্ত্রীর সন্দর্শন পাইয়াছেন, তাহা দিবা বা রাত্রির দুই হইতে আড়াই প্রহরের মধ্যে। এবার বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার পত্নীকে দেখিয়া অত্যন্ত কাতরোক্তির সহিত বলেন, "তুমি এখানে থাক। তোমার যাওয়া হইবে না।" তাহাতে তাঁহার পত্নী বলেন, "তুমি ত জান আমি মৃত। মৃত লোক কি থাকিতে পারে।" এ কথা শুনিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় অধীর হইয়া উঠেন, তাঁহার চক্ষুঃ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠে। তখন তিনি তাঁহার পত্নীর সহিত যাইবার জন্য ব্যগ্র হন। তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া তাঁহার পত্নী বলেন, "তুমি কি বলিতেছ? তুমি ত জান, আমি মৃত। মৃতের সঙ্গে কি যাওয়া যায়?" তথাপি বিদ্যানিধি মহাশয়ের

ব্যগ্রতা কমিল না দেখিয়া, তিনি সস্মিতবদনে বলিলেন, "বেশ, আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারি, তোমার ছেলে-মেয়েদের জিজ্ঞাসা কর, যদি যাইতে দেয়।" বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার পুত্র কন্যাগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে যাইতে দিল না। তখন তিনি তাঁহার পত্নীকে এ বিষয় বলিলে, তিনি বলিলেন, "কি করিব বল, কেহ তোমায় যাইতে দিল না।" ইহা বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। বিদ্যানিধি মহাশয় অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। তখন ঋষি তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি কি উন্মাদ হইলে? তোমাকে পূর্ব্বে যে সমস্ত বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। এত অধীর হ'লে হবে কেন?" তখন বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার পত্নীকে একবার দেখিতে চাহেন। ঋষি বলিলেন, "তুমি ত জান তিনি মৃত।" বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, "আমি মৃতকেই দেখিব।" ইহা শুনিয়া ঋষি তাঁহার পত্নীর শ্মশানস্থ আর্দ্রবসনসিক্ত মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া আনয়নপূর্ব্বক ভূতলে রক্ষা করেন। অল্পক্ষণ পরে মৃত-দেহ চক্ষুঃ উন্মীলন করতঃ ঈষৎ হাস্য করে। পরে ঋষি বলেন, "এই ত মৃত-দেহ দেখ্‌লে, এখন নিয়ে যাই।" এই বলিয়া তিনি মৃত-দেহ স্কন্ধে করিয়া লইয়া গেলেন। বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার পত্নীর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার সময় শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন না। পূর্ব্বেও তিনি কখন শ্মশানে যান নাই এবং দাহের পূর্ব্বে শবদেহ কি করা হয়, তাহাও তিনি জানিতেন না। তাঁহার বাটীর জনৈক কর্ম্মচারী তাঁহার পত্নীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময় শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি পূর্ব্বোক্তরূপ ঘটনার উল্লেখ করেন। বিদ্যানিধি মহাশয় স্বপ্নে এই সত্য ঘটনার দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়!

শ্রীখগেন্দ্রভূষণ সেন গুপ্ত বি. এ।

সাক্ষাৎ দেবীদর্শন ও তাঁহার সহিত কথোপকথন।

আমি ইতি পূর্ব্বে অলৌকিক রহস্যের আখিন মাহার সংখ্যায় এ বিষয় কতকটা লিখিয়াছিলাম। সম্প্রতি অন্য একটী ঘটনা যাহা আমার নিজ বাটীতে ঘটিয়াছিল, এই প্রবন্ধে তাহাই লিখিত হইবে।

প্রায় ৩।৪ বৎসর হইল, আমার বাড়ীতে যে ঘটনা আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা যথাযথ নিম্নে বিবৃত করিলাম, যাহা এ অঞ্চলের অনেকেই অবগত আছেন।

আমার একটি কন্যাকে তাহার শ্বশুর বাড়ী পাঠাইবার উদ্যোগ হয়, জামাতা বাবাজীকে আনান হইল; পাঠাইবার দিনস্থির হইল। ধার্য্য দিনের ২।৩ দিন পূর্ব্ব হইতে প্রত্যহ ৩।৪ বার করিয়া মূর্চ্ছা হইতে লাগিল। জামাতা বাবাজী মেডিকেল কলেজে পড়িতে যাইবেন; তিনি হিষ্টিরিয়া স্থির করিয়া সে অবস্থায় লইয়া যাওয়া সঙ্গত বিবেচনা না করিয়া স্বয়ং চলিয়া গেলেন। আমি দুই এক দিন ঐরূপ দেখিয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিলাম। প্রথম এলোপ্যাথিক ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা আরম্ভ হইল, দুই তিন দিন চিকিৎসায় কোন ফল উপলব্ধি না হওয়ায় তৎপরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আরম্ভ করিলাম। ক্রমে রোগের উপশম না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইতে লাগিল।

প্রত্যহ ৩।৪ বার করিয়া মূর্চ্ছা হইত, তাহার সময়ের কোন স্থিরতা ছিল না; মূর্চ্ছাভঙ্গের পর কতকক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে পড়িয়া থাকিত। এইরূপ কএক দিবস হইবার পর এক দিন মূর্চ্ছা ভঙ্গ করান হইয়াছে, তৎপরে মেয়েটী "এত্যা এত্যা" (মাথার দাঁড়িগুলি মাত্রা) করিয়া থাক্ দিয়া কাঁদিতে লাগিল; কিছুক্ষণ এইরূপ করার পর ক্রন্দন বন্ধ

হইল ; তখন আপনাকে আপনি প্রশ্নোত্তর করিতে লাগিল। এখানে বলা আবশ্যক যে, ৺ সিদ্ধেশ্বরী দেবীর প্রতি কন্যাটীর প্রগাঢ় ভক্তি ছিল।

প্রশ্ন। হ্যাগা! এগুলি যে আপনার কাছে বসে আছেন, এঁরা কে? (প্রশ্ন এমন ভাবে করিল যে, তৎসময়ে তাহার মুখের ভাব দেখিলে স্বতঃই বোধ হয়, যেন সে সমস্ত দেখিয়া সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষে কথোপথন করিতেছে) তৎপরক্ষণেই ঈষদ্ধাস্য বদনে সুললিত মৃদু মধুর স্বর্গীয় ধ্বনিতে প্রশ্নের প্রত্যুত্তর মুখ হইতে বহির্গত হইতে লাগিল।

উত্তর। এটি আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী ; ইনি কালীঘাটের কালী। (বলা বাহুল্য যে ৺ সিদ্ধেশ্বরী দেবীর সহিত অহার প্রশ্নোত্তর হইতেছে)।

প্রঃ। আপনার বড় বোনের কাছে যিনি বসেছেন, উনি কে?

উঃ। উনি শীতলা, উনি আমার কাছেই ত বরাবর থাকেন ; তুমি কি ইঁহাকে চিন না?

প্রঃ। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি এ রকম চেহারা এঁর ত কখন দেখি নাই, সে জন্য চিনিতে পারি না, ওঁর পাশে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি কে?

উঃ। তাঁহার নাম রক্তাবতী ; ইনি সর্ব্বদা আমাদের সেবার কার্য্যে থাকেন ; যখন যাহা আবশ্যক, ইনি থাকিলে আমাদের আর কোন অসুবিধা ঘটে না। আরও কয়েকটী কে যে দেখিতেছ ; এঁরা সর্ব্বদা আমার মন্দিরে থাকেন।

প্রঃ। আপনার বড় বোন্ কেন আসিয়াছেন গা?

উঃ। আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী বলিতেছেন যে, তোমার বাল্যাবস্থায় যে সময় অত্যন্ত কঠিন পীড়া হয়—বাঁচিবার আশা থাকে না, তৎসময়ে

তোমার মাতা, কালী ঘাটের কালীর নামে মানসিক করিয়া জল ছড়াইয়া দিয়াছিলেন ; মানসিক এই করিয়া ছিলেন যে, যদি আমার এ মেয়েটী বাঁচে, ইহাকে লইয়া আপনার স্থানে পূজা দিয়া আসিব। তৎপরেই তুমি ক্রমে আরোগ্য হইলে, তোমার বিবাহ হইল, এখন শ্বশুর বাড়ী যাইতে বসিয়াছ ; কোথায় ? তাঁহার ত পূজা দেওয়া হইল না! তোমার মাতা উহা বিস্মরণ হইয়া গিয়াছেন। এই কারণে ইনি তোমার মূর্চ্ছা রোগ দিয়াছেন ; আমায় মানসিক করিলে কি হইবে, তাঁহার পূজা দাও, আরাম হইয়া যাইবে।—

প্রঃ। তবে আমি কি করিব ?

উঃ। তোমার পিতাকে বল, যে আপনি যে সব ঔষধাদি প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করিতেছেন, তাহাতে কোন ফল হইবে না ; মূর্চ্ছার কারণ তাঁহার নিকট বলিয়া তৎপ্রতিবিধানের চেষ্টা করিতে বলিবে। তুমি এখন যাও, অনেক বেলা হয়েছে, তোমার ঘরে খুজবে।

প্রঃ। হাঁা, যাই, বেলা হলে বাবা রাগ্‌বেন, আমি চারিপা গেলেই ঘরে পঁহুছে যাব ; এই নাপিত ঘরের কাছে একপা, বামুন ঘরের কাছে এক পা, ও পুখুর আড়ায় এক পা, তার পরেই ঘরে পঁহুছে যাব। (সিদ্ধেশ্বরীর স্থান হইতে আমাদের বাড়ী ৪।৫ বিঘা অন্তর হইবে)। বলেই দাঁড়িয়ে উঠে লম্বা লম্বা পদ বিক্ষেপে ৪।৫ পা যেয়েই সামনে কপাট বন্ধ থাকায় আর যেতে না পেরে চমকিতের ন্যায় উর্দ্ধে ও পার্শ্বে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, যেন ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল, এইরূপ বোধ হইল। তখন আমি সঙ্গে ছিলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, কি গা, কোথায় গিয়েছিলি ; দেখি না যে ; তখন উত্তর করিল কোথা, আমিত বারেন্দার উপরে বসেছিলাম।—

আমি এ সমস্ত কথা বার্ত্তা শুনিতেছি বটে, কিন্তু কি কালের গতিক

এত শুনিয়াও তথাপি বিশ্বাস করিতে গিয়া সাত পাঁচ ভাবিতে লাগিলাম, এবং ঔষধ প্রয়োগেও ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। কুশিক্ষার ফলে বিধর্ম্মীর ভাব মনকে এরূপ অধিকার করিয়া লইয়াছে যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ-কেও অবিশ্বাস করিতে কুণ্ঠিত করিতেছে না। মনটী ঠিক স্প্রীংএর মত হইয়াছে বিবেচনা করিলাম; কার্য্য দেখিয়া মনটীকে ধাপাইয়া লইয়া আসি; কিন্তু স্প্রীংএর বল বহির্দ্দিকে থাকায় উহা অল্পটিলা পাইলেই ঠিক পাইলেই ঠিক সোজা হইয়া যায়। পুনঃ ঔষধ দিতে লাগিলাম। কোন ফল হইল না। তিন চারি ঘণ্টা সুস্থ থাকিয়া পুনরায় মূর্চ্ছিত হইল। মূর্চ্ছা ছাড়াইবার পর পূর্ব্ববৎ "এত্যা···এত্যা" করিয়া থাক্ দিয়া কাঁদিতে লাগিল তৎপরে নিস্তব্ধ ভাবে খানিক পড়িয়া থাকিয়া কথা বার্ত্তা আরম্ভ হইল।—

প্রঃ। আমি আপনাদিগকে দেখিবার জন্য পলাইয়া আসিয়াছি।

উঃ। হ্যাঁ—আমিও তোমায় দেখা পেলে বড় সন্তুষ্ট হই। আহা! মেয়ে ছেলেটী বড় ভক্ত। হ্যাঁগা জিজ্ঞাসা করি, বাবার কি বিশ্বাস হলোনা! তুমি ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল্‌বে, কখনই ঔষধে ভাল হবেনা; বুঝেছি, আরও দুই চারি দিন দেখান্, তবে বাবার বিশ্বাস হবে।

প্রঃ। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আজ আপনাদের এত সাজ বেশ কেন গা?

উঃ। আমাদের (অমুক জায়গায়) পূজা আছে যাইতে হইবে, তুমি আজ বাড়ী যাও, কল্য আসিও; আমি তোমায় বড় ভাল বাসি।

ক্ষণিক নিদ্রাবেশের ন্যায় নিস্তব্ধ ভাবে পড়িয়া থাকিয়া পরে জাগিয়া উঠিল। মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর এবং জাগৃত হইবার সময় একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিত।

পর দিবস আমি সদর প্রস্তে বসিয়া আছি, এমন সময়ে আমাদের

বাড়ীর নিকটবর্ত্তী গ্রামের একটী শিক্ষিত ভদ্রলোক আমার নিকট কোন কারণে আসিয়াছিলেন। তিনি আমায় বিমর্ষ দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা বলিলাম। তিনি নব্য শিক্ষার পক্ষপাতী; এজন্য আমায় সঙ্গে লইয়া ৺সিদ্ধেশ্বরীর হাটের দিকে চলিলেন এবং বলিলেন, মহাশয়! আমি এইরূপ হিষ্টীরিয়া রোগী হোমিওপ্যাথিক ঔষধে ৩।৪টী আরোগ্য করিয়াছি। একটী ঔষধ খাওয়াইতে হইবে, একটা ঘাড়ে মালিস করিতে হইবে অন্যটী মস্তকোপরি দিতে হইবে। আমার কন্যাটী আরোগ্য করিবার চেষ্টা প্রবল হেতু তাঁহার কথাকেই শিরোধার্য্য করিলাম এবং বলিলাম আপনি কল্য প্রাতে ঔষধ পাঠাইয়া দিবেন। এই বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়া আমি বাটী প্রত্যাগত হইলাম, হাটে যাইবার সময় আমরা উভয় ভিন্ন আমাদের সহিত আর কেহ ছিল না। আমি বাটীতে উপস্থিত, সংবাদ পাইলাম কন্যাটীর মূর্চ্ছা হইয়াছে, তাড়াতাড়ি ভিতরে গেলাম এবং আমার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে তাহার মূর্চ্ছা ছাড়াইতে বলিলাম; সে মূর্চ্ছা সহজে অপনোদন করিবার একটা সূত্র জানিত। কটি পার্শ্বে মুঠা করিয়া ধরিলেই মূর্চ্ছা ছাড়িয়া যাইত।— মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর পূর্ব্ববৎ কিয়ৎক্ষণ কাঁদিয়া নিস্তব্ধ হইল এবং কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। আমি স্বয়ং কথার প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলাম।

প্রঃ। আমি এসেছি গো মা।

উঃ। আচ্ছা আচ্ছা বোসো। দেখ্‌লে গা, বাবার তথাপি বিশ্বাস নাই, মেয়েছেলেটা কষ্ট পাচ্ছে। তখন আমি স্বয়ং বলিলাম কেন নাই।—

উঃ। বাবা! এইত আপনি অন্য একটী ভদ্রলোকের সহিত হাটের দিকে যাইতেছিলেন, সে ৩টা ঔষধ কল্য পাঠাইয়া দিবে, তাহার একটা খাইতে হইবে, একটা ঘাড়ে মালিস করিতে হইবে এবং অন্যটী

মস্তকোপরি দিতে হইবে, আপনি তথাপি ঔষধ ছাড়িতেছেন না। কি হইবে উহাতে কিছুই হইবে না বরং বৃদ্ধিই হইবে।

প্রঃ। তখন আমি বলিলাম, আমি নিশ্চয় বলিতেছি. আজ হ'তে আর কোন ঔষধ ব্যবহার করিব না, আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিব।—(কারণ এই যে, যে সকল কথা আমরা উভয়ে বলিয়াছিলাম, তাহা উহার জানিবার কোন উপায় নাই, তখন মনে হইল যদি অজ্ঞাত বিষয় বলিতে পারে, তবে এইবার ভাল করিয়া পরীক্ষা করিব)।—

পর দিবস আমি বাহির প্রস্থে বসিয়া, বালেশ্বরের রাজা শ্রীযুক্ত রাজা বৈকুণ্ঠনাথ দের নিকট কোন আবশ্যক জন্য একখানি দরখাস্ত লিখিতেছি, প্রায় লেখা শেষ হইয়া আসিয়াছে,—এমন সময়ে বাড়ী হইতে একটী ছেলে আসিয়া বলিল, 'দিদির মূর্চ্ছা হইয়াছে. আপনি শীঘ্র আসুন।' আমি সমস্ত তদবস্থ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলাম, আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা তাহার মূর্চ্ছা ছাড়াইয়া দিল। পূর্ব্ববৎ কিয়ৎক্ষণ ক্রন্দন করিয়া নিস্তব্ধ হইল এবং কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

প্রঃ। আমার ঘরে অনেক কাজ প'ড়ে আছে, ঠাকুরমা সে সব কাজ কর্ত্তে বলেছিলেন, আপনাদের দেখ্‌বার জন্য আমার মন কেমন কর্ত্তে লাগ্‌লো ; তজ্জন্য সব ছেড়ে পালিয়ে এসেছি। সর্ব্বদাই আপনাদের দেখ্‌তে ইচ্ছা করে, ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হয় না।

উঃ। আহা! কত কষ্ট পাচ্ছিস, বাবার বোধ হয়, একটুকু বিশ্বাস হয়েছে।

প্রঃ। বাবার এই জন্য একটুকু বিশ্বাস হয়েছে যে, আমাদের কথা বার্ত্তা ও কি করে জান্‌তে পারে। ওগো আমি যে সব জান্‌তে পাত্তিছি। তখন আমি বলিলাম, "আচ্ছা, বল দেখি আমি সদরে কি কত্তেছিলাম।

উঃ। দরখাস্ত লিখ্‌তেছিলে।

প্রঃ। কাহাকে লিখিতেছিলাম বলিতে পার কি ?

উঃ। হ্যাঁ, যাহাকে লিখিতেছিলে, তাহার প্রথম অক্ষর "বৈ"; কি ? এবার হয়েছে ত ?

প্রঃ। আমি ও সব বুঝি না, গোটা নামটী বলিতে হইবে।

উঃ। রাজা বৈকুণ্ঠ নাথ দে। কেমন ?

প্রঃ। কি লিখিতেছিলাম ?

উঃ। একখানি দরখাস্ত।

প্রঃ। কোন্ বিষয় লিখিয়াছিলাম।

উঃ। এই এই বিষয় লিখিয়াছিলে।

তখন আমি বলিলাম, আমি যে অবিশ্বাস করিয়াছি, তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করিবেন। এক্ষণে কি উপায়ে ভাল হইবে বলুন, আমি তাহাই করিব।

উঃ। কালীঘাটে গিয়া যথাসাধ্য পূজা দিয়া আসিতে হইবে। তজ্জন্য প্রথম একটী দিনস্থির কর, তৎপরে আমি সমস্ত বলিব। আমি পঞ্জিকা বাহির করিয়া মনে ভাবিতে লাগিলাম, যদি শীঘ্র মধ্যে দিনস্থির করি, তাহা হইলে অর্থাদি সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া উঠিবে, আর যদি বিলম্বে দিনস্থির করি, তাহা হইলে ছেলে কষ্ট পায়। ইতস্ততঃ করিয়া শীঘ্রমধ্যেই দিনস্থির করিলাম।

আর মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম এইরূপ অবস্থায় কেমন করিয়াই বা লইয়া যাইব, পাল্কীতে বা রেলে যাইবার সময় মূর্চ্ছা হইলে কি করিব। এই রূপ ভাবিতেছি এমন সময়ে পুনরায় মূর্চ্ছা হইল ; মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর যখন দেবীর সহিত কথোপকথন হইতে লাগিল, তখন আমি প্রশ্ন করিতে লাগিলাম।

প্রঃ। আপনি যে কালীঘাটে গিয়া পূজা দিবার কথা বলিলেন তাহার ত দিন স্থির করা হইয়াছে, এক্ষণে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাস্য এই হইতেছে যে, পাল্‌কী ও রেলে যাইবার সময় যদি এই রূপ মূর্চ্ছা হয়, তখন কি করিব।

উঃ। পাল্‌খী ও রেলে যাইবার সময় মূর্চ্ছা হইবে না। যেদিন ঘর হইতে যাইবে, সেইদিনের একদিন পূর্ব্ব হইতে কলিকাতায় পঁহুছা পর্য্যন্ত মূর্চ্ছা বন্ধ থাকিবে। পুনরায় সেখানে গেলে একবার হইবে মাত্র। কেননা হয়ত সকলে মনে করিবে যে মূর্চ্ছা ভাল হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা নহে। তবে যাইবার পূর্ব্বদিন হইতে যে দুইদিন বন্ধ হইবে, সে দুই দিনের যে বাদ গেল, একথা মনে করিবে না, মূর্চ্ছা বন্ধ হইবার পূর্ব্বদিবস—আগামী দুইদিনের, দুইবার করিয়া চারিবার মূর্চ্ছা অধিক দিয়া লইব।

প্রঃ। সঙ্গে কাহাকে লওয়া যাইবে ?

উঃ। সঙ্গে বেশী লোকের আবশ্যক নাই, তুমি যাইবে এবং একজন মেয়ে মানুষ যাইবে, আর তোমার শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীকে বলিয়া পাঠাও ; তিনি অমুক (বালিচক) ষ্টেশনে উঠিবেন।

প্রঃ। এত শীঘ্র টাকা কড়ির যোগাড় কিরূপে করিব ? অপনি ও জানেন আমার পয়সা কড়ির অবস্থা সচ্ছল নহে।

উঃ। তোমার যে পয়সার অবস্থা স্বচ্ছল নহে, তাহা জানি, তবে চেষ্টা করিলেই সমস্ত জুটিয়া যাইবে, কিছুরই অভাব হইবেনা।

একটুকু পরেই চৈতন্য হইল। আমি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। বেহারার যোগাড় করিলাম। মেয়ে লোক দুই তিনটী জুটিল। কারণ অন্য গুলি কলিকাতায় কর্ম্ম করিবার উদ্দেশ্যে যেতে চাহিল। আমার শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীকে বালিচক ষ্টেশনে উঠিবার জন্য লেখা হইল।

তৎপরে টাকার চেষ্টা করিতে গেলাম। অকস্মাৎ নিকটবর্ত্তী অন্য গ্রামের একটী লোক আমার নিকট উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে বলিলাম, বাবু! আমায় গোটা পঁচিশেক টাকা হাওলাত দিতে পার? সে, বলা মাত্রেই বলিল, আপনি কল্য লোক পাঠাইয়া দিবেন, টাকা দিব। পর দিবস তাহার নিকট হইতে পঁচিশটী টাকা আনাইলাম। এত সময় সংক্ষেপ যে, কোন মহলে পাঠাইয়া টাকা আনাইতে সঙ্কুলান হইবে না। এখন যাইবার ভরসা হইল। তখন মনে হইল নির্দ্ধার্য্য দিনের পূর্ব্বদিন ও তৎপূর্ব্বদিন দেখিলেই জানিতে পারিব।

যে দিন যাইতে হইবে, তৎপূর্ব্ব দিবস প্রথম মূর্চ্ছা হইল। মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলাম।

প্রঃ। কিরূপ ভাবে পূজা দেওয়া হইবে?

উঃ। তোমার যেরূপ ইচ্ছা।

প্রঃ। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, মেয়েটীকে যাঁহার বাড়ীতে বিবাহ দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা বিষ্ণুধর্ম্মাবলম্বী, পাঁঠা দিয়া পূজা দেওয়া তাঁহাদের মনন না হইতে পারে।

উঃ। ক্ষতি নাই, যেরূপ অভিপ্রায় হয়, সেই মতই দিবে। তবে সেখানে মন্দাকিনীর ঘাটে ডাব দিয়া স্নান করাইয়া আমার নিকট পূজা দিয়া আমার হেম ঘটের জল খাওয়াইলেই আরোগ্য হইয়া যাইবে, আর হইবেনা।

এই কয়েকদিন এত কথাবার্ত্তা জিজ্ঞাসা হইল; কিন্তু আমি পামর আত্মবিস্মৃত, আমার নিজের সম্বন্ধে কিছুই জিজ্ঞাসা একদিনের জন্য হইল না; যাহা হউক, আজ একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব। জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি যাহা মনে করিয়া থাকি, তাহা আমার সিদ্ধ হইবে কি না?

উঃ। কেন হইবে না? অবশ্য হইবে।

প্রঃ। কিরূপে হইবে, কি প্রকরণ করিতে হইবে ?

উঃ। বিশ্বাস থাকে অবশ্য হইবে, আগে বিশ্বাসটা দেখি, পরে বলিব।

প্রঃ। আমার এবার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছে ; এ বিশ্বাস আর কোন কালে অপনোদন হইবে না।

উঃ। তবে সময়ে হইবে।

এই বলিয়া আবেশ ছাড়িয়া গেল। যাইবার পূর্ব্বদিবস মূর্চ্ছা হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় মূর্চ্ছা হইল। এইরূপে চারিবার মূর্চ্ছা হইলে পর বলিতে লাগিল, না দুই দিনের বাধা যে চারিবার মূর্চ্ছা অতিরিক্ত হইবার কথা বলিয়াছিলাম, তাহা দিলে মুখখানি এত বেদনা হইবে যে, কথা কহিতে পারিবে না। ছেলে মানুষ এত সহ্য করিতে পারিবে না, দুইদিনের বাবত দুইবার দিলেই যথেষ্ট হইবে। ফলে তাহাই হইল।

পর দিন যাইবার উদ্যোগ করা হইতেছে ; প্রভাত অবধি আর মূর্চ্ছা নাই দেখিয়া পাল্কীতে করিয়া লইয়া চলিলাম। রেল আমাদের বাড়ী হইতে প্রায় ১৮ মাইল, মেয়ে লোকগুলি সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

আমি ঘোটকারোহণে গড় খাইএর নিকট উপস্থিত, এমন সময়ে আমার একটী প্রজা, যাহাকে ইতিপূর্ব্বে টাকার জন্য তলব দেওয়া হয় নাই, সে অকস্মাৎ আমার সম্মুখের দিকে ছুটিয়া আসিতে আসিতে দূর হইতে বলিতে লাগিল, আপনি কোথায় চলিলেন ? আমার খাজনাটা লইলেন না ? আমি টাকা আনিয়াছিলাম। আমি তখন পরম সন্তুষ্ট হইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করতঃ তাহাকে আমার বাড়ী হইতে দোয়াত কলম আনিতে বলিলাম, সে তৎক্ষণাৎ লইয়া আসিলে তাহার নিকট হইতে সাতটী টাকা লইয়া রসিদ দিয়া গম্য পথে অগ্রসর হইলাম। পরে রেলে উঠিয়া চারিটী ষ্টেশন যাওয়ার পর শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীও

উঠিলেন, তখন হাবড়াতে পঁহুছিলাম। গঙ্গার পশ্চিম পারে জামাতা বাবাজী ছিলেন, তাঁহার বাসা অনুসন্ধান করিয়া সেই বাসার নিকট একটী বাসা করিয়া থাকা হইল। সন্ধ্যায় জামাতা ও বৈবাহিক মহাশয়ের সহিত সাক্ষাত হইল। পর দিন প্রাতে একবার মূর্চ্ছা হইবার কথা। পূজা দিবার জন্য যাইবার উদ্যোগ হইতেছে, আমি মনে করিলাম, প্রায় আর মূর্চ্ছা হইবে না, এমন সময়ে একটী মেয়ে মানুষ আসিয়া বলিল 'আপনি আসুন, মূর্চ্ছা হইয়াছে' তখন গিয়া স্বয়ং মূর্চ্ছা ছাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি যে মন্দাকিনী ঘাটে স্নান করাইবার কথা বলিয়াছিলেন, মন্দাকিনী ঘাট কোন্‌টা তাহা ত আমি জানি না। জিজ্ঞাসার পরে যেন একটুকু উষ্মাভরে উত্তর হইল, 'কি? মন্দাকিনী ঘাট জান না? ঐ, মন্দিরের সাম্‌নে যে ঘাট, তাহারই নাম মন্দাকিনী ঘাট; সেইখানে স্নান করাইয়া পূজা দিবে, আর সপ্তাহকাল কলিকাতায় থাকিয়া বাড়ী যাইবে।

আমরা বাসা হইতে বাহির হইয়া গঙ্গা পার হইলাম। পর পারে উঠিয়া ঘোড়ার গাড়িতে কালীঘাটে উপস্থিত হইয়া মন্দাকিনী ঘাটে কথিত মত স্নান করাইয়া মায়ের পূজা দিয়া হেম ঘটের জল খাওয়াইয়া বাসায় লইয়া আসিলাম। সপ্তাহকাল বাসাতে রাখিয়া পরে বাড়ী আনিলাম।

কিছুদিন পরে তাহাকে শ্বশুর বাড়ী পাঠান হয়। তখন পর্য্যন্ত আর মূর্চ্ছাদি কিছুই হয় নাই। কিছুদিন যাওয়ার পর আমার পরিবারের মৃত্যু হয়। এই সংবাদ শ্রবণে একবার মূর্চ্ছা হইয়াছিল। মূর্চ্ছার কথা শুনিয়া আমি এখান হইতে ৺সিদ্ধেশ্বরী দেবীর বিল্বপত্র ও ডুমরা পাঠাই। কিছুদিন পরে ঐ ডুমরাটি কোথায় পড়িয়া যায়। তখন সেখান হইতে আমার কন্যা লিখিল, বাবা! ডুমরাটী কোথায় পড়িয়া

গিয়াছে, আপনি সেখানে মায়ের নিকট বিল্বপত্র দিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন, এবং একটী ডুমরাও পাঠাইবেন। অনেক দিন ফুল বেলপাত পাই নাই। তখন আমি দেবীর নিকট বিল্বপত্র ও পূজাদি দিয়া, সেই বিল্বপত্র পাঠাইবার উদ্যোগ দেখিতেছি ও একটী ডুমরার অনুসন্ধান করিতেছি; দুই তিন দিন পরে আমার কন্যার নিকট হইতে যে পত্র পাইলাম, তাহা শুনিলে গাত্র রোমাঞ্চিত হয় এবং তাহার পরা ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে প্রীত হইয়া পরমানন্দে প্লাবিত হইতে হয়।

অবশ্যই সকলে সংবাদটী শুনিবার জন্য উৎসুক, সন্দেহ নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জামাতা বাড়ীর সকলে বিষ্ণুভক্ত। তাঁহাদের বাড়ীর সকলেই মনে করিতেন যে, কথিত বিষয়গুলি অসম্ভব; তবে কলিকাতায় যাওয়ার সময় জামাতা জাবাজী ও বৈবাহিক মহাশয় একটী মূর্চ্ছার পর দুই চারিটী কথা যাহা শুনিয়াছিলেন মাত্র, বিশেষ সে দিন কোন বিশেষ কথা হয় নাই। আমি এখানে যে দিন কন্যার জন্য বিল্বপত্র দিয়াছিলাম, সেই দিবস আমার কন্যা যথাসময়ে তাহার শাশুড়ীর সহিত স্নান করিতে গিয়াছিল। স্নান করিয়া উভয়ে বাটীমধ্যে পঁহুছিয়াছেন, এমন সময়ে আমার কন্যা বলিয়া উঠিল, আমায় কেমন করিয়া আনিয়াছে, আমাকে শীঘ্র ধর; এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইয়া গেল হস্তপদ কাষ্ঠবৎ শক্ত হইয়া গেল। দুই তিন জন মেয়ে এবং তাহার শাশুড়ী দাঁতের খিল খুলিয়া দিয়া মুখে চোখে জল দিয়া হাতের মুঠা খুলিতে গিয়া দেখেন, হস্তমধ্যে টসটসে কাঁচা বিল্বপত্র ও তাহাতে এমন এক প্রকার সিন্দূর রহিয়াছে, যাহার উপর দৃষ্টিপাত করিলে মনে ভয় জন্মে। এরূপ বিল্বপত্র সেখানে পাইবার কোন আশা নাই। সকলেই দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং দেবীকে সুবর্ণ বিল্বপত্র দিয়া পূজা দিবার মানসিক করিলেন। আমার কন্যা সেই বিল্বপত্র পাইয়া ধারণের অভিপ্রায়ে,

ডুমরার জন্য আমাকে লিখিবে মনে করিতেছিল, সেই দিবস প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বেই মনে হইল, যেন কে বলিতেছে, মা, এই নে। ঘুম ভাঙ্গায় দেখিল, উভয় মুখ বন্ধ করা একটী ডুমরা, একটী সরু চুলের দড়ি গলান সেই চুলের দড়িটী উহার অঙ্গুলিতে গলান রহিয়াছে। মুঠার মধ্যে ডুমরা এবং একটী বিল্বপত্রে সরিষার ন্যায় একটী বস্তু রহিয়াছে; অথচ উহা সরিষা নহে। এ বিষয় তাঁহাদের বাড়ী হইতে অনেকে আমাকে লিখিলেন এবং তাহা যে কি এবং কি করিতে হইবে, তাহা জানিতে চাহিলেন। আমার বামনদাদা জীবিত থাকিলে আর ভাবিতে হইত না। তিনি প্রায় দুই বৎসর ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি পরে লিখিব সম্প্রতি উহা সাবধান করিয়া রাখ বলিয়া লিখিলাম এবং এখানে আনিয়া পূজা দিবার জন্য তাহার শ্বশুর শাশুড়ীকে লিখিলাম। তাঁহারাও এ বিষয়ে সমুৎসুক ছিলেন, স্বীকার পত্রী পাইয়া কন্যাকে বাড়ীতে আনিলাম—এবং মায়ের পূজা দিয়া ঔষধটীর কর্ত্তব্য প্রতিবিধান করতঃ শ্বশুরালয়ে পুনঃ প্রেরণ করিলাম।—

আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধ দেখিয়া যে সকল মহাত্মা আমাকে সেই বিষয় লিখিয়াছিলেন, আমি তাঁহাদের উত্তর প্রদানে বিস্মৃত হই নাই। তবে কার্ত্তিক চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল মহাশয়ের নম্বর অস্পষ্ট থাকায় প্রত্যুত্তর যথাস্থানে পঁহুছিয়াছে কিনা, জানি না। আর পূর্ব্ব প্রবন্ধ দর্শনে আমাকে জ্যোতিষে পারদর্শী বলিয়া বিবেচনা না করেন, ইহাই প্রার্থনা; তবে আবশ্যকমতে যৎসামান্য যাহা জানি; তাহা অকিঞ্চিৎকর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

শ্রীচৌধুরী ত্রৈলোক্য নাথ মিত্র।
গড়ধুধুন্দা
পোঃ খড়ইগড়,—জেলা মেদিনীপুর।

মারণ।

"প্রাণিনাম্ প্রাণহরণং মারণং তদুদাহৃতং।" ইতি তন্ত্রসার।

অভীষ্ট ব্যক্তির জীবনীশক্তির হীনতা করিয়া তাহার শরীরে রোগোৎপাদন করিয়া মারিয়া ফেলার নাম মারণ। ডাইনি প্রভৃতি অনেক শ্রেণীর মন্ত্র বিদ্যাবান্ লোক দ্বারা এইরূপ কার্য্য হওয়া শুনা যায়। আমাদের দেশে বাণ মারিয়া বৃক্ষাদি মারিয়া ফেলিবার শক্তি অনেকের থাকা দেখা যায়। ইহাও এক প্রকার হিপ্‌নটিজ্‌ম্, যাঁহারা আজকালকার শিক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বারা আলোচিত হিপ্‌নটিজ্‌ম্ বিশ্বাস করিতে পারিয়াছেন, তাহাদের এই মারণ শক্তি অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখি না। হিপ্‌নটিজ্‌ম্ সাহায্যে রোগ আরোগ্য করা যাইলে রোগ উৎপন্ন করিতেও অবশ্য পারা যায়, যাহা হউক এ সম্বন্ধে পশ্চাৎ আলোচনা করা যাইবেক।

গুপ্তবিদ্যার প্রকাশিকা শ্রীমতী ব্ল্যাভাট্স্কি মহোদয়া নীলগিরি উপত্যকার সম্বন্ধে একটি পুস্তক লেখেন, যাহা ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়া ক্রমশঃ থিয়জফিষ্ট নামক পত্রিকায় প্রকাশ হইতেছে। উক্ত পত্রিকা হইতে আমরা এই মারণের ঘটনাটি এই স্থলে প্রকাশ করিলাম।

নীলগিরি উপত্যকায় সাহেবদের গতিবিধির পূর্ব্বে তিন জাতীয় লোকের বাস থাকে। টোডা জাতি, ইহাদের লোকেরা দেবসদৃশ সুদৃশ্য ও সদ্‌গুণসম্পন্ন, ব্যাডাগা জাতি, ইহারা টোডা জাতির ভৃত্যের ন্যায়, এবং কুরুম্বা জাতি, ইহারা কৃষ্ণবর্ণ, খর্ব্বকায়, বামন সদৃশ, ইহারা আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, মধুকুরুম্বা ও মল কুরুম্বা। গুপ্তশক্তি পরিচালনে টোডা ও মল কুরুম্বা বিশেষ পারদর্শী। মল কুরুম্বদের কোন ক্ষতি করিলেই তাহারা সেই ব্যক্তির প্রতি এরূপ দৃষ্টি করিবে যে, দৃষ্ট ব্যক্তির জীবনাশা আর থাকিবে না,

উক্ত ব্যক্তিকে অবিলম্বে দুরারোগ্য রোগাক্রান্ত হইয়া সমন সদনে যাইতে হইবেক। এই রোগের আধুনিক চিকিৎসায় কোন ফল হইবে না। ইহাতে রোগীর জীবনীশক্তি (vitality) বা প্রাণশক্তি কুরুম্বা কর্ত্তৃক শোষিত হইয়াছে, এই প্রাণশক্তি প্রদানের উপায় আধুনিক চিকিৎসাতে নাই। তবে এইরূপ রোগী ঐস্থানের টোডা জাতিদের নিকট যাইয়া পড়িলে তাঁহারা আরোগ্য করিতে পারেন। কিন্তু এই টোডারা মদ্যপায়ী বা ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিকে ঐরূপ রোগাক্রান্ত দেখিলেও চিকিৎসায় গ্রহণ করেন না, নিজ ঐশী শক্তিবলে রোগী মদ্যপায়ী বা ইন্দ্রিয়সেবী কি না, জানিতে পারেন। ইঁহাদের চিকিৎসাও সাধারণের জ্ঞানাগম্য, যে প্রাণশক্তি কুরুম্বা কর্ত্তৃক শোষিত হইয়াছে, সেই প্রাণশক্তি রোগিদেহে প্রচুর পরিমাণে ঢালিয়া দিবার উপায় ইহারা জানেন ও সূর্য্যরশ্মি হইতে যে প্রাণশক্তি উৎপন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে যাইতেছে, তাহাও ইহারা জানেন বলিয়া রোগীকে রৌদ্রে রাখিয়া সূর্য্যরশ্মির মধ্য হইতে প্রাণশক্তি রোগি-দেহে প্রবেশ করাইয়া তাহা রোগিদেহে কার্য্য করিবার উপযোগী করিয়া দেন ও কুরুম্বার শক্তি নষ্ট করিবার জন্য মন্ত্রপূত দুগ্ধ রোগীকে খাইতে দিয়া অবিলম্বে রোগীকে সুস্থ করেন ও তাহার দেহ কুরুম্বার শক্তি হইতে রক্ষা হয় এরূপ কবচ মত করিয়া দেন। এই প্রাণশক্তি সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ হিপ্‌নটিজ্‌ম্‌ সম্বন্ধে আলোচিত হইবে। এক্ষণে পাঠকবর্গ মল কুরুম্বাদের প্রাণশক্তি শোষকদৃষ্টির বিষময় ক্রিয়ার বর্ণনা শুনুন।

মান্দ্রাজের এক বড় সরকারি কর্ম্মচারী, মান্দ্রাজের সাহেব সমাজের সিংহস্বরূপ ছিলেন, আমরা তাঁহাকে মিষ্টার কে বলিয়া তাঁহার নাম প্রকাশ করিলাম না। তিনি কয়েকজনা বন্ধু সহ শীকার করিতে গিয়াছেন, সঙ্গে দেশী শিকারী কয়েকজনা ও বহুসংখ্যক ভৃত্যও আছে। একটি হস্তীশিকারের পর দেখা গেল যে হস্তীটির দাঁত কাটিবার ছুরি

আনিতে ভুল হইয়াছে। হস্তিদেহটি চারিজনা ব্যাডাগা শিকারীর জেম্মায় রাখিয়া সাহেব সদলে একটি স্থানে আহারার্থ চলিয়া গেলেন। দুই ঘণ্টা মধ্যে ছুরি আনিবার ব্যবস্থা হইল।

মিষ্টার কে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন প্রায় ১২ জন মল কুরুম্ব হাতীর উপর বসিয়া তাহার দাঁত কাটিবার ব্যবস্থা করিতেছে। সাহেবের দিকে না চাহিয়াই তাহারা বলিল "হাতীটি আমাদের জমিতে আসিয়া মরিয়াছে, এ কারণ ইহা আমাদের প্রাপ্য বলিয়া আমরা লইতেছি।" বস্তুতঃ কয়েক পদ অন্তরে ইহাদের ঘর ছিল। মিষ্টার বড়ই ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'ইহারা যদ্যপি না চলিয়া যায়, তবে আমি চাকর দিয়া ইহাদের চাবকাইয়া দিব।' কুরুম্বারা শুনিয়া তাচ্ছিল্যভাবে হাসিতে হাসিতে আপন কাজ করিতে লাগিল, সরিল না। মিষ্টার কে চাকরদের ডাকিয়া তাহাদের এই বামনদের তাড়াইয়া দিতে বলিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার আদেশ পালন করিল না। অনেক ব্যাডাগা ভয়ে সাহেবের নিকট হইতে পলাইয়া গেল। যাহারা রহিল, তাহারা হেঁটমাথায় ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে মড়ার মত মলিন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মল কুরুম্বারা হাতীর উপর পোকার ন্যায় বসিয়া আছে, কিছুতেই উঠিবে না। এইবার তাহারা সাহেবের দিকে তাচ্ছিল্যভাবে দৃষ্টি করিল; দাঁত কড়মড় করিয়া সাহেবকে তাহাদের মারিবার জন্য ডাকিতে লাগিল। সাহেব আর সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি বলিলেন "ভীরু চাকরগণ তোমরা এই শত্রুদের তাড়াইয়া দিবে কি না?" একটি বৃদ্ধ শিকারী বলিল "সাহেব ইহা অসম্ভব, উহারা উহাদের জমিতে রহিয়াছে, উহাদের তাড়াইলে আমাদের মৃত্যু নিশ্চয়।" মিষ্টার কে সাহেব ক্রোধে চীৎকার করিতে করিতে ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। এমন সময় কুরুম্বাদের দলপতি হাতীটির মাথার উপর লাফাইয়া উঠিয়া, মুখ বিকৃতি করিতে

করিতে নৃত্য করিতে থাকিল, দাঁত কামড়াইতে ও শৃগালের মত ডাকিতে ডাকিতে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মাথা নাড়িতে লাগিল। লোকটার চেহারা যেন পাপের পূর্ণ মূর্ত্তি, তাহার খর্ব্বকায় দেহ যথাসাধ্য দীর্ঘ করিয়া, উপস্থিত লোকদিগকে সর্পদৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে বলিতে লাগিল "যে প্রথমে আমাদের হাতী স্পর্শ করিবে, তাহাকে শীঘ্রই আমাদের বিষয় ভাবিতে হইবে, তাহার এই পূর্ণিমার পূর্ব্বেই মৃত্যু হইবেক।" তখন শুক্লচতুর্থী ছিল, এই শাসনবাক্যের কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ সাহেবের কোন লোক হাতীর ধারে যাইতে সাহস করে নাই।

মিষ্টার কে যথেষ্ট অপমান বোধ করিলেন, তিনি দোষী নির্দ্দোষী সকলকে একধার হইতে চাবুক মারিতে লাগিলেন। কুরুম্বাদলপতিকে ধরিয়া তাহার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। অন্যান্য কুরুম্বারা যাহারা হাতীর দাঁতে ও কাণে রক্তশোষক বেতালের মত কামড়াইয়া বসিয়াছিল, তাহাদের সাহেব এইবারে বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। তাহারা পলাইয়া সাহেবের নিকট হইতে দশ পা দূরে দাঁড়াইয়া সাহেব যখন দাঁত কাটিতেছিলেন, তখন সাহেবের উপর দৃষ্টি করিতে লাগিল। মিষ্টার কে সাহেবের ভৃত্যগণ পশ্চাৎ এইরূপ বলিয়াছিল।

নিজের কাজ সারিয়া সাহেব পুনরায় ঘোড়ায় উঠিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে সাহেবের দৃষ্টি কুরুম্বাদলপতির দৃষ্টির উপর পড়িল। মিষ্টার কে সন্ধ্যাকালে বন্ধুবর্গের সহিত আহার করিতে করিতে এইরূপ বলিয়াছিলেন "এই রাক্ষসটার দৃষ্টি হইতে আমার ভেকের দৃষ্টির কথা স্মরণ হইল। এই দৃষ্টিতে আমি অসুস্থবোধ করিলাম। আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না, তাহাকে পুনরায় ধাক্কা ধুক্কি দিলাম। পূর্ব্বে ইহাকে চুল ধরিয়া যে স্থানে ফেলিয়াছিলাম, সেই স্থানে অচলভাবে এ পর্য্যন্ত পড়িয়া-

ছিল, এক্ষণে তাড়াতাড়ি উঠিল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, পলাইয়া গেল না, এক পদ সরিয়া গিয়া আমাদের দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিল।"

সাহেবের একটি বন্ধু বলিলেন "এই শত্রুগণ প্রতিশোধ লইয়া থাকে, তোমার একটু ধৈর্য্য ধরা উচিত ছিল।" সাহেব উচ্চহাস্যে বলিলেন "আমার শীকারীরাও ঐ কথা বলে। শীকারীরা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত লোকের মত ভীতমনে বাটী আসিল। তাহারা কুরুম্বাদের দৃষ্টিকে বড় ভয় করে, বেচারীরা মূর্খ, অন্ধবিশ্বাসী, আমাদের অনেক পূর্ব্ব হইতেই ইহাদের শিক্ষিত করা উচিত ছিল, ইহাদের দৃষ্টিতে কোন শক্তি নাই, এ কথা বেচারাদের বুঝান উচিত ছিল। আমার ঐ দৃষ্টিতে কিন্তু বেশ ক্ষুধা বাড়িয়াছে।" এই সময়ক্ষণ মিষ্টার কে সাহেব হিন্দুদের অন্ধ-বিশ্বাসকে বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন।

মিষ্টার কে প্রত্যহ প্রত্যূষে উঠিয়া থাকেন। কিন্তু পরদিন তিনি মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ঘুমাইলেন, বলিলেন কাল বেশী পরিশ্রম হইয়াছে, না ঘুমাইলে শরীর ভাল হইতেছে না। রাত্রে তাঁহার ডান বাহুতে ভয়ানক বেদনা বোধ হইল। সাহেব বলিলেন "আমার পুরাতন বাত আবার দেখা দিয়াছে, কয়েক দিনেই সারিয়া যাইবে।" দ্বিতীয় দিন প্রাতে তিনি এত দুর্ব্বল বোধ করিলেন যে, উঠিতে পারিলেন না। তৃতীয় দিন হইতে শয্যাশায়ী হইলেন। ডাক্তার তাঁহার পীড়ার কারণ নির্ণয় করিতে পারিল না। তাঁহার কোন জ্বর নাই, কেবল দুর্ব্বলতা এক প্রকার যাহার কারণ নাই ও সমস্ত শরীর শিথিল মত বোধ হইতেছে। একটি বন্ধুর কাছে সাহেব বলেন "আমার বোধ হয় শিরা মধ্যে রক্তের পরিবর্ত্তে শীশা রহিয়াছে।"

তিনি বলিয়াছিলেন, কুরুম্বার দৃষ্টিতে ক্ষুধা বাড়িয়াছে, তাহা দুই এক দিনে শেষ হইল, সাহেবের অনিদ্রা আসিল। নিদ্রাকারক কোন

ঔষধে কিছু ফল হইল না। চারি দিন মধ্যে সুস্থ সবল মিষ্টার কে কঙ্কালসার হইলেন। পঞ্চম রাত্রেও তাঁহার নিদ্রা হয় না, অন্য ঘরে ডাক্তার নিদ্রা যাইতেছেন, সাহেবের চীৎকারে সকলে উঠিয়া পড়িলেন "এই রাক্ষসটাকে তাড়াইয়া দেও, কে এ বেটাকে এখানে আসিতে দিল, ইহার কি প্রয়োজন, আমার দিকে এরূপ ভাবে চহিয়া আছে কেন?" সাহেব অতি কষ্টে একটি বাতিদান লইয়া ঐ কাল্পনিক কুরুম্বার দিকে ছুড়িয়া দেওয়ায় ঘরের ভিতরকার একটি আয়না একেবারে গুঁড়া হইয়া গেল।

ডাক্তার বলিলেন ইহা প্রলাপ মাত্র। মিষ্টার কে সমস্ত রাত্রি চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল যে কুরুম্বাকে আমি মারিয়াছিলাম, সে আমার পদতলের দিকে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, প্রাতঃকাল হইবার পূর্ব্বে ঐ কুরুম্বাকে সাহেব আর দেখিতে পাইলেন না এবং সকালেও নিজের দৃষ্টির প্রকৃত কোন ভ্রম নাই এ কথা বলিতে লাগিলেন। পর রাত্রে তিনি কাহাকেও দেখেন নাই। তাঁহার মন্দ হইতে মন্দতর হইতে লাগিল। ডাক্তারগণ রোগ নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া শেষে বলিলেন রোগটী এক প্রকার জঙ্গল জ্বর, ইহা পূর্ব্বে আমরা দেখি নাই। নবম দিনে মিষ্টার কের বাক্‌শক্তি লোপ হইল, এবং ত্রয়োদশ দিনে তিনি মারা পড়িলেন।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

যাদুর টাকা।

ফ্রেঞ্চের গ্যাষ্টন লিরো নামক একজনের জীবনীতে এই গল্পটী পড়িয়াছিলাম। গল্পটী সত্য ঘটনা। পড়িয়া আমার নিজেরই প্রায় কতদিন কেবল মনে হইত যে, পিছনদিকে দেখিলে, বুঝি শয়তানের চক্ষু দুটি দেখিতে পাইতেছি। কত সময় একলা বসিয়া ঈশ্বরের নাম করিয়াছি। লিরোর ভাষার নীচে গল্পটী অনুবাদিত করিলাম।

"আমরা সমস্ত দিন বন্যশূকর শিকার করিতে বাহির হইয়াছিলাম। তাহার পর তখনও খানিকটা বনের মাঝখানে, সহসা ভয়ানক ঝড় উঠিল। আমরা চারজনে, মেথিয়াস্, এগলান্, ম্যাকো, এবং আমি, আশ্রয়ের জন্য কোন একটা পর্ব্বতগুহা বা কুটীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম; কিন্তু প্রায় অর্দ্ধঘণ্টার জন্য কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না।

আমরা নিরাশ হইয়া ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া রাত্রিযাপন করিব মনে করিতে লাগিলাম, সহসা ম্যাকো বলিয়া উঠিল, "এখনও একটা আশ্রয় আছে" আমরা উৎসাহের সহিত তাহার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইলাম। কিছুক্ষণ পরে একটা খুব প্রকাণ্ড গাড়িবারাণ্ডা বা ফটকের কাছে আমরা আসিয়া দাঁড়াইলাম। ম্যাকো বলিল, "আশ্রয় ত আছে, কিন্তু বাড়ীর কর্ত্তাটী শুনিয়াছি, শয়তানের দাস, তিনি যে আশ্রয় দিবেন, তা বোধ হয় না; যাহা হউক সবই ঈশ্বরের—

ম্যাকোর মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, সহসা বড় ফটকটী খুলিয়া গেল, বাটীর কর্ত্তা আসিয়া দ্বারদেশে দেখা দিলেন, ম্যাকো আমার হাত জড়াইয়া বলিল, এই সে।

আমি মোহাবিষ্টের ন্যায় তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। লোকটার

CALCUTTA CENTRAL

বয়স, বছর ৪০। ৫০এর মধ্যে। এখনও চোখে অস্বাভাবিক দীপ্তি বর্ত্তমান। যৌবনাবস্থায় লোকটা খুব সুন্দর ছিল।

পাশে একটা প্রকাণ্ড ম্যাষ্টিফ্ জাতীয় কুকুর দাঁড়াইয়াছিল, কুকুরটা আমাদের দেখিয়া ডাকিতেছিল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কুকুরটার গলায় কোন আওয়াজ নাই, সম্পূর্ণ বোবা।

হঠাৎ সে আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিল, মহাশয়গণ, আজ রাত্রে প্যারিসে ফেরা নিতান্ত অসম্ভব, যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার কুটীরে পদার্পণ করেন, আজ রাত্রের জন্য, আমি সন্তুষ্ট হই। তাহার পর কুকুরের দিকে চাহিয়া বলিল "মিষ্টীয়ার থাম, আর ডাকিও না, কুকুরটী হাঁ বন্ধ করিল। আমরা রাস্তায় আসিবার সময় ম্যাকোর মুখে, এই বাটীর কর্ত্তার সম্বন্ধে অনেক রকম গল্প শুনিয়াছিলাম যে, গৃহস্বামী কষ্টের ন্যায় শয়তান ভজনা করেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমরা কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিতেছি দেখিয়া গৃহস্বামী বলিলেন, মহাশয়ের কিছু বাধা আছে? আপনারা শুনিয়া থাকিবেন, আমি কখনও কাহাকে আশ্রয় দিই না, তবে আর বছর শীতকালে একজন নিরাশ্রয়ে বরফে মারা গিয়াছিল, বলিয়া আশ্রয় দিতেছি।

ম্যাকো জিজ্ঞাসা করিল, আপনার আশ্রয় না দিবার কোন বিশেষ কারণ আছে? গৃহস্বামী উত্তর করিলেন, আমার বাটীতে যে আসে, সেই দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হয়।

আমি হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলাম, যে স্বয়ং প্রিন্স্ অব ডার্কনেশ (শয়তান) যদি আসিয়া উপস্থিত হয়েন, তাহাতেও আপত্তি নাই। কারণ এ রকম ঝড় বৃষ্টি সহ্য করা অপেক্ষা সেটা প্রীতিকর।

এইরূপ হাসিতে হাসিতে গল্প করিতে করিতে আমরা সকলে সেই বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলাম, সেখানে একটী বৃদ্ধা দাসী কেবলমাত্র

প্রদীপ হস্তে দাঁড়াইয়াছিল। আমরা সকলে বড় নিমন্ত্রিতদিগের হলে উপবেশন করিলাম। আমাদের গৃহস্বামী পোষাক পরিবর্ত্তন করিতে গেলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি আসিলেন। সঙ্গে বোবা কুকুরটাও আসিল, আমরা আশ্চর্য্যভাবে দেখিলাম, যে গৃহস্বামী যে পোষাক পরিয়াছেন যদিও খুব মূল্যবান ও সৌখিন, তথাপি শত বৎসর পূর্ব্বে ঐরূপ পোষাকের প্রচলন ছিল। উহা এখন আর নাই।

হঠাৎ আমার কেমন কৌতূহল আসিল, আমি জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলাম যে "আপনার কুকুরটী কি জন্মাবধি বোবা ?"

তার বাপ মাও কি বোবা ছিল ?

গৃহস্বামী কিঞ্চিৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উত্তর দিলেন যে, 'হাঁ এরা তিন পুরুষ বোবা।'

আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, যে এর ঠাকুরমাও কি জন্মবোবা ছিল ?

আমাদের গৃহস্বামীর চক্ষু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাঁহার মুখ যেন কি এক অস্বাভাবিক দীপ্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি উত্তর করিলেন—"না, এক দিন অত্যন্ত ডাকিয়া, তাহার স্বর বন্ধ হইয়া যায়। আমাদের খাওয়াদাওয়া শেষ হ'লে, আমি গৃহস্বামীকে বলিলাম যে, "আপনাকে আমার একটি কথা রাখিতে হইবে, আপনার অভিশপ্ত গৃহে আজ আমি রাত্রিবাস করিতে ইচ্ছা করি।

এই কথা বলিবামাত্র আমাদের গৃহস্বামীর মুখ আরও মৃতের মত সাদা হইয়া গেল, তিনি বিরক্তভাব কিছু কষ্টে দমন করিয়া বলিলেন, কে ব'ল্‌লে আপনাদের ? বুড়ি মাগি বুঝি ?

আমি বলিলাম, না না, আমার নিজের দোষ, আমিই জিজ্ঞাসা

করিয়াছি। আমি একটা ঘরে ঢুকিতেছিলাম, এমন সময় আপনার ঝি বলিল, "ও ঘরে যাবেন না, ওটা ভূতের ঘর।

"আপনি সে ঘরে প্রবেশ করেন নাই ত?

"না আমি গিয়াছিলাম। ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন", বলিয়া সেই বৃদ্ধা ঝি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আমি পুনরায় বলিলাম, "আজ রাত্রে আমায় ও ঘরে শুইতে দিবেন? গৃহস্বামী বলিলেন, "না, ও ঘরটা কতদিন থেকে বন্ধ পড়ে আছে" এইরূপ নানা কথার পর গৃহস্বামী বলিলেন যে, আপনারা যদি নিতান্তই ও ঘরের ইতিহাস শুনিতে চান, শুনুন। আমার কিছু দোষ নাই। যাও মিষ্টিয়ার চল উঠানের দিকে তোমায় রাখিয়া আসি।

আমি ও এ্যালেন বলিলাম, এস কয়জনে মিলিয়া একটি খেলি। রাত্রে ঘুমাইতে ইচ্ছা নাই, আমার পকেটে তাস ছিল, আমি বাহির করিয়া তাস দিতে লাগিলাম। এমন সময়ে গৃহস্বামী আসিলেন, আমাদের হাতে তাস দেখিয়া, তাঁহার রক্তশূন্য মুখ আরো সাদা হইয়া গেল।

এ্যালেন, উঠিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'দেখুন আমাদের আজ্রে আর ঘুমাইতে ইচ্ছা নাই, তাই তাস খেলিয়া রাত কাটাইব, মনে করিতেছি।

হঠাৎ এ্যালেনের প্রফুল্ল মুখে হাসি শুকাইয়া 'গেল, গৃহস্বামীর আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া ও তাঁহার চক্ষের চাহনি দেখিয়া আমাদের সমস্ত হৃৎপিণ্ডগুলা যেন স্থির হইয়া গেল।

গৃহস্বামীর চক্ষে এক অস্বাভাবিক উন্মত্তের ন্যায় দীপ্তি, ও সকলে মিলিয়া একটা মানুষকে মারিলে, যেমন তাহার হাত পা নাড়িবার ক্ষমতা থাকেনা; কিন্তু এক বিজাতীয় ক্রোধে ও ভয়ে সমস্ত হৃদয় পূর্ণ হয়, সেটা শুধু চোখে প্রকাশ পায়, ঠিক তাহার চোখ ও মুখের ভাব সেইরূপ হইল।

"তাস" ? এখনি আগুনে পোড়াও, ফেলে দাও, বলিয়া আমাদের হাত থেকে তাসগুলা কাড়িয়া লইয়া আগুনে ফেলিতে গেলেন ; কিন্তু কে যেন হাত বাঁধিয়া ধরিল, অস্বাভাবিক চীৎকার করিয়া তিনি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন, আমরা সকলে তাঁহার নিকটে দৌড়িয়া গিয়া জামার কলার ও বোতাম টানিয়া ছিঁড়িয়া দিলাম।

৩।৪ মিনিট পরে তিনি বলিলেন, "তোমরা নিতান্তই শুনিতে চাও, যদিও শোন ; কিন্তু পরে যেন তোমাদের কিছু ক্ষতি হয় না"।

"সে আজ ৬০ বছর পূর্ব্বের কথা। আমি তখন অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক মাত্র। আমার অতুল রূপ ছিল। অসীম ধন ছিল। লোক বল ছিল, নাম ছিল, সব ছিল। কিন্তু কুসংসর্গে মিশিয়া আটাইশ বৎসর বয়সের মধ্যেই সর্ব্বস্বান্ত হইলাম, তখন হাতে মোট ১৫।২০ হাজার টাকা। সেই সময় একটী সুন্দরীকে দেখিয়া মোহিত হই। কিন্তু তাহার পিতা, আমার অবস্থা খারাপ হইয়া আসিতেছে জানিয়া, আমার সহিত বিবাহ দিতে অসম্মত হন।

আমার অত্যন্ত কষ্ট হয়। পিস্তল লইয়া আত্মহত্যা করিবার মানসে ঐ অভিশপ্ত ঘরে গিয়া বসি। টেবিলের উপর একখানা বই ছিল, হাত দিতে গিয়া হঠাৎ একটা পাতা উল্টাইয়া গেল। সেখানে লেখা আছে, এই এই মন্ত্রে আরাধনা করিলে শয়তানকে পাওয়া যায়। আমি তখন মরিয়া, আমায় যদি তখন কেহ খুন করিতে বলিত, তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইতাম কিনা জানি না। কি অশুভক্ষণে সেই মন্ত্র পড়িয়া শয়তানকে আরাধনা করিলাম। এই সময় এই আলমারিটা টলিতে লাগিল, যেন কোন অদৃশ্য হস্তদ্বারা, কেহ ইহাকে ঠেলিতে লাগিল। হঠাৎ আলমারীর দ্বার খুলিয়া গেল, তখন কি দেখিলাম—কে যেন সেই আলমারীর ভিতরে আগুন দিয়া লিখিয়া দিয়া গিয়াছে, যে "সংসার

সংগ্রামে তুমি জয়ী হবে" তার পর যেন 'দুটা চোখ, আগুনের মত জ্যোতির্ম্ময়—তার পরই সব বিস্মৃতি। আমার বিশ্বাসী চাকর আসিয়া আমায় তুলিল। আমি তাহাকে বলিলাম, আলমারীর ভিতরটা দেখ। সেও দেখিয়া বলিল, যে লেখা রহিয়াছে "তুমি জয়ী হবে"।

এই সময় আমার কুকুর দুটী মিষ্টিয়ারের ঠাকুরমা ও ঠাকুরদাদা, খুব চীৎকার করিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল, মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, যে বোবা। আমি উন্মত্তের ন্যায় বাটী থেকে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলাম, গিয়া জুয়া টেবিলে বসিলাম, যেখানে মিনিটে কোটি টাকা হারিয়াছি, সেখানে জিতিতে লাগিলাম। ক্রমাগত যত বেশী বেশী জুয়া খেলার আড্ডায় গেলাম, সেখানেই জিতিতে লাগিলাম। আমার মাথা পাগলের মত হইয়া গেলাম, কে আমায় শাপমুক্ত করিবে?

তার পর দিন সকাল হ'তে না হ'তে, একজন এজেন্টের দরওয়ান আসিয়া ডাকিল, বলিল আপনি যেখানে হাজার টাকা দিয়াছিলেন, সেখানে লক্ষ টাকা হইয়াছে ইত্যাদি। যেদিকে দেখি, সব দিকে উন্নতি। কিন্তু মানসিক নরকের যন্ত্রণা যে কি রকম সহ্য করিয়াছি, তাহা আমি নিজে ভিন্ন কেহ জানে না।

এই বলিয়া গৃহস্বামী চুপ করিলেন। এ্যালেন্ এমন সময় বলিয়া উঠিলেন, আচ্ছা আমাদের সঙ্গে একদান খেলুন না, দেখাই যাক্, কে হারে বা জেতে। গৃহস্বামী ক্রমাগত বারণ করিয়া শেষে কাতর-স্বরে বলিলেন তোমরা আমায় পাগল মনে করিতেছ? তা করিতে পার; কিন্তু আমার সঙ্গে খেলিয়া দেখ, আমি পাগলও নই, আর কিছুই নই।

এমন সময় তাহার ষ্টেটের ম্যানেজার আসিয়া ২০ হাজার পাউণ্ড দিয়া গেল ও আমাদের গৃহস্বামীও বলিলেন যে, এই বাজি নিয়ে খেলিতে বসি আসুন।

খেলিতে খেলিতে আমরা ২০ হাজার পাউণ্ডই জিতিলাম, কিন্তু কি

আশ্চর্য্য ! আমাদের সম্মুখে ম্যানেজার টাকা দিয়া গেল ; কিন্তু সে টাকা একটীও পকেটে নাই। আমরা নিজেরা পর্য্যন্ত সমস্ত খুঁজিয়া দেখিলাম, কিন্তু সব শূন্য।

পরমুহূর্ত্তেই পুনরায় দ্বারে করাঘাতের ন্যায় শব্দ হইল, সেই ম্যানেজার ও তার আশ্চর্য্যের চিহ্ন সমস্ত মুখে প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে ; বলিল, যে মহাশয়, আপনাদের সুমুখে ২০ হাজার টাকা রাখিয়া গেলাম ; কিন্তু রাস্তায় গিয়া দেখিলাম যে, ব্যাগে সমস্ত টাকা ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহা কি শয়তানের খেলা ? সে টাকা দিয়া চলিয়া গেল। আমাদের গৃহস্বামী পুনরায় খেলিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, প্রতি বারেই জিত হইতে লাগিল। আমাদের হাত থেকে সমস্ত তাস কেড়ে নিয়ে তিনি আগুনে ফেলিয়া দিলেন, এমন সময় হঠাৎ কুকুরের গলার ভয়ানক চীৎকার ও ভয়ানক ঝড়ের শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। আমাদের অদ্ভুত গৃহস্বামীটী হঠাৎ উঠিয়া বলিলেন, "মিষ্টিয়ার, মিষ্টিয়ার, কি হয়েছে" ? একমুহূর্ত্তের মধ্যে ঝড় ও কুকুরের গলা থামিয়া গেল, কুকুর যেমন বোবা, তেমনই আবার পূর্ব্বের মত বোবা হইয়া গেল।

আমরা আমাদের যে যাহার শুইবার ঘরে গেলাম, ইহাকে কি বলিব ? ভাগ্যলিপি ? না অন্য কিছু ? আমার পা আপনা আপনি সেই অভিশপ্ত গৃহের দিকে অগ্রসর হইল।

মধ্যরাত্রি, সোফায় অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছি, না সত্য, মনে হইল যেন বড় বড় দুটা চোখ আলমারির ভিতর থেকে আমার সমস্ত কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। হঠাৎ আপনি কলের পুঁতুলের ন্যায় আলমারীর দ্বারদেশে হাত দিয়া খুলিতে গেলাম, সহসা আমার হাতে বজ্রের ন্যায় কঠিন ভাবে কাহার হাত আসিয়া বেষ্টিত করিল।

তাহার পর আর কিছু স্মরণ নাই। চোক মেলিয়া দেখি, গৃহস্বামী ও বন্ধুগণ পাশে বসিয়া। তাহার পরদিনই প্রত্যূষে সকলে যাত্রা করিলাম।

গৃহস্বামী টাকাগুলি নেওয়াইবার জন্য পিড়াপিড়ি করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমরা অস্বীকার করিলাম।

উপক্রমণিকা—আমরা নিরাপদে আসিয়া গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়াছি, তাহার পর দিন ডাকে সেই টাকা ও একখানি পত্র আসিল। পত্রে লেখা আছে। "আমি যদিও শয়তানগ্রস্ত, তথাপি আমার মান আছে। টাকা তোমরা জিতিয়াছিলে, তোমাদেরই প্রাপ্য।

আমরা সেই টাকা ও পত্র লইয়া একজন বিশিষ্ট লোকের নিকটে গেলাম। তিনি বলিলেন, ও টাকা কোন সৎকার্য্যে ব্যয় কর।

একটী চিকিৎসালয় ব্যয়াভাবে ভালরূপে নির্ম্মিত হইতে পারে নাই, তাহাতে আমরা টাকাগুলি দিলাম। কিন্তু একমাস পরে শুনিলাম যে, সে হাঁসপাতালের সমস্ত পুড়িয়া ভস্মাবশেষ হইয়া গিয়াছে। এক পয়সা মূল্যেরও দ্রব্য বাঁচে নাই।

শ্রীমতী শ্রীমতী দেবী।

প্রেত যোনি কি সত্য ?

যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখন এদেশের শিক্ষিত ইয়ং বেঙ্গলীদের নিকট প্রেতযোনির অলৌকিক কার্য্যাবলী বিষম মস্তিষ্ক বিকৃতি বা হৃদয় দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক বলিয়া উপহসিত হইত। বলিতে কি, মাদৃশ জ্ঞানালোকবঞ্চিত ব্যক্তির ও ভূত প্রেতে তাদৃশ আস্থা ছিল না। এখন কালস্রোত বিপরীত দিকে প্রবাহিত। জ্ঞানপিপাসা-প্রণোদিত শিক্ষিত নব্য সমাজ অধুনা প্রেততত্ত্বের আলোচনায় ব্যাপৃত। যাহা একদা অলীক অজ্ঞতাপ্রসূত প্রলাপোক্তি বলিয়া অনুমিত হইত, কালপ্রভাবে তাহাই আজ সরলসত্যরূপে প্রতিভাত হইতেছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ মনীষিমণ্ডলীর গভীর গবেষণা প্রেতযোনি সম্বন্ধে বিবিধ রহস্যজাল ভেদ

ফলতঃ নিত্য নব নব তত্ত্বের আবিষ্কার পূর্ব্বক আমাদের সম্মুখে এক অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডারের বিশাল তোরণ উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছে।

সে আজ অনেক দিনের কথা। তখন আমার বয়স ১৫ বৎসরের অধিক নহে। জীবন-প্রবাহের উপর দিয়া সুদীর্ঘ যুগার্দ্ধ কাল চলিয়া গিয়াছে, এখনও সে অতীত ঘটনার ক্ষীণ স্মৃতি স্মরণপথে উদিত হইলে, সর্ব্বাঙ্গ কদম্ব পুষ্পের ন্যায় আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে।

রঙ্গপুর জেলার অধীন লালমণির হাট থানার এলাকায় প্রশান্ত-সলিলা ধবলা নদীর বামতীরে আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রামটী অবস্থিত। গণ্ডগ্রাম হইলেও লাওডাঙ্গা এককালে খুব সমৃদ্ধিশালী বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত ছিল। স্থানীয় জমিদারগণ তখনও জন্মভূমির সুশীতলক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া সহরবাসী হন নাই। স্বদেশের গৌরববর্দ্ধন ও সৌষ্ঠব-সাধনে তাঁহাদের মনোযোগিতারও অভাব ছিল না। আমাদের গ্রাম-খানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও এককালে এখানে বহু ব্রাহ্মণ-কায়স্থ শিক্ষিত ব্যক্তির বাস ছিল। স্থানীয় অন্যতম ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত প্রমদা-রঞ্জন বকসী মহাশয়ের প্রাসাদোপম বাটীর দক্ষিণ দিকে অনতিদূরে আমার ক্ষুদ্র গৃহখানি অবস্থিত; মধ্যে কয়েক ঘর রাজবংশীর বাস। ইহারা প্রায় সকলেই কৃষিজীবী, কেহ কেহবা জমিদার সরকারে সামান্য চাকুরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। উহাদের মধ্যে কোণা দাস নামক এক ব্যক্তির বিধবা ভগ্নী আমাদের বাটীতে ঝিয়ের কার্য্য করিত।

ফাল্গুন মাস, তখনও এদেশে শীতের প্রকোপ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। লেপ বা তৎসদৃশ গরম গাত্রবস্ত্র না হইলে, এই সুখময়ী বাসন্তী রজনীতেও নিদ্রাদেবীর দর্শন লাভ দুর্লভ হইয়া উঠে। মাঘের প্রারম্ভে ম্যালেরিয়া রাক্ষসী কিছুদিনের জন্য বঙ্গের বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছে, বসন্তের পূর্ণবিভূতি প্রকাশের জন্যই বোধ হয় সে সময় এদেশে

অন্যান্য ব্যাধিরও তাদৃশ প্রকোপ নাই। আমাদের এই নিশ্চিত দিন কয়েকটী উদ্বেগসঙ্কুল করিবার জন্যই বোধ হয় হঠাৎ গ্রামে কলেরার আবির্ভাব হইল। বাটী নিকটে বলিয়া আমাদের ঝি মুচদাস্যা প্রায় প্রতি রাত্রিতেই আহারের পর কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া বাটী চলিয়া যাইত। একদিন প্রত্যূষে আসিয়া সে সংবাদ দিল যে, তাহার মাতার ভেদ বমি আরম্ভ হইয়াছে। আজ আর তাহার কাজে আসা ঘটিবে না। এদেশের লোক কলেরাকে কিরূপ ভয় করিয়া থাকে, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। কলেরা সাধারণতঃ এদেশের অজ্ঞ লোকদের নিকট "উপরি হাওয়া" নামে অভিহিত। কোন কারণে গ্রাম্য দেবতা কুপিত হইলে, এই ভয়ানক ব্যাধির আবির্ভাব হয় বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস। এইরূপ কুসংস্কারের ফলে অনেক সময়ে সুচিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া সাধারণ মূর্খ লোককে রোগোপশমের নিমিত্ত ওঝা ফকির প্রভৃতির শরণাপন্ন হইতে দেখা যায়। এইরূপ মূর্খ বৈদ্যের দৈবানুষ্ঠানে একরূপ বিনা চিকিৎসায় যে প্রতিনিয়ত কত শত সহস্র লোক এই দুরন্ত ব্যাধির করাল কবলে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে, তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন। শুধু তাহাও নহে, এদেশের ডাক্তার কবিরাজ পর্য্যন্ত কলেরা রোগীর চিকিৎসার্থ তাহার বাটী যাইতে সম্মত হন না। কাহারও বাটীতে কলেরা আরম্ভ হইলে, পাড়াপ্রতিবেশীর কথা দূরে থাকুক, নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনও তথায় যাইতে সঙ্কোচ বোধ করেন। ঐ বাটীর নিকটে পথ থাকিলে, উক্ত রাস্তা দিয়া লোকগমনাগমন বন্ধ হয়। এমন কি, কলেরায় মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া নির্ব্বাহ হওয়াই সুকঠিন। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ ব্যতীত অন্যান্য সকল জাতিকেই প্রায় শবদেহ জলাশয়ে নিক্ষেপ বা সমাধিস্থ করিতে হয়, ফলে কলেরার প্রকোপ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বলা বাহুল্য মুচর নিকট তাহার মাতার কলেরা হইয়াছে শুনিয়া পীড়ার শান্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা

তাহাকে আমাদের বাটীতে আসিতে নিষেধ করিয়া দিলাম। তখন কে জানিত যে, এই বিদায়ই তাহার শেষ বিদায় হইবে।

মুচর বাটীতে সে, তাহার মাতা, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়া দুইজন এই মোট পাঁচ ব্যক্তি। ৩।৪ দিনের মধ্যে মুচর ভ্রাতা কোণা ছাড়া আর সকলেই এক এক করিয়া কালের আহ্বানে লোকান্তরে চলিয়া গেল। নির্ভীক কোণা বিপদের ঝঞ্ঝাবাত মস্তকে ধারণপূর্ব্বক আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া সেই জনহীন শ্মশানসদৃশ গৃহেই বাস করিতে লাগিল। তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যাহাদের পবিত্র স্মৃতি মাত্র এখন তাহার অভিশপ্ত জীবনের একমাত্র অবলম্বন, সেই মাতা ভগ্নী স্ত্রী ও ভ্রাতৃজায়ার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন না করিয়া সে কখনই গৃহ ত্যাগ করিবে না। এইরূপে ৩।৪ দিন অতীত হইল, হঠাৎ এক দিন মধ্যরাত্রিতে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কোণার বাটীর দিকে নীরব নিশীথে জনকোলাহল শ্রবণে আবার একটা কি নূতন বিপদপাৎ হইয়াছে আশঙ্কায় হৃদয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কোণার বাড়ী অত রাত্রে লোক পাঠাইয়া সংবাদগ্রহণও সম্ভবপর নহে। আতঙ্ক উদ্বেগে চক্ষে আর ঘুম আসিল না। বিছানায় শুইয়া চিন্তারঙ্গিণীর অনুধ্যানে প্রবৃত্ত হইলাম। অকস্মাৎ রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কোণার মৃতা জননী শুকালীর ব্যাকুলতাপূর্ণ উচ্চ কণ্ঠধ্বনি শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিয়া হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তন্দ্রাঘোরে হয়তো স্বপ্ন দেখিয়াছি মনে করিয়া হৃদয়কে আশ্বস্ত করিলাম। কিন্তু আবার সেই পরিচিত কণ্ঠের আবেগময়ী চীৎকার "কোণারে", "হাড়িভাঙ্গারে", "কান্দুরারে" ইত্যাদি। এইরূপ উপর্য্যুপরি আহ্বানে সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হইল। মনে হইতে লাগিল, বুঝি শুকালী পুনর্জীবিতা হইয়া তাহার পুত্র ও পাড়াপ্রতিবেশীগণকে ডাকিতেছে। রজনী প্রভাতের পর আমরা অনেকেই সঠিক তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য ঘটনাক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম।

তখনও ডাকের বিরাম নাই, আবার ঐ সঙ্গে মুচ আসিয়া যোগ দিল। মা মেয়ে উভয়ে মিলিত হইয়া পাড়াপ্রতিবেশী প্রত্যেক ব্যক্তির নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল, যেন কোন মহাবিপদে পতিত হইয়া পরিত্রাণ লাভের জন্য তারস্বরে চীৎকার করিতেছে। কোথা হইতে কে ডাকিতেছে, কিছুতেই তাহা নির্ণয় করা যায় না। কখন নিকটবর্ত্তী বৃক্ষশাখা হইতে কখন বা ঘরের ভিতর হইতে চীৎকার ধ্বনি শুনা যায়। আহূত ব্যক্তিগণ বিপদ নিকটবর্ত্তী মনে করিয়া ভয়ে আকুল হইয়া উঠিল। ভূতের ওঝা আসিল, কত তন্ত্রমন্ত্রের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই এ উপদ্রবের প্রতিকার হইল না। এই অলৌকিক ঘটনা স্বকর্ণে শুনিয়া কৌতূহল নিবারণার্থ দূর দূরান্তর হইতে যে কত লোক আসিতে লাগিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। কুড়িগ্রাম সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার আমার ভ্রাতৃসুহৃদ্ অধুনা লোকান্তরিত ৺হরিনাথ সিংহ মহোদয় তৎকালে আমাদের বাটীতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী; সুতরাং ভূত প্রেতে তাঁহার আদৌ বিশ্বাস ছিল না। তিনিও কিন্তু বহু পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও এ অভাবনীয় ঘটনার কোন কারণনির্ণয়ে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে তাঁহাকেও ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইল। প্রায় দেড় মাস সমভাবে ডাক চলিয়াছিল, পরে ওঝাদের দৈবানুষ্ঠানে উহা নিবৃত্ত হয়। কেহ বলে, গঙ্গায় অস্থি নিক্ষেপের পর হইতে প্রকৃতপক্ষে আর কোন চীৎকারাদি শুনা যায় নাই। কেহ এবং এই ঘটনা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এমন অনেকেই অদ্যাপি জীবিত আছেন। তাঁহারা সকলে এখনও একত্র হইলে, এবিষয়ের আলোচনা ও পরস্পর পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তবে প্রেতযোনি কি সত্য?

শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ,

নাওডাঙ্গা, রঙ্গপুর।

অদৃশ্য জগৎ ভ্রমণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

এইরূপে আমরা দেবরাজ ইন্দ্রের অমরাবতী পুরী দর্শন করিতে করিতে পূর্ব্বদিক্ হইতে অগ্নিকোণে উপস্থিত হইলাম ও তথায় বহ্নি-দেবের পুরী দর্শন করিলাম। দেখিলাম, অগ্নিদেব এই স্থানে নিজবাহন ও দেবগণের সহিত এবং স্বাহা ও স্বধা পত্নীদ্বয়ের সহিত পরমসুখে কাল-যাপন করিতেছেন।

তদনন্তর পশ্চিমদিকে যাইয়া পুনরায় এক সুন্দর পুরী দর্শন করিলাম। গুরুদেব কহিলেন, বৎস! এই পুরীর নাম বরুণপুরী। ইহাতে বরুণ-রাজ বারুণী মধুপানে বিহ্বল হইয়া নিজশক্তি বরুণানীর সহিত বাস করিতেছেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া, আমরা বায়ুকোণে উপস্থিত হইলাম ও তথায় বায়ুদেবের পুরী দর্শন করিলাম। দেখিলাম, এইস্থানে পবনদেব নিজ শক্তিসমন্বিত হইয়া প্রাণায়ামসিদ্ধ যোগিগণের সহিত বাস করিতেছেন। তাঁহার হস্তে ধ্বজা, বাহন মৃগ, নেত্র বিশাল এবং ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু তাঁহার পরিবারবর্গ।

ক্রমশঃ আমরা উত্তরদিকে যাইয়া যক্ষলোকের বসতি সন্দর্শন করিলাম। দেখিলাম, এইস্থানে যক্ষরাজ কুবের বুদ্ধি ও ঋদ্ধি প্রভৃতি শক্তির এবং নানাবিধ নিধির সহিত বাস করিতেছেন। তাঁহার মণি-ভদ্র, মণিমান্, মণিকন্ধর, মণিভূষ ও মণিকার্ম্মুকধারী প্রভৃতি সেনাপতি-গণও এইস্থানে বাস করিতেছেন।

তৎপরে আমরা ঈশানকোণে যাইয়া বহুমূল্য রত্নখচিত এক পুরী দর্শন করিলাম। গুরুদেব কহিলেন, এই পুরীর নাম রুদ্রলোক। দেখিলাম, এইস্থানে রুদ্রদেব বাস করিতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠদেশে তূণীর ও বামহস্তে ধনুক দোদুল্যমান। তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয় যেন ক্রোধে তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া পড়িতেছে। তাঁহার সদৃশ অপর কতক-

গুলি রুদ্র ধনুক ও শূল প্রভৃতি অস্ত্রধারণ করিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে। তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলির মুখ বিকৃত, কতকগুলি করালবদন এবং কতকগুলির মুখ হইতে অগ্নি নির্গত হইতেছে। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও বা দশ হস্ত, কাহার বা শত এবং কাহারও বা সহস্র হস্ত। কাহারও দশটী পাদ, কাহারও দশটী মস্তক এবং কাহারও বা তিনটী নেত্র। কি অন্তরীক্ষচর, কি ভূমিচর, কি রুদ্রাধ্যায়োক্ত রুদ্রগণ সকলেই এইস্থানে বাস করিতেছেন। ঈশানদিক্‌পতি ঈশানের গলে মুণ্ডমালা, হস্তে নাগবলয়, পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম, উত্তরীয় হস্তিচর্ম্ম, এবং অঙ্গরাগ চিতাভস্ম। তিনি প্রায়ই ডমরুধ্বনি করিয়া চতুর্দ্দিক্ মুখরিত এবং অট্টহাস্য করিয়া নভস্তল পরিপূর্ণ করিতেছেন। তিনি সর্ব্বদা প্রমথাদিগণ ও ভূত সমূহ দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়া এইস্থানে বাস করিতেছেন এবং ভদ্রকালী প্রভৃতি মাতৃগণ, কোটি কোটি রুদ্রাণী এবং নানাশক্তিসমন্বিত ডামরী প্রভৃতি ও বীরভদ্র প্রভৃতি গণসমূহ সর্ব্বদা এইস্থানে বিরাজ করিতেছেন।

যাহা হউক, আমরা এই রুদ্রলোক পার হইয়াই এক হীরক-নির্ম্মিত প্রাকার দর্শন করিলাম। ইহা দশ যোজন উচ্চ। ইহার চতুর্দ্দিকে চারটী দ্বার আছে। যাহা হউক, আমরা ইহার দক্ষিণদিকের দ্বার দিয়া উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম এবং দেখিলাম এই স্থানের মধ্যে নানাবিধ নূতন নূতন হীরক-নির্ম্মিত বৃক্ষ সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। এই প্রকারের মধ্যস্থ প্রাসাদ সকল, পথ, রাজমার্গ বৃক্ষ ও তাহার আলবাল সকল, দীর্ঘিকা কূপ, তড়াগ ও অন্যান্য বস্তু সকলকে হীরকময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমি এই সকল দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম এ কোথায় লইয়া আসিলেন। তিনি কহিলেন, বৎস! এই স্থানে শ্রীভুবনেশ্বরী দেবীর পরিচারিকাগণ বাস করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে কেহ বা তালবৃন্ত কেহ বা পানপাত্র,

কেহবা তাম্বূলপাত্র, কেহবা ছত্র, কেহবা চামর, কেহবা নানাবিধ বস্ত্র, কেহবা পুষ্প, কেহবা আদর্শ, কেহবা কুঙ্কুম, কেহবা কজ্জল এবং কেহবা সিন্দূর ধারণ করিয়া আছেন। কেহবা চিত্রকার্য্য করিবার জন্য, কেহবা পাদ সংবাহন করিবার নিমিত্ত, কেহবা অলঙ্কার পরাইবার জন্য এবং কেহবা পুষ্পমালা পরাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উপস্থিত আছেন। ইঁহারা সকলেই নানা বিলাসপটু ও যুবতী। ইঁহারা দেবীর অনুগ্রহ-কণা লাভহেতু সমস্ত বিশ্বকেই তৃণ সদৃশ বোধ করিয়া থাকেন। বোধ করি, তুমি ইঁহাদের নাম অবগত নহ। এই সকল হাবভাব-বিলাস-গর্ব্বিত দেবী ভগবতীর পরিচারিকাগণের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অনঙ্গরূপা, অনঙ্গমদনা, ভুবনবেগা, ভুবনপালিকা, সর্ব্বশিশিরা, মদনাতুরা, অনঙ্গবেদনা, ও অনঙ্গমেখলা নামের দেবীর আটটী সখী। ইহারা প্রত্যেকেই বিদ্যুল্লতার ন্যায় সুন্দরী, নানাবিধ ভূষণে ভূষিত এবং সমস্ত কার্য্যেই দক্ষ। ইঁহারা যখন দেবীকার্য্য করিবার জন্য বেত্রহস্তে ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া থাকেন, তখন ইঁহাদিগকে দেখিলেই বোধ হয় যেন বিদ্যুল্লতা সকল চমকিত হইতেছে।

আমরা এই হীরক-নির্ম্মিত প্রাকার মধ্যস্থিত স্থান দর্শন করিতে করিতে ক্রমে উত্তর দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া পুনরায় এক বৈদূর্য্য মণি-রচিত তৃতীয় প্রাকার দেখিতে পাইলাম। ইহার উচ্চতা দশ যোজন। ইহারও চতুর্দ্দিকে চারিটী দ্বার বিদ্যমান আছে। এতন্মধ্যস্থ ভূমি, গৃহ, ক্ষুদ্রপথ রাজপথ, বাপী, কূপ, তড়াগ, নদ, নদী এমন কি বালুকা পর্য্যন্ত বৈদূর্য্য মণি নির্ম্মিত। ইহার আট দিকে ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা, ও মহালক্ষ্মী নামে অষ্টমাতৃকা নিজ নিজ গণের সহিত বাস করিতেছেন। ইঁহারা সকলেই জগতের শুভ চেষ্টায় নিরত আছেন। এই প্রাকারের চারি দ্বারেই জগজ্জননী ভগবতীর নানাবিধ বাহন সকল সজ্জিত রহিয়াছে। ইহার কোন স্থানে কোটি

কোটি হস্তী, কোন স্থানে কোটি কোটি ঘোটক, কোন স্থানে শিবিকা, কোন স্থানে হংস কোথাও সিংহ, কোথাও গরুড়, কোথাও বা ময়ূর, ও বৃষভাদি নানাবিধ প্রাণিসকল সজ্জিত রহিয়াছে। এইরূপ কোথাও পূর্ব্বকথিত প্রাণিগণ সংযোজিত কোটি কোটি রথ সকল, সুসজ্জিত পাক্ষিগ্রাহ (সহিস) ও গগনস্পর্শী ধ্বজা দ্বারা সজ্জিত থাকিয়া শোভা বিস্তার করিতেছে। কোথাও বা নানাবাদিত্র সংযুক্ত, বিপুল ধ্বজবিশিষ্ট, নানাবিধ চিহ্ন সমন্বিত বিমান সকল শ্রেণীবদ্ধ থাকিয়া শোভা পাইতেছে।

আমরা ক্রমশঃ এই বৈদূর্য্য প্রাকার পার হইয়া এক ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত চতুর্থ প্রাকার দর্শন করিলাম। ইহারও উচ্চতা দশ যোজন ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ইহার মধ্যস্থ ভূমি, গৃহ, পথ, বাপী, কূপ ও তড়াগ প্রভৃতি সমস্তই ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত। যাহা হউক, আমরা এই স্থানের মধ্য প্রদেশে যাইয়া বহু যোজন বিস্তৃত একটী ষোড়শদল পদ্ম, দ্বিতীয় সুদর্শন চক্রের ন্যায় শোভা পাইতে দেখিলাম।

তাহার ষোড়শ দলে, কারালী, বিকারালী, উমা, সরস্বতী, শ্রী, দুর্গা, ঊমা, লক্ষ্মী, শ্রুতি, স্মৃতি, ধৃতি, শ্রদ্ধা, মেধা, কান্তি, মতি ও আর্য্যা নামে ভগবতীর ষোড়শ শক্তিগণ স্বদলবলে বাস করিতেছেন। ইহাঁদের সকলেরই নবীন নীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণ এবং হস্তে খেটক ও খড়্গ বিদ্যমান আছে। ইহাঁদিগকে দেখিলেই বোধ হয় যেন ইহাঁরা সর্ব্বদাই যুদ্ধ করিবার জন্য উৎসুক রহিয়াছেন। গুরুদেব কহিলেন, বৎস! "এই সকল শক্তিগণকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থিত শক্তিগণের নায়িকা এবং জগজ্জননী ভগবতীর সেনানী বলিয়া জানিবে। ইহাঁরা দেবীর প্রসাদে গর্ব্বিত হইয়া এবং সতত নানাবিধ রথ বাহনাদি ও শক্তিগণে পরিবেষ্টিত থাকিয়া বাস করিতেছেন। একমুখে ইহাঁদের পরাক্রমের বিষয় আর কি বলিব, যদি সহস্র বদন হয়, তাহা হইলেও ইহাঁদের পরাক্রমের বিষয় বলিয়া শেষ করিতে পারা যায় না।

এই প্রদেশের পরই আমরা দশ যোজন দীর্ঘ মরকত-নির্ম্মিত পঞ্চম প্রদেশ দর্শন করিলাম। ইহার মধ্যস্থ ভূমি ও গৃহাদি সমস্তই পূর্ব্বের ন্যায় মরকতমণি দ্বারা নির্ম্মিত। ইহার মধ্যে যাবতীয় সৌভাগ্যকর ভোগ্য বস্তু সকল বিদ্যমান আছে। ইহার ছয়টী কোণ, প্রত্যেক কোণেই দেব সকল বিরাজ করিতেছেন। পূর্ব্ব কোণে চতুর্ব্বক্ত্র ব্রহ্মা কুণ্ড, অক্ষমালা, অভয় ও দণ্ডাদি আয়ুধ সকল ধারণ করিয়া গায়ত্রী দেবীর সহিত বাস করিতেছেন। গায়ত্রী দেবীও ঐ সকল আয়ুধনিকর দ্বারা বিভূষিতা আছেন। এই স্থানে সমস্ত বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও নানাবিধ শাস্ত্র সকল মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক বাস করিতেছেন। এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ব্রহ্মা, গায়ত্রী ও ব্যাহৃতিগণের যত অবতার আছেন, তাঁহারা সমস্তই এই স্থানে বাস করিতেছেন।

ইহার নৈর্ঋত কোণে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারী মহাবিষ্ণু শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারিণী সাবিত্রী দেবীর সহিত বাস করিতেছেন। প্রতি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সাবিত্রীর যাবতীয় অবতার, এবং মৎস্য, কূর্ম্ম বরাহ প্রভৃতি যাবতীয় বিষ্ণুর অবতার আছেন, তাঁহারা সকলেই এই স্থানে বাস করিতেছেন।

ইহার বায়ুকোণে, পরশু, অক্ষমালা অভয় ও বরধারী মহারুদ্র ও তাদৃশ রূপধারিণী স্বরস্বতীর সহিত বিদ্যমান আছেন। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে দক্ষিণাস্য প্রভৃতি যে সকল রুদ্রাবতার, এবং গৌরী প্রভৃতি যে সকল পার্ব্বতীর অবতার আছেন তাঁহারা সকলেই এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। প্রসিদ্ধ চতুঃষষ্টি আগম ও অন্যান্য নিখিল তন্ত্র সকল মূর্ত্তিধারণ পূর্ব্বক এই স্থানে বাস করিতেছেন।

ইহার অগ্নিকোণে ভগবতীর নিধিপতি ধননায়ক কুবের নানাবিধ বীথিকায় পরিবেষ্টিত থাকিয়া একহস্তে রত্নকুম্ভ ও একহস্তে মণিকরণ্ডিকা ধারণ পূর্ব্বক মহালক্ষ্মী ও স্বগণের সহিত অবস্থিতি করিতেছেন।

ইহার পশ্চিমকোণে পাশাঙ্কুশ ধনুর্ব্বাণধারী মদন রতির সহিত নিত্য

বিদ্যমান আছেন, তাঁহার যাবতীয় শৃঙ্গারাদি পারিষদসকলও এই স্থানে মূর্ত্তিমান্ হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন।

ইহার ঈশান কোণে পাশাঙ্কুশধারী মহাবীর, বিঘ্ননাশন, গণপতি পুষ্টি দেবীর সহিত নিত্য বিরাজ করিতেছেন। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে বিঘ্নরাজের যে যে বিভূতি সকল বিদ্যমান আছে, তৎসমস্তই এই স্থানে বর্ত্তমান। (ক্রমশঃ)

রায় সাহেব শ্রীদুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী।

হিপ্‌টনিক মায়া বা বশীকরণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সেই জন্যই শোক বিশেষভাবে পরিত্যাজ্য; কারণ ইহাতে কোন ফল নাই, বরং মৃত ও মৃতের আত্মীয়েরা যাহারা তাহার জন্য শোকার্ত্ত, এ উভয়েরই ক্ষতি।" তৎপরে আমার দিকে ফিরিয়া বলিল "আমি পূর্ব্ব সম্বন্ধ অনুসারে এখনও তোমাদের সম্বোধন করিতেছি। যদিও এ অবস্থায় কোন সম্বন্ধ নাই এবং এ অবস্থা জীবদ্দশায় কর্ম্মের আসক্তি ভিন্ন সমস্ত বস্তু হইতে সম্পূর্ণ ভাবে পৃথক্‌রূপে গঠিত, তথাপি তোমরা আমার চক্ষে এখনও সেই বন্ধু। সেই জন্যই বলিতেছি এবং অন্ততঃ আমার প্রতি তোমাদের যে আন্তরিক বিশ্বাস ছিল, তাহারই জন্য বলিতেছি যে, যে জীবন এক্ষণে তোমাদের করতলগত বা যাহা এক্ষণে ভোগ করিতেছ, তাহা তোমরা নিজেদের আত্মা হইতে অবিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে কর। তোমরা যে বস্তু, সে বস্তু হইতে সে দেহ যে কতদূরে অবস্থিত, তাহা সহজে প্রতীয়মান হয় না। যেমন সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া অগাধ সলিল-রাশির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বোধ হয় অনন্ত আকাশ যেন অনন্ত বারিধির সহিত মিশ্রিত এবং প্রতি অণুতে অণুতে একসূত্রে গাঁথা, সেই

প্রকার মনুষ্যের দেহ আত্মার সহিত একত্র সংযোজিত বলিয়া জীবদ্দশায় ভ্রম জন্মে; কিন্তু মৃত্যুর পর, যে অবস্থায় আমি এক্ষণে নিপতিত, সেই দশায় আসিলে সমস্ত ভ্রম দূরে যায়, তখন বুঝিতে পারা যায় যে, জড়দেহ প্রবৃত্তির যন্ত্র। মৃত্যুর সহিত যন্ত্রের ধ্বংস হয়; কিন্তু প্রবৃত্তি রহিয়া যায়। আসক্তির আগুনে জীবকে ধ্বংস করে, ব্যতিব্যস্ত করে, দুঃখ-সলিলে নিপাতিত করে, কিন্তু তাহার কোন প্রতিকার নাই। যন্ত্রণায় অস্ফুটশব্দ উচ্চারণের ক্ষমতা নাই, সমস্ত আজ্ঞাবহ দাসের ন্যায় নীরবে সহ্য করিতে হয়। মনুষ্য দেহ অতি দুর্ম্মূল্য। মনুষ্যজীবন গ্রহণ করিয়া জীব নিজেকে আসক্তি, কামনা ও ভোগের করাল ছায়া হইতে দূরে রাখিতে সমর্থ হয়, আবার ইচ্ছামত কামনার দাস হইতে আসক্তির পাছে পাছে প্রভুভক্ত কুকুরের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে ও ভোগের ক্রীতদাস রূপে গঠিত হইতে পারে।" এই সময়ে মহেন্দ্র রমেশের আত্মার উদ্দেশে বলিয়া উঠিল "আমাদের অপেক্ষা তুমি এক্ষণে উচ্চস্থানীয় এবং তোমার দৃষ্টি এ অবস্থায় আমাদের অপেক্ষা অধিকতর দূরগামী। বলিতে পার কি কি কারণে মনুষ্যের উন্নতি ও অবনতি হইতে দেখা যায়?" উত্তরে রমেশের আত্মা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিল "এ বিষয়ে উত্তর দিতে আমি যে অবস্থায় জীব, সে অবস্থায় আমার কোন দূরদর্শিতা নাই। তবে যাহা বাস্তবসত্য, যাহা বহুকাল পূর্ব্বে মুনি ঋষি হইতে বর্ত্তমান সময়ে মুদ্রিত ধর্ম্ম পুস্তকাবলীতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিক কিছু জানা নাই। মনুষ্যজীবনে সে সকল পড়িয়া শুনিয়াও, সেরূপ ভাবে শিক্ষা পাইয়াও প্রতিপদে সে মহাবাক্যগুলির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয় বা সেগুলিকে সময়ে সময়ে একেবারে ভুলিয়া যাইতে হয়—আর এখানে, এঅবস্থায় সেগুলি যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া সদাসর্ব্বদা মানস-পটে উদিত হইতে থাকে। যেরূপ রাত্রিকালে তোমাদের মনে

হয় যে, পরদিবস প্রাতে সূর্য্যোদয়ে পৃথিবী পুনঃ আলোকিত হইবে এবং সে বিষয়ে যেমন ভুলেও মনে সন্দেহ উপস্থিত হয় না, সেই প্রকার এ লোকের জীবও, উহাদের সত্যতা সম্বন্ধে এক প্রকার নিশ্চিত। এক প্রকার বলি কেন সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত; কারণ তাহারা বুঝে এবং বুঝে বলিয়াই বোধ হয় নিজেদের কর্ম্মফলরূপ ঘোর মানসিক উত্তেজনা কালে তাহারা নিজেদের অস্তিত্ব হারায় না।

মনুষ্যের চিন্তাই উন্নতির মূল; আবার চিন্তাই ধ্বংসের কারণ। সৃষ্টির ইহাই আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার যে, এক অবস্থায় এক বস্তু উপকারক ও সেই বস্তুই অবস্থাভেদে প্রাণহানিকর। তোমরা সকলেই অবগত আছ, চিকিৎসকে বিকারগ্রস্ত রোগীকে ঔষধের সহিত বিষ সেবন করাইয়া তাহাকে সহজ অবস্থায় আনয়ন করে; কিন্তু যদি সহজ অবস্থায় কোনব্যক্তি সে বিষ গলাধঃকরণ করে, তবে তাহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়। সেই প্রকার চিন্তা যখন স্ত্রী ও অর্থের প্রতি ধাবিত হয়, তখনই তাহা ধ্বংসের কারণ হইয়া থাকে।

সত্য বটে, স্ত্রী সংসারের অবলম্বন, স্ত্রী ভিন্ন সংসার শূন্য, তাহারা না থাকিলে মনুষ্য উদ্যমবিহীন এবং যদিও তাহারা সুখে-দুঃখে সম্পদে, বিপদে, সকল সময়েই অংশ গ্রহণ করিয়া যাতনার ভার লাঘব করিয়া দেয় ও সংসার-মরুতে একমাত্র সুশীতল বারিপূর্ণ মরুদ্বীপ স্বরূপ বর্ত্তমান এবং জীবকুল দুঃখকষ্টে নানারূপে প্রপীড়িত হইয়া একমাত্র তাহাদের ক্রোড়ে আসিয়া শান্তি লাভ করে, তথাপি যদি তাহাদের চিন্তা শয়নে, স্বপনে, নিদ্রায় জাগরণে, অহরহঃ সর্ব্বক্ষণ জীবের মানস-পটে উদিত থাকে, তাহা হইলে তাহাকে অতি শীঘ্র ঘোর লালসার দাস হইতে দেখা যায়। তাহার সে চিন্তা তাহাকে ধ্বংস করে, তাহার মনুষ্যদেহ ধারণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে এবং নিজেদের অস্তিত্ব ভুলাইয়া দেয়। অর্থ সম্বন্ধের চিন্তাও ঠিক একই ফলপ্রদ; অধিকন্তু ভোগলিপ্সা এতই অধিক হয় যে, কার্য্যকারিতার শক্তিকে

বিশ্বাসঘাতকতায় পরিণত করে। আবার চিন্তাকে যদ্যপি অন্য দিকে নিয়োজিত করা হয়,তাহা হইলে উহা জীবকে এত উর্দ্ধে উত্তোলন করে যে, সংসারের সুখ, দুঃখ, মান, অপমান, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, নিন্দা ও যশ এসকল কিছুই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সে এক অনির্ব্বচনীয় সুখে নিমগ্ন থাকে; তাহার মনে তখন শান্তি ভিন্ন অন্য অবস্থার উপলব্ধি হয় না। যে চিন্তা মনুষ্যকে এরূপ পরিবর্ত্তিত করে—যাহার প্রভাবে জীব সেই করুণাময় জগদীশ্বরের গুণরাশিতে ভূষিত হয়—সে চিন্তা মৃত্যু-চিন্তা। মৃত্যু-চিন্তাই জীবকে পাপরাশি হইতে বহুদূরে স্থাপিত করে এবং উহাই একমাত্র শিখাইয়া দেয় যে, এই সুন্দর পৃথিবী হইতে এক মুহূর্ত্তে অস্তিত্বের বিলোপ ঘটে, যাহার ফলে আকাঙ্ক্ষা দমিত থাকে এবং ক্রমে বুঝিবার ক্ষমতা হয় যে, কোন্ বস্তু নিত্য ও কোন্ বস্তু অনিত্য। মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার অভিলাষ হয় এবং সেই জন্যই মহেন্দ্র তোমার ভ্রাতার উপর আমার এত শীঘ্র আবেশ হইয়াছে; নতুবা অন্য কোন আত্মার আবেশ হইত। আমি এরূপ ভাবে আর বেশীক্ষণ বদ্ধ থাকিতে ইচ্ছা করি না; ইহাতে আমার নিজের কষ্ট; অধিকন্তু তোমার ভ্রাতারও অসুস্থ হইবার সম্ভাবনা।"

তৎপরে আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, "তোমাকে এ সময়ে দেখিবার আশা করি নাই। এ সময়ে এরূপভাবে সকলকে এক সঙ্গে দেখিতে পাইয়া আমি যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলাম। এক্ষণে বিদায়; এ নগণ্য বন্ধুকে বিস্মৃত হইও না।"

কিয়ৎকাল পরে মহেন্দ্রের ভ্রাতা নিদ্রোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বসিল এবং তাহাকে পূর্ব্বের কথা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল যে, সে কিছুই জানে না, কারণ আগত ভদ্রলোকটির দিকে কয়েক মিনিট চাহিয়া থাকিতেই সে নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল।

—— শ্রীমুরারিমোহন মুখোপাধ্যায়।

অলৌকিক রহস্য।

১০ম সংখ্যা]　　দ্বিতীয় ভাগ।　　[মাঘ, ১৩১৭

প্রতিশোধ।

(১)

প্রিয়বাবুর নিবাস বর্দ্ধমান জেলার এক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে। তিনি জাতিতে কুলীন ব্রাহ্মণ। তাঁহার দুই বিবাহ। দুই জনই অল্পবয়স্কা। সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। এ উহার সপত্নী বলিয়া তাহাদের কাহারও হৃদয়ে কোন রাগ বা দ্বেষ ছিল না,—যেন সহোদরা ভগ্নী; ক্ষণকালের নিমিত্তও কেহ কাহারও সঙ্গ ত্যাগ করিত না। গৃহস্থালীর সমস্ত কর্ম্মই পরস্পরে সৌহার্দ্দের সহিত সম্পন্ন করিত।

প্রিয়বাবু দূরবর্ত্তী কোন স্থানে চাকুরি করিতেন। অল্প মাহিনা বলিয়া তিনি পত্নীদ্বয়কে বাসায় লইয়া যান নাই। পাড়ার সম্পর্কে আত্মীয়া কোন বৃদ্ধাকে তাহাদের অভিভাবকরূপে রাখিয়া গিয়াছিলেন—তাঁহার সংসারে আর কেহ ছিল না,—সেই বৃদ্ধাই তাহাদের সর্ব্বেসর্ব্বা; বধূদ্বয়ও বৃদ্ধাকে আপনার গুরুজনের ন্যায় মান্য করিত। মধ্যে মধ্যে ছুটী পাইলেই প্রিয়বাবু চাকুরি স্থান হইতে বাড়ীতে আসিতেন।

পূজার ছুটি তখনও হয় নাই—পাঁচ ছয় দিন পরেই হইবে,--আফিসে কাজের ভিড় পড়িয়াছে, এমন সময় তিনি বাড়ী হইতে বৃদ্ধার নামাঙ্কিত একখানি পত্র প্রাপ্ত হইলেন। তাহাতে কোন বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ বাড়ী যাইতে অনুরোধ করা ছিল;—তবে কি যে প্রয়োজন, তাহার বিন্দু-

বিসর্গও লেখা ছিল না। তিনি পত্র পাইয়াই তৎক্ষণাৎ আফিসের বড় বাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে সমস্ত বিষয় জানাইয়া সেই দিনই ছুটী লইয়া সন্দিগ্ধমনে বাড়ী রওনা হইলেন। পত্নীদ্বয়ের মধ্যে কাহারও গুরুতর অসুখ হইয়াছে, এই বিশ্বাসই তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে বদ্ধ হইয়াছিল।

ষ্টেশন হইতে বাড়ী প্রায় দুই মাইল। মাঠের রাস্তা—বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে—তখন পর্য্যন্ত তিনি জলস্পর্শ করেন নাই; তাহার উপর দুর্ভাবনায় সমস্ত রাত্রি চোখের উপর কাটিয়া গিয়াছে; ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়—শরীর অবসন্ন—পদদ্বয় আর অগ্রসর হইতে চায় না, তথাচ তিনি মুহূর্ত্তের নিমিত্তও কোন স্থানে বিশ্রাম করিলেন না। ট্রেণ হইতে নামিয়াই দ্রুতপদে শরৎকালের সেই প্রখর রৌদ্র মাথায় পাতিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

বাড়ী পহুঁছিতে প্রায় দুইটা বাজিয়া গেল। গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াই তিনি যেরূপ আশ্চর্য্যজনক দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, পত্নীদ্বয়ের মধ্যে কাহারও গুরুতর অসুখ হইয়াছে; কিন্তু এ দৃশ্য ত তাহা নয়! এ যে তাহা অপেক্ষা আরও ভয়াবহ! যাহারা স্বামীর বাড়ী আসিবার কথা শুনিলে নির্দ্দিষ্ট দিনে দ্বারে অপেক্ষা করিয়া পথপানে চাহিয়া থাকিত, আজ তাহারা সেই স্বামীকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কোন বাক্যালাপ না করিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশপূর্ব্বক সন্ত্রস্তভাবে দ্বার বন্ধ করিল! তিনি অনেক চেষ্টা করিলেন—নিজের কষ্টের কথা কাতরস্বরে বলিলেন, কিছুতেই তাহারা দ্বার খুলিল না।

একে ক্ষুৎপিপাসায় শরীর ক্লিষ্ট, তাহার উপর প্রাণ অপেক্ষা যাহারা আদরের, তাহাদের এই শোচনীয় অবস্থা,—ইহা আলোচনা করিয়া তিনি

আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভগ্ন হৃদয়েই সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন এবং ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা ভুলিয়া পত্নীদ্বয়ের সহসা এইরূপ হইবার কারণ কি, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা তখন গৃহে ছিলেন না,—কোন প্রয়োজন বশতঃ বাহিরে গিয়াছিলেন। যখন তিনি ফিরিয়া আসিয়া প্রিয়বাবুকে সেই ভাবে উপবিষ্ট দেখিলেন, তখন আর চক্ষুর জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না,—রমণী-স্বভাব-সুলভ কোমলতা বশতঃ কাতর কণ্ঠে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

প্রিয়বাবু কোন প্রকারে বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—সহসা এরূপ হইবার কারণ কি? বৃদ্ধা ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন,—"আজ দশ পনর দিন হইল, এইরূপ হইয়াছে। কেন যে হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না।" প্রিয়বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রতিবেশীরা এ সম্বন্ধে কোন আন্দোলন করে না?"

বৃদ্ধা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"কেহ বলে পাগল হইয়াছে, কেহ বলে ভূতে পাইয়াছে। আমি ইতিমধ্যে অনেক চিকিৎসা করাইয়াছি, কিন্তু ফল হয় নাই।"

বৃদ্ধার কথা শুনিয়া প্রিয়বাবু আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না,—নিরাশা-জড়িত দীর্ঘ নিশ্বাসে মনের ব্যথা মনেই লুক্কায়িত রাখিলেন।

(২)

দিন যত অতিবাহিত হইতে লাগিল, প্রিয়বাবুও ততই অধীর হইতে লাগিলেন। কোন ক্রমেই পত্নীদ্বয়ের পীড়ার উপশম হইতেছে না। যে যাহা বলিতেছে, তিনি তাহাই করিতেছেন। নিকটস্থ ডাক্তার, বৈদ্য, হাতুড়ে, ভূতুড়ে সকল চিকিৎসককেই দেখাইলেন; কিন্তু কাহারও ঔষধে তিলমাত্রও ফল হইল না। পীড়ার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমশঃ এরূপ হইল যে, যদিও তাহারা দিনের মধ্যে দুই একবার গৃহের

বাহির হইত, এখন তাহাও হয় না। গৃহের অভ্যন্তরস্থ দুই বিভিন্ন কোণে উপবিষ্ট হইয়া সদাসর্ব্বদাই যেন কি চিন্তা করে এবং মধ্যে মধ্যে যেন কাহার সহিত চুপে চুপে কথা কয়।

পেটের দায় বড় দায়—বিশেষতঃ যাহাদের চাকুরিই সম্বল। এক-দিকে গৃহে এইরূপ বিপদ, অপরদিকে—অবকাশ শেষ হইয়াছে, যথা-সময়ে উপস্থিত না হইলে চাকুরি হইতে বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা। প্রিয়বাবু কোন্ পথে ধাবিত হইবেন, এই চিন্তাতে অধীর হইয়া পড়িলেন। প্রতিবেশীরা কেহ কিছু পরামর্শ দেয় না—দিলেও নানা মুনির নানা মত।

এখন বৃদ্ধাই তাঁহার প্রকৃত পরামর্শ-দাত্রী—প্রকৃত আশ্রয়-স্থান। তাঁহার বাক্যই গ্রহণীয়, এই চিন্তা করিয়া তিনি বৃদ্ধার নিকট আভ্যন্তরীণ অধীরতা প্রকাশ করিলেন এবং অবশেষে তাঁহারই পরামর্শে পুনরায় চাকুরি স্থানে গমনপূর্ব্বক পত্নীদ্বয়ের পীড়ার বিষয় বড়বাবুর নিকট যথাযথ জ্ঞাপন করিয়া আরও কিছুদিনের অবকাশের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন ও পরদিন প্রভাতে আহারাদির পর রওনা হইলেন।

যাহাদের প্রতিপালনের জন্য বিদেশে চাকুরি করিতে হয়, তাহারা আজ অতি শোচনীয় অবস্থায় পতিত, তাহাদিগকে বরঞ্চ অসহায় অবস্থায় ত্যাগ করিতে পারা যায়; কিন্তু ধন্য চাকুরির মায়া! চাকুরি কোন প্রকারে ত্যাগ করিতে পারা যায় না!

(৩)

আসানসোল—ই, আই, আর, ও বি, এন্, আর্, কোম্পানির একটী বড় ষ্টেশন। এখানে অধিকাংশ যাত্রীকেই ট্রেণ বদলাইতে হয়। প্রিয়বাবুকেও হইবে,—অগত্যা এখানে তাঁহাকে নামিতে হইল। গন্তব্য

স্থানের ট্রেণ আসিবার বিলম্ব থাকায় ষ্টেশনের এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া তিনি পত্নীদ্বয়ের কথা ভাবিতেছেন, আর চোখের জল ফেলিতেছেন, জানি না, এমন সময় কোথা হইতে একজন মুসলমান ফকীর সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পরিধানে—গৈরিক বসন, মস্তক শুভ্র কেশদাম দ্বারা মণ্ডিত, মুখমণ্ডল অতি বিস্তৃত পরিপক্ক শ্মশ্রু গুম্ফ-সমন্বিত, গলদেশ তুষার-ধবলিত স্ফটিকের মালা দ্বারা পরিবেষ্টিত, সমস্ত শরীর কি এক স্বর্গীয়ভাবে পরিপূর্ণ,—দেখিলে আপনা হইতেই ভক্তি বিচ্ছুরিত হয়।

সাধুগণের হৃদয় স্বভাবতই কোমল। কাহারও দুঃখ দেখিলে তাঁহারা স্থির থাকিতে পারেন না,—দুঃখের কারণ নির্দ্দেশের জন্য সর্ব্বদাই ব্যগ্র হন। সেই জন্য তিনি প্রিয়বাবুকে এক পার্শ্বে দুঃখিতান্তঃকরণে উপবিষ্ট দেখিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং এরূপভাবে উপবিষ্ট থাকিবার কারণ কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রিয়বাবু পত্নীদ্বয়ের চিন্তাতেই আত্মহারা। ফকীর যে কখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই।

প্রথমবার জিজ্ঞাসা করিয়া যখন কোন উত্তর পাইলেন না, তখন তিনি নিজের দ্রব্যাদি সমেত প্রিয়বাবুর সম্মুখে উপবিষ্ট হইলেন এবং সস্নেহে তাঁহার অঙ্গে হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবু, এস্থানে এরূপভাবে থাকিবার কারণ কি? আপনাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, কি যেন ভীষণ কষ্ট হৃদয়ের মধ্যে পোষণ করিতেছেন।"

হস্ত-সংস্পর্শে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল; কিন্তু জিজ্ঞাসিত বিষয়ের কি যে উত্তর দিবেন, তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না। চক্ষুদ্বয় বাষ্প-পরিপূর্ণ হইল—কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ফকীরও স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি আরও আগ্রহের সহিত বলিলেন—"আমার নিকট প্রকাশ করিলে আপনার অনিষ্টের কোন আশঙ্কা নাই।

আমাকে বিশ্বাস করিয়া বলুন। যদি আমার আয়ত্তাধীন হয়, তবে তাহার প্রতিকারও করিতে পারি।"

প্রতিকারের কথা শুনিয়া প্রিয়বাবু দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং ফকীরের আগ্রহাতিশয্যে অনুরুদ্ধ হইয়া পত্নীদ্বয়ের পীড়ার বিষয় ও অবকাশ প্রার্থনার জন্য চাকুরি স্থানে গমন প্রভৃতি সমস্তই প্রকাশ করিলেন। তাঁহার কথা শেষ হইলে ফকীর ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"আপনার নিকট যাহা শুনিলাম, তাহাতে আমার মনে হয় আপনার পত্নীদ্বয় বায়ুরোগাক্রান্তা নয়। তাহাদের শরীরে নিশ্চয় কোন ভূত বা ব্রহ্মদৈত্যের আবেশ হইয়াছে। ইহার প্রতীকার আমিই করিব; কিন্তু এসম্বন্ধে আমার আরও জিজ্ঞাস্য আছে।

প্রিয়বাবু বলিলেন,—জিজ্ঞাসা করুন; যদি জানা থাকে, অবশ্যই বলিব।

ফকীর বলিলেন—"আপনার গৃহের অঙ্গনে অথবা পার্শ্বে কোন বৃক্ষ আছে কি?"

প্রিয়বাবু—অঙ্গনে একটী বৃহৎ চম্পক বৃক্ষ আছে।

ফকীর—সেই বৃক্ষ হইতে কোন দিন আপনি কোন প্রকার জন্তু বা অপর কোন মূর্ত্তি আপনার গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছেন; অথবা আপনার পত্নীদ্বয়কে সেই বৃক্ষের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন?

প্রিয়বাবু—একদিন একটা বিড়াল বৃক্ষ হইতে নামিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেটা বাহির হইল দেখিলাম। ইহা ভিন্ন আর কিছু দেখি নাই।

ফকীর—আচ্ছা, আপনি বাড়ীতে চলুন, আমি ইহার প্রতীকার করিব। সেই বিড়ালই যত অনিষ্টের মূল।

ফকীরের কথা শুনিয়া প্রিয়বাবু প্রথমে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু

তাঁহার হাবভাব দেখিয়া ক্রমশঃ তাহাতে বিশ্বাস করিলেন ও চাকুরি স্থানে না যাইয়া পরবর্ত্তী ট্রেণে পুনরায় গ্রামাভিমুখে রওনা হইলেন। তিনি ফকীরের ট্রেণভাড়া দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু ফকীর তাহা গ্রহণ করেন নাই—পরোপকারই সাধুগণের জীবনব্রত।

(৪)

গ্রামে পঁহুছিতে রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল। প্রিয়বাবু মনে করিয়াছিলেন, ফকীর বুঝি তাঁহার গৃহেই যাইবেন; কিন্তু তাহা হইল না। ফকীর একটী অস্থলের নিকট আসিয়া বলিলেন,—"আমি এই অস্থলে থাকিতে ইচ্ছা করি; কারণ অদ্য রাত্রেই যদি আপনার গৃহে উপস্থিত হই, তাহা হইলে মহা বিভ্রাটের সম্ভাবনা,—হয় ত, আপনার পত্নীদ্বয়ের প্রাণসংশয় হইতে পারে; অতএব না যাওয়াই যুক্তিযুক্ত। আমি অস্থলেই রহিলাম। অদ্য তাহাদের গতি-বিধির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। কল্য প্রাতে যাহা করিতে হইবে, আপনি এই স্থানে আসিলে প্রকাশ করিব।"

প্রিয়বাবু আর কিছু বলিলেন না। সেই রাত্রিকালে আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ফকীরের নিকট বিদায় লইয়া স্বগৃহাভিমুখে চলিলেন।

বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দ্বার রুদ্ধ। তিনি মনে করিয়াছিলেন, কোন কৌশলে দ্বার অপসৃত করিয়া পত্নীদ্বয়ের অজ্ঞাত-ভাবে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবেন ও তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবেন। কিন্তু তাহা হইল না,—দ্বার কোন প্রকারে খুলিল না; সুতরাং বৃদ্ধাকে ডাকিতে হইল। অনেক ডাকাডাকির পর বৃদ্ধা আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই তাঁহার দৃষ্টি রন্ধন-শালার গবাক্ষের উপর পতিত হইল। তিনি দেখিলেন, একটা শুভ্রবর্ণের বিড়াল গবাক্ষ হইতে বাহিরে লাফাইয়া পড়িল ও তাঁহার পত্নীদ্বয়

সেই দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিয়াছে। তদ্দর্শনে প্রিয়বাবুর সমস্ত শরীর কম্পিত হইল। তিনি আর সে স্থানে থাকিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।—বৃদ্ধা আহারাদির জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করিলেন, কিন্তু কোনই উত্তর পাইলেন না।

(৫)

পর দিন প্রাতঃকালে প্রিয়বাবু অস্থলে ফকীরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পূর্ব্বরাত্রির ঘটনাটি তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন। ফকীর তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন—"আমি এখনই আপনাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিব; কিন্তু আপনাকে আর একটী কার্য্য করিতে হইবে।"

প্রিয়বাবু কহিলেন—"বলুন, অবশ্যই করিব।

ফকীর বলিলেন—"একটী নূতন মৃত্তিকা-নির্ম্মিত "সরা" আনয়ন করুন। তাহার কোন অংশই যেন ভগ্ন বা ছিদ্রযুক্ত না হয়।"

প্রিয়বাবু ফকীরের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ এক মুদীর দোকান হইতে উহা ক্রয় করিয়া আনিলেন ও তাহা ফকীরের হস্তে প্রদান করিলেন। ফকীরও বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন।

প্রাতঃক্রিয়া সমাপন করিয়া খোদার নাম উচ্চারণপূর্ব্বক ফকীর সরাটী নিজের সম্মুখে স্থাপন করিলেন এবং মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তাহাতে ফুঁ দিতে লাগিলেন। তিনি যত ফুঁ দেন, সরাটীর অঙ্গ হইতে তত খণ্ড ভগ্ন হইয়া ভূমিতে পড়িতে থাকে। এইরূপ করিতে করিতে যখন দেখিলেন, সরাটীর অর্দ্ধেকাংশ ভগ্ন হইয়া আর ভগ্ন হইতেছে না, তখন তিনি মন্ত্রসংবরণ করিলেন এবং প্রিয়বাবুকে বলিলেন "ইহা হইতেই আপনার কার্য্যোদ্ধার হইবে।" প্রিয়বাবু তাঁহার মন্ত্রের শক্তি দেখিয়া মনে মনে শত সহস্রবার প্রণাম করিলেন। ফকীর তখ

অংশগুলি লইয়া প্রিয়বাবুকে তাঁহার সহিত গৃহে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন এবং উভয়েই ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া তদভিমুখে চলিলেন।

গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রিয়বাবু অগ্রে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন যে, তাঁহার পত্নীদ্বয় শয়নগৃহের সম্মুখস্থিত চালায় আবদ্ধ বংশ খণ্ড ধরিয়া অঙ্গনস্থিত বৃক্ষের প্রতি সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি বাহিরে আসিলেন এবং ফকীরের নিকট তাহা বিবৃত করিলেন। ফকীর সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার সহিত ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন—যেন বধূদ্বয় না দেখিতে পায়। প্রবেশ করিয়াই তিনি বৃক্ষের প্রতি তাকাইলেন। বিড়ালটা তখনও বসিয়াছিল। ফকীর মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক একটী সরাখণ্ড তাহার দিকে নিক্ষেপ করিলেন। তাহার আঘাতে বিড়ালটা বিকট চীৎকার করিয়া এক লম্ফে বধূদ্বয়ের কক্ষমধ্যে আসিয়া পতিত হইল। বধূদ্বয় ব্যস্ততার সহিত তাহাকে ধরিয়া আনন্দ-বিহ্বলান্তঃকরণে গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার জন্য যেমন ধাবিত হইল, অমনি তাহাদের দৃষ্টি ফকীরের উপর পতিত হইল। তাঁহাকে দেখিয়া তাহারা চীৎকার করিতে করিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিল। ফকীরও তাহাদের পশ্চাতে ছুটিয়া আসিয়া দ্বারে সজোরে আঘাত করিতে লাগিলেন। দ্বার কিছুতেই খুলিল না। তখন তিনি দ্বার ভগ্ন করিবার জন্য প্রিয় বাবুর অনুমতি চাহিলেন। প্রিয়বাবু অন্তরের সহিত তাহা অনুমোদন করিলেন এবং নিজেও তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। ইঁহাদের দেখাদেখি দর্শকরূপে আগত প্রতিবেশীদের মধ্যে ২।৪ জন আসিয়া তাহাতে সাহায্য করিল এবং অল্পক্ষণমধ্যে দ্বার ভগ্ন হইয়া গেল। ফকীর উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বধূদ্বয়

চীৎকার করিতে করিতে পুনরায় বাহিরে ছুটিয়া আসিল ও চম্পক-বৃক্ষে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ফকীরও বাহির হইয়া তাহাদের মস্তকের কেশাগ্র ধারণপূর্ব্বক বৃক্ষ হইতে সরাইয়া আনিলেন এবং হস্তস্থিত সরাখণ্ড মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তাহাদের পৃষ্ঠদেশে এক একটী করিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহাতে উভয়েই ভয়ানক চীৎকার করিতে লাগিল ও "জ্ব'লে গেলুম" "ক্ষমা কর" বলিয়া অঙ্গনের চতুর্দ্দিকে ছুটিতে লাগিল। ফকীর বলিলেন—"তুই কে?" ইহাতে কেহ কিছু বলিল না দেখিয়া তিনি বারংবার মন্ত্রপূত সরাখণ্ড দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন। শেষে এরূপ হইল যে, আর্ত্তনাদ করিতে করিতে উভয়েই চৈতন্যশূন্য হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। তদ্দর্শনে প্রিয়বাবু বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। ফকীর বলিলেন—"এমন সময় অধীর হইলে চলিবে না। স্থির হউন।" কোনরূপে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া ফকীর বধূদ্বয়ের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এবার বল্, তুই কে?"

বধূদ্বয়ের মধ্যে একজনের মুখ হইতে উত্তর হইল—"আমি এই পাড়ার অমুকের ছেলে।"

ফকীর—ইহাদের উপর অত্যাচার কেন?

উত্তর হইল—প্রতিশোধ।

ফকীর—কিসের?

উত্তর—আমার জীবিতাবস্থায় সামান্য কারণে গালাগালি দিয়াছিল, সেই জন্য।

ফকীর—এক্ষণে ইহাদিগকে ত্যাগ কর্।

উত্তর হইল—করিব, কিন্তু যতদিন না——

ফকীর বাধা দিয়া বলিলেন—আমি কোন অনুরোধই শুনিব না।

এখনই ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। যদি অসম্মত হও, তাহা হইলে আবার সরাথও দ্বারা আঘাত করিব।

উত্তর হইল—'না না, এখনই যাইব। আঘাত করিও না।'

ফকীর—কেমন করিয়া বুঝিব যে, ত্যাগ করিলি?

উত্তর হইল—কথায় বিশ্বাস কর।

ফকীর—তবে এখনই যা।

এই বলিয়া ফকীর নিস্তব্ধ হইলে, অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি সকলের কর্ণ-গোচর হইল এবং একটী শাখা তৎক্ষণাৎ চম্পকবৃক্ষ হইতে চ্যুত হইল। ফকীর আনন্দিত হইয়া প্রিয়বাবুকে বলিলেন—আপনার পত্নীদ্বয় এক্ষণে সম্পূর্ণ নীরোগা হইয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের চৈতন্যোদয় করিতে হইবে। একটী পাত্রে করিয়া জল আনয়ন করুন। তাহা মন্ত্রপূত করিয়া গাত্রে নিক্ষেপ করিলেই চৈতন্যোদয় হইবে।

প্রিয়বাবু ফকিরের কথানুসারে জল আনয়ন করিলেন। ফকির তাহা মন্ত্রের দ্বারা পূত করিয়া তাঁহার হস্তে দিলেন এবং বধূদ্বয় যেন এ বিষয়ের কিছুই না জানিতে পারে—এই বলিয়া গাত্রে জলনিক্ষেপ করিবার অগ্রেই প্রতিবেশিগণের সহিত সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সকলে বাড়ী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে প্রিয়বাবু সেই জল পত্নীদ্বয়ের গাত্রে তিনবার নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দণ্ডেই তাহারা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় ব্যস্ততার সহিত উঠিল এবং সম্মুখে স্বামীকে দেখিয়া লজ্জাবনত-মস্তকে গৃহের কাজকর্ম্মে ব্যাপৃত হইল। প্রিয়বাবু বা বৃদ্ধা পূর্ব্বোক্ত ঘটনার বিন্দুবিসর্গও তাহাদের নিকট প্রকাশ করেন নাই।

সাধু-হৃদয় অপরের উপকারের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। ফকীর সেই দিন সন্ধ্যার সময় প্রিয়বাবুর নিকট বিদায় লইয়া নিজের গন্তব্য-

স্থানে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় ট্রেণভাড়া পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই।

* * * * *

এইরূপে প্রিয়বাবু ফকীরের অনুগ্রহে বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইলেন এবং দিনকতক বাড়ীতে থাকিয়া শেষে পত্নীদ্বয়সমেত চাকুরীস্থানে গমন করিলেন। এখন তিনি সেই আফিসের বড়বাবু—গৃহপ্রাঙ্গণ পুত্রকন্যায় পরিপূর্ণ—সংসার শান্তিতে ভরা।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

শ্রীযুক্ত "অলৌকিক রহস্য" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

সম্প্রতি একটী ঘটনা আমাদের পরিবারে ঘটিয়াছে। যদিও তাহা অধিক কৌতূহলপ্রদ নহে এবং "অলৌকিক রহস্য" প্রকাশের পূর্ব্বে হইলে তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য হইত না, তথাপি আপনাদের প্রকাশিত রহস্য মধ্যে সামান্য ভাবেও স্থান পাইতে পারে বিবেচনায় ঘটনাটী আনুপূর্ব্বিক লিখিলাম।

পারিবারিক ঘটনা।

আমাদের বাটী কলিকাতার ১৩ মাইল দক্ষিণস্থ একটী ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে। আমার এক ভ্রাতা কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় স্ত্রীপুত্র সহ অবস্থান করে। বিগত বৎসরের অগ্রহায়ণ মাসে আমার ভ্রাতৃবধূ কলিকাতাস্থ বাসায় একদিন রাত্রিকালে আবশ্যক হওয়ায় শয়নগৃহের বাহিরে আসেন। বলা বাহুল্য, একাকীই একটী আলোকহস্তে গৃহনিষ্ক্রান্তা হয়েন। গৃহের সম্মুখেই বারান্দা, তাঁহার উদ্দেশ্য এই—বারান্দা পার

হইয়া নীচের সিঁড়িতে নামিয়া যাইবেন। কিন্তু বারান্দার অর্দ্ধেক আন্দাজ গিয়াই হঠাৎ সিঁড়ির ঠিক উপরিস্থলে একটী বিকটাকার দীর্ঘশ্মশ্রু শ্মশ্রুবহুল মূর্ত্তি নয়নগোচর হইল। ভ্রাতৃবধূ প্রথমে নিদ্রালস্য-জনিত চক্ষুর ভ্রম মনে করেন; কিন্তু আরও অগ্রসর হইয়া যথার্থই স্পষ্টভাবে উক্ত মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া ভয়ে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। তাঁহার অস্বাভাবিক শব্দে আমার ভ্রাতা ও ক্রমে অন্যান্য চাকর দাসীরা জাগরিত হইয়া দেখে—ভ্রাতৃবধূ বারান্দায় পড়িয়া গিয়াছেন। যদিও ঠিক মূর্চ্ছিত নহে—তবে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল কি এক প্রকার হইয়াছিলেন, ভালরূপ কথা কহিয়াও কিছু বুঝাইতে পারেন নাই। পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া ব্যাপারটা বলিতে পারিয়াছিলেন।

উক্ত ঘটনার প্রায় এক মাস পরেই ভ্রাতৃবধূর অন্তঃস্বত্বাবস্থা অনুভূত হইল। সাত আট মাস পরে প্রথামত গত আষাঢ় মাসে আমাদের পল্লীস্থ ভবনে প্রসব হইবার জন্য তাঁহাকে আনা হয়। ইতিমধ্যে আর কোন বিসদৃশ ব্যাপার ঘটে নাই। পরে বিগত ভাদ্র মাসের বেশ সুস্থ শরীরে বিনাক্লেশে ভ্রাতৃবধূ একটী পুত্র-সন্তান প্রসব করেন। সন্তানটীও বেশ সবল ও পুষ্টাঙ্গ হইয়াছিল। ভূমিষ্ঠের ষষ্ঠ দিবসাবধি প্রসূতি বা নবজাত পুত্রের কোনরূপ অসুখাদি কিছুই থাকে নাই। হঠাৎ সূতিকা পূজার রাত্রি প্রায় ২টার সময় যখন বাটীস্থ সকলে সুষুপ্ত ও নিঃশব্দ এবং প্রসূতিগৃহে এক জন স্ত্রীলোকও গৃহের ঠিক বাহিরেই দ্বার-সন্নিকটে আর একজন স্ত্রীলোক, উভয়েই নিদ্রিত; অধিকন্তু গৃহমধ্যে এবং বাহিরে খুব উজ্জ্বল দুইটী আলোক-বর্ত্তিকা জ্বলিতেছিল। এরূপ অবস্থায় ভ্রাতৃবধূ চীৎকার করিয়া উঠেন। তাঁহার অস্বাভাবিক শব্দে সকলে জাগরিত হইয়া দেখেন যে, আমার ভ্রাতৃবধূ শিশুকে একেবারে ক্রোড়মধ্যে লইয়া যেন অঞ্চল দ্বারা লুকাইতেছেন। তাঁহার মুখভাব তখন

অত্যন্ত ভয়-ব্যাকুলতা-মিশ্রিত। তাঁহার মুখ হইতে অস্ফুট শব্দ নির্গত হইতেছে এবং দ্বারের অপরদিকস্থ বন্ধ জানালার দিকে তিনি নিজে চাহিয়া আছেন ও সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে চালনার জন্য ইঙ্গিত করিতেছেন। যাহা হউক, অনেক আশ্বাস-সান্ত্বনাদির পর একটু প্রকৃতিস্থ হইলে তিনি প্রকাশ করিলেন যে, নয় মাস পূর্ব্বে কলিকাতার বাসায় রাত্রিকালে যে ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, অবিকল সেই মূর্ত্তি আজও এই মাত্র বিকটাকারভাবে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক পুত্রটীকে লইবার চেষ্টা করিতেছে এবং তাহাতেই হঠাৎ তিনি পুত্রসংরক্ষণার্থ ওরূপভাবে ক্রোড়মধ্যে লুকাইতেছিলেন। সকলে জাগরিত হইলে ও গৃহমধ্যে গোলমাল হইবামাত্র যেন মূর্ত্তিটী অপরদিকস্থ জানালা দিয়া অপসারিত হইয়া গেল। অতঃপর জিজ্ঞাসিতা হইয়া ভ্রাতৃবধূ ঠিক বলিতে পারিলেন না যে,উক্ত ভয়াবহ দৃশ্যটী ঠিক জাগ্রদবস্থায় কিংবা নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নযোগে দেখিয়াছিলেন। যাহা হউক, সে রাত্রিতে আর কাহারও নিদ্রা হইল না। বাটীস্থ সকল স্ত্রীলোকই কতক সূতিকাগারে, কতক ভ্রাতৃবধূর বিশেষ আগ্রহে তদ্দ্বারদেশেই রাত্রিযাপন করিলেন।

পর দিবস প্রত্যূষে অর্থাৎ উক্ত ঘটনার ঘণ্টা দুই পরে সন্তানটী হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু সে ক্রন্দনের আর নিবৃত্তি হয় না। প্রথমতঃ ক্ষুধিত ভ্রমে তাহাকে স্তন্য বা দুগ্ধপান করান হইয়াছিল এবং পরে পুত্রের পেট কামড়াইতেছে, এইরূপ মনে করিয়া তাহাকে নানারূপ হোমিওপ্যাথি ঔষধ ও স্ত্রীলোকদিগের টোটকাও সেবন করান হইল; কিন্তু কিছুতেই সে ক্রন্দন নিবারণ করা গেল না। প্রথম ঘণ্টাদ্বয় কাল উক্ত ক্রন্দনের উপরেই দুগ্ধ ও স্তন্য পান করান গিয়াছিল; কিন্তু তৎপরে তাহার 'চোয়াল ধরিয়া' যাওয়ায় আর কিছুই খাওয়ান গেল না। বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে কান্নাও বাড়িয়া ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইয়া "গলা ধরার" মত

আওয়াজ হইয়া পড়িল। অপরাহ্ণ তিন ঘটিকা হইতে কেবল বায়ুস্বরে ক্রন্দন করতঃ বেলা ৪টার সময় পুত্রটী ইহলীলা সংবরণ করিল।

ইহার পর ভ্রাতৃবধূ কয়েকদিন শোকমগ্না থাকিয়া এক্ষণে পুনরায় কলিকাতার বাসায় আগমন করিয়াছেন এবং এ যাবৎ আর কোনরূপ কিছু বিভীষিকা দর্শন করেন নাই।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ মৈত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত অলৌকিক-রহস্য সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদনমিদং। মহাশয়! নিম্নলিখিত বৃত্তান্তটী একটী সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা। আমার পিতৃদেব স্বচক্ষে ইহা অবলোকন করিয়াছেন। ঘটনাটীও বিস্ময়কর বটে; সেইজন্য আপনাকে যথাযথ লিখিয়া পাঠাইতেছি। অনুগ্রহ করিয়া অলৌকিক রহস্যে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব। ইতি

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
পাণিবাগান।

অদ্ভুত প্রেতিনী দর্শন।

সে আজ অনেক দিনের কথা। আমার পিতা তখন P W Dর অধীনে Overseerএর পদে নিযুক্ত ছিলেন। তখন ইংরাজি ১৮৮৯ সাল; গ্রীষ্মকাল। কোনকারণ বশতঃ তাঁহাকে শিবগঞ্জে আসিতে হইয়াছিল। নানা কারণে রাত্রি অধিক হওয়াতে, সেই রাত্রি সেইখানেই অতিবাহিত করিতে মনস্থ করিলেন। ঠাকুরদাস পাত্র নামে জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। তাঁহারই বাটীতে পিতাঠাকুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

ঠাকুরদাসের বাটীর বাহিরে খানিকটা পতিত ভূমি ছিল ; তাহাতে দুই একটা মরা গাছপালাও ছিল। তাহার ওদিকে বাগান এবং মাঠ। জ্যোৎস্নালোকে গবাক্ষদ্বার দিয়া সেই গ্রাম্যদৃশ্য দেখিতে দেখিতে ও অন্যান্য বিষয় চিন্তা করিতে করিতে পিতৃদেব নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

নিশা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। চারিদিক নিস্তব্ধ, মলয় পবন তরুলতা কাঁপাইয়া ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে। কখন বা শুষ্ক বৃক্ষ-পত্রের স্খলন শব্দে, কখন বা নিশাচর বনবিহঙ্গমের সুদূর কলরবে, কখন বা পেচকের তীব্র চীৎকারে নৈশ নিস্তব্ধতা থাকিয়া থাকিয়া ভঙ্গ হইতেছে। আকাশে চাঁদ হাসিতেছে। রজতকিরণে প্লাবিত হইয়া মেদিনী আপনভাবে বিভোর। শুভ্র জ্যোৎস্না নীল চন্দ্রাতপ ভেদ করিয়া, বৃক্ষপত্ররাজির অন্তরাল দিয়া উদ্যানের চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। সহসা পিতার নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং সাতিশয় ঘর্ম্মাক্ত হওয়াতে গৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় অদূরে একটী রমণীমূর্ত্তি তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। ভাবিলেন, বুঝি কোন গ্রাম্যমহিলা প্রয়োজনবশতঃ বাহিরে আসিয়াছে। তিনি আর সেদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন না ; কিন্তু রমণী তাঁহার দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। তিনি একটু বিস্মিত হইলেন। গৃহস্থের বধূ এমন নিশীথ সময়ে এমন নির্জ্জন স্থানে একজন পরপুরুষকে দেখিয়া, কুণ্ঠিত বা ভীত না হইয়া বরং তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে।—ইহা বিস্ময়ের কথা বটে !

সহসা রমণী নিকটস্থ এক মরা বৃক্ষের উপর গিয়া দাঁড়াইল। স্পষ্ট চন্দ্রালোকে সে অপূর্ব্ব রূপের জ্যোতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল ; কিন্তু অধিকক্ষণ এরূপভাবে যাইল না। সহসা সে এক বিকট হাস্য করিয়া এরূপ ভাবে মুখব্যাদন করিল যে, তাহার মধ্যদিয়া অনায়াসে

একটী মানুষ যাইতে পারে। পিতার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইল; তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় প্রেতিনী তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হইল; এবং বৃক্ষটী তন্মুহূর্ত্তেই ভূমিসাৎ হইল।

পিতা গৃহে আসিয়া ঠাকুরদাসকে সমস্ত বিষয় খুলিয়া বলিলেন। সে বলিল, "হাঁ, এখানে সে যে আছে, তা' আমরা অনেক দিন ধরিয়া জানি। তবে বড় কাহারও অনিষ্ট করে না।"

এই ঘটনাটী সম্পূর্ণ সত্য। ঠাকুরদাসের পুত্রেরা এখনও জীবিত এবং পিতাও বর্ত্তমান; সুতরাং প্রমাণাভাব বশতঃ যে অবিশ্বাসযোগ্য—তাহা নহে।

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

উচ্চাটন।

"উচ্চাটনং স্বদেশাদের্ভ্রংশনং পরিকীর্ত্তিতম্।"

ইতি তন্ত্রসার।

উচ্চাটন তন্ত্রোক্ত ষট্‌ক্রমের মধ্যে একটি অভিচার কর্ম্ম-বিশেষ। ইহাতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির গৃহাদি নষ্ট করিয়া তাহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া ও নানাপ্রকারে তাহার শান্তি নষ্ট করা বুঝায়। শারদা তন্ত্রে, ষট্‌কর্ম্মদীপিকায়, দত্তাত্রেয় প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার মন্ত্র ও ঔষধি বিস্তারিত ভাবে লিখিত আছে। এই কার্য্যের দেবতা দুর্গা, কৃষ্ণাষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথি ইহাতে প্রশস্ত, বারের মধ্যে শনিবার। উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কেশ লইয়া তাহাকে সূত্রাকার করিয়া সেই সূত্র দ্বারা ঘোড়ার দাঁতের মালা করিয়া ঐ মালায় মন্ত্র জপ করিতে হয়। কার্য্যও যেরূপ হেয়, তাহার ব্যবস্থাও

সেইরূপ দুষ্কর। আশা করি পাঠকদের মধ্যে কাহারও এই কার্য্যে প্রবৃত্তি হইবে না।

মন্ত্রবলে বাস্তভিটা ত্যাগ করিবার কোন ঘটনার সন্ধান না পাইয়া, অন্যান্য প্রকারে, লোককে উৎখাৎ করার ও কষ্ট দেওয়ার তিনটি ঘটনা আমরা এস্থলে সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম।

আমার কোন আত্মীয়ের বাটীর নিকট একটি তান্ত্রিক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণটীকে আমার আত্মীয়েরা সকলে বিশেষ ভয় করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে নানাপ্রকার খাদ্য দিয়া তাঁহার সন্তোষ সাধন করিতেন। তত্রাচ তিনি লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। উক্ত আত্মীয়ের একটি গাভী পাঁচ সাত বৎসর কাল প্রত্যহ প্রাতে একটানে পাঁচ সের দুগ্ধ দিত। উক্ত গরুর দুগ্ধ অকস্মাৎ একেবারে বন্ধ হইল এবং গরুটির আর আট বৎসর কাল আদৌ গর্ভ পর্য্যন্ত হইল না। শেষে একটি মুসলমান ওঝা ঐ গরুটি পাইয়া গত বৎসর হইতে পূর্ব্ববৎ দুগ্ধ পাইতেছে। ঐ ব্রাহ্মণটির নাম তারক বাবু, তিনি পশ্চাৎ দুঃখ প্রকাশ করিয়া গরুটি নষ্ট করার কথা নিজেই এক সময়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

উক্ত আত্মীয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র সর্ব্বাঙ্গে পাঁচড়া হইয়া, ভুগিতেছে। এমন সময় একদিন উক্ত তারক বাবুর বাটীতে তাহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী নিজ মাতাকে খুঁজিতে গিয়াছে। দূর হইতে বালককে দেখিয়া তিনি বলিলেন কুঞ্জ পালা তোর মা এখানে নাই। তোর ঘা দেখিয়া আমার খাইতে ইচ্ছা করিতেছে।

কুঞ্জের জ্যেষ্ঠা ভগিনী ব্যাপার বুঝিয়া উহাকে টানিয়া লইয়া পলাইয়া আসে। অপর এক সময়ে উক্ত আত্মীয়ের একটি কন্যা তারক বাবুর সহিত একটু ঝগড়া করিয়াছিল। পরে এক সময়ে তাহার পদদেশে একটু ক্ষত হওয়ায় তিনি ঐ ক্ষত খাইয়া ফেলেন। ইহাতে ক্ষত আর

কিছুতেই বৎসরকাল সারিল না, পচা ঘায়ে পরিণত হইয়া মেয়েটি বড়ই কষ্ট পাইতে লাগিল। একদিন তারক বাবু আমার উক্ত আত্মীয়ের নিকট হইতে যথারীতি অনেক প্রকার খাদ্যদ্রব্য উপঢৌকন প্রাপ্ত হইলেন, এবং নিজেই উক্ত ক্ষত খাওয়া স্বীকার করিলেন। প্রত্যহ প্রত্যূষে যে প্রথম প্রস্রাব হইবে, তাহা দ্বারা তিন দিন ঐ ক্ষত ধৌত করিতে তিনি তখন ব্যবস্থা করিলেন। তাহাতেই কন্যাটির ক্ষত সারিয়া গেল।

পিটার ব্যারাট নামক জনৈক ব্যক্তি অনেক প্রকার মন্ত্র-বিদ্যায় পারগ ছিল। তাহার নানাপ্রকার পীড়া হইয়া নাসিকা খসিয়া গিয়া মুখশ্রী অতি বীভৎস হয়। পথিমধ্যে দুইটি বালিকা উহাকে দেখিয়া বিদ্রূপ করায় পিটার তাহার হস্ত উহাদের দুজনার মুখে বুলাইয়া দিয়া বলিলেন যে, তোমাদেরও আজ হইতে তিন মাসমধ্যে এইরূপ নাসিকাহীন হইতে হইবে এবং তোমাদের দেখিয়া লোকে এইরূপ বিদ্রূপ করিবে।', এই কথা যথাসময়ে সত্যে পরিণত হইল। ডাক্তার ক্যাসিনেরাই তাহার গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি নিজে এই নাসিকাহীন দুইটী স্ত্রীলোকদের মধ্যে একটিকে দেখিয়াছেন।

শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাষ্টার জনবনেলের প্রেতাত্মা।

রেভারেণ্ড মিঃ মুর একজন পণ্ডিত লোক; তিনি অক্সফোর্ডের কুইন্স কলেজে বিদ্যালাভ করিয়া এসেক্সের লিটননগরে কার্য্য করিতেন। ১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি নিম্নলিখিত ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিলাম।

অক্সফোর্ডের কুইন্স কলেজে জন বনেল নামে একজন অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার বেশভূষার এমন বিশেষত্ব ছিল যে, যে তাঁহাকে একবার দেখিত, সে তাঁহাকে কখনও ভুলিত না। ১৭৫০ সালের ১৮ই নবেম্বর রবিবার দ্বিপ্রহরের সময় আমি মডলেন কলেজের ব্যালার্ড সাহেবের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এমন সময় উক্ত ব্যালার্ড সাহেব ভয়-বিহ্বল কণ্ঠে আমাকে বলিলেন, "দেখ, দেখ কেমন একটি ভয়ানক চেহারার লোক তোমাদের কলেজ হইতে বাহিরে আসিতেছে।" আমি ফিরিয়া দেখিয়া বলিলাম, "উনি আমাদের একজন অধ্যাপক, উঁহার নাম জন বনেল।" আমার বন্ধুটী কহিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আমি এমন ভয়ানক চেহারার লোক আর কখনও দেখি নাই।" আমি বলিলাম, "বোধ হয় মিষ্টার বনেল তাঁহার কোমর-বন্ধ আঁটিয়া পরাতে তাঁহার মুখমণ্ডল স্ফীত হইয়া ঐরূপ দেখাইতেছে," কিন্তু আমিও তাঁহার চেহারা কখনও ঐরূপ দেখি নাই। ব্যালার্ড ভীতচকিত কণ্ঠে বলিলেন, "যা হোক ভাই, আমি কখনও এ জীবনে ঐ চেহারা ভুলিব না।"

আমি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া মিষ্টার বনেল কোন্ দিকে যান, তাহাই দেখিতে লাগিলাম। তিনি প্রাঙ্গণে পৌঁছিয়া দ্বার পার হইয়া হাইষ্ট্রীট দিয়া ক্যাথারিন ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিলেন। এমন সময় আহারের জন্য ঘণ্টাধ্বনি হইল আমি বন্ধুর নিকট বিদায় লইয়া কলেজের ভোজনগৃহে প্রবেশ করিলাম। মিষ্টার বনেলের কথা আর কিছুই মনে রহিল না।

সান্ধ্য উপাসনার সময় সকলে কোন এক মুমূর্ষু ব্যক্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট কাতরভাবে প্রার্থনা করিল। উপাসনা শেষ হইলে আমি বাহিরে আসিয়া জেম্‌স হ্যারিসন নাম জনৈক সমপাঠীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আজ কাহার নিমিত্ত প্রার্থনা করা হইল। প্রত্যুত্তরে জানি-

লাম, মিষ্টার বনেলের জন্য। আমি বলিলাম, "কি আশ্চর্য্য। আজ দুই প্রহরের পর আমি তাঁহাকে সুস্থ শরীরে বাহিরে যাইতে দেখিয়াছি, এত অল্প সময়ের মধ্যে কি প্রকারে তিনি একপ সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন?" হ্যারিসন বলিল "ভাই সেটি তোমার ভ্রম, কেন না তিনি তো অনেক দিন থেকে শয্যাগত।" আমি কিন্তু তাহাকে বিশ্বাস করাইবার জন্য বলিলাম "ভাই! শুধু আমি নহি, আর একটী ভদ্রলোকও আমার সহিত মিষ্টার বনেলকে দেখিয়াছেন।" আমাদের এই বাদানুবাদের কথা আমাদের শিক্ষক ডাক্তার ফদার্জ্জিন শুনিয়া রাত্রি-ভোজের পর আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন "এই গুরুতর পীড়ার সময় তুমি এই ঘটনা সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া ভাল কর নাই।" পর দিবস বনেল সাহেবের মৃত্যু হইল। তাহার পর সকলে মিষ্টার বালার্ডের নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা শুনিয়া, আমি যে বাস্তবিকই বনেল সাহেবের ছায়াশরীর দেখিয়াছিলাম, তাহা বিশ্বাস করিল।

শ্রীআশুতোষ রায়
সোণারপুরা, ৺কাশীধাম।

শ্রীশ্রীদুর্গা।
শরণং।　　কাশীপুর।

অলৌকিক রহস্যের সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।—

মহাশয়,

আমার জীবনে কয়েকটী অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং দুই একটি বিশ্বস্ত সূত্রেও অবগত আছি। সেই ঘটনাগুলি ক্রমে ক্রমে লিখিবার বাসনা করিয়াছি।

কয়েকটী অন্য লিখিয়া পাঠাইলাম। যদাপি তাহা অলৌকিক রহস্য মধ্যে স্থান দিবার যোগ্য মনে করেন, তাহা হইলে দিবেন। আমার বাক্‌চাতুর্য্য নাই। এবং রচনা নৈপুণ্যও নাই, সেজন্য মোটামুটি ঘটনাগুলি বিবৃত করিয়া দিলাম, ইতি—

বশম্বদ

শ্রীরামগোপাল ভট্টাচার্য্য।

ভৌতিক ঘটনাবলী।

(১) পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি।

প্রায় বাইশ বৎসরের কথা। তখন আমার পাঠ্যাবস্থা। আমি যে বিদ্যালয়ে পাঠ করিতাম, তাহার হেডপণ্ডিত মহাশয় ৺গয়াধাম যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমার খুল্লতাতপুত্র ৺সতীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৺গয়াধামে ওকালতী করিতেন; সেই জন্য যাহাতে উক্ত স্থানে যাইয়া তাঁহার কোন কষ্ট না হয় এবং গয়া কার্য্যাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, সে জন্য আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উক্ত সতীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নামে এক পত্র দেন। পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে বিদ্যালয়ের সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্টও গমন করেন। ইঁহারা গয়াকার্য্য সম্পন্ন করিয়া বুদ্ধ গয়া দর্শন করিতে উক্ত ভট্টাচার্য্যের সহিত গমন করেন। বুদ্ধগয়ায় গমন করিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়াই পণ্ডিত মহাশয়ের বিশেষ ভাবান্তর উপস্থিত হয়, তিনি যেন কেমন হইয়া যান ও উক্ত মন্দিরের সম্মুখভাগে বসিয়া পড়েন। সকলে কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, তিনি বলেন, "আমি জীবনে কখনও এসকল স্থানে আসি নাই; কিন্তু আমার বোধ হইতেছে এসকল স্থানই আমার পূর্ব্বদৃষ্ট। সেই জন্য আমার এরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইতেছে' এবং আমি অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি।" পরে যখন

সকলে তাঁহাকে অন্য স্থান সকল দেখিতে লইয়া গেলেন, তখন প্রত্যেক স্থানেই কোথায় কি আছে সকলই তিনি বলিতে লাগিলেন। ইহাতে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। কিন্তু কেহ কোন কারণ স্থির করিতে না পারায় স্থির হইল যে, ইহা পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

বালিকার পূর্ব্বস্মৃতি।

(২)

আমার এক কন্যা আছে, তাহার বয়স প্রায় তিন বৎসর। কন্যাটীকে ভালরূপে পোষাক পরাইয়া অলঙ্কার গায়ে দিয়া দিলে নানারূপ কথা বলে এবং আপন মনে খেলা করে। তাহার মুখে যে সকল কথা বাহির হয়, তাহা তিন বৎসরের শিশুর মুখে বাহির হওয়া আশ্চর্য্যজনক। সে বলে "আমার ঐখানে (কোন দিকে নির্দ্দেশ করিয়া) বাড়ী আছে। আমার বাক্স আছে তাতে কত ভাল ভাল কাপড় আছে, কত গহনা আছে। আমার কান আছে, গলার হার আছে, আমার অনন্ত, বালা, কত কি আছে। আমার বর আছে, একটী ছেলে আছে, একটী ছোট মেয়ে আছে। আমি গাড়ী ক'রে আমার বাড়ীতে যাব, আর আমার সেই মেয়েটীকে আন্‌বো। আমি সিঁড়ি হ'তে প'ড়ে গিয়াছিলাম তাতে আমার পেটে কত বাথা হয়েছিল! উঃ কত রক্ত পড়েছিল"। "উঃ কত রক্ত পড়েছিল" এই কথাটী যখন বলে, তখন বোধ হয় যেন সে সেই বেদনা অনুভব করিতেছে; আর সেই সঙ্গে একটী ভয়ানক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে। যখন ঐরূপ কথা বলিতে আরম্ভ করে, তখন প্রশ্ন করিলে অনেক কথার উত্তর দেয়; কিন্তু সকলগুলি সম্বন্ধ হয় না। আবার যখন তখন বলিলে বড় একটা উত্তর দেয় না। আমরা সকলে অনুমান করিয়াছি যে, ইহা তাহার পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

যিনি এ বিষয় শোনেন, তিনিই বলেন ইহা পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি। যাহাই হউক, ব্যাপার বেশ কৌতূহলোদ্দীপক বটে।

ভৌতিক মূর্ত্তি।

(৩)

আমার নিবাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত পূর্ব্বস্থলী গ্রামে। পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে সকলেই পূর্ব্বস্থলীর নাম অবগত আছেন, কারণ এই স্থানে সংস্কৃতের চর্চ্চা এখনও যথেষ্ট আছে এবং পণ্ডিত সমাজের শিরোভূষণ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন মহাশয়ের নিবাস এই স্থলে।

১৮৮৯ খৃঃ অব্দে (আমি তখন এফ, এ, ক্লাশে পড়ি) বড়দিনের ছুটীতে আমি কলিকাতা হইতে বাটী গমন করি। এই সময় একদিন আমার এক খুল্লপিতামহী সন্ধ্যার সময় আমাদের বাড়ীতে আসেন। সে দিন শুক্লা একাদশী। কথায় বার্ত্তায় রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টা বাজিয়া যায়। তখন তিনি আমাকে তাঁহার বাটীতে তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দিতে বলেন। আমি এক গাছি লাঠি হাতে লইয়া তাঁহাকে পঁহুছাইয়া দিতে যাই। আমাদের বাড়ী হইতে তাঁহার বাড়ী যাইতে হইলে বেজা নামক এক পুষ্করিণীর পার্শ্ব দিয়া পশ্চিম মুখে যাইতে হয়। ঐ পুষ্করিণীর ধারে একটী প্রকাণ্ড বহু পুরাতন বটবৃক্ষ আছে। প্রবাদ ঐ বৃক্ষে ভূত আছে। বট বৃক্ষের নিম্ন দিয়া যাইবার পথ। ঐ পথ বাহিয়া যাইয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পশ্চিম কোণে শ্রীযুত যদুনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠী। তাঁহার চতুষ্পাঠীর পার্শ্ব দিয়া পথটী উত্তর মুখে গমন করিয়াছে। উক্ত পুষ্করিণীর উত্তর পশ্চিম কোণে পণ্ডিতাগ্রণী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন মহাশয়ের বাটী। তাঁহার

চতুষ্পাঠীর সম্মুখ হইয়া পথ আবার পশ্চিম মুখে চলিয়াছে। এই পথ ধরিয়া যাইয়া গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে আমার খুল্লপিতামহীর বাটী।

খুল্লপিতামহীকে পঁহুছাইয়া দিয়া যখন বাটী প্রত্যাগমন করি, তখন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ছাত্রগণের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহারা আমার ডাকিয়া টোলে লইয়া যান। আমার কণ্ঠস্বর অতি সুমিষ্ট ছিল এবং গায়ক না হইলেও অনেকে আগ্রহ করিয়া আমার গান শ্রবণ করেন। সেই জন্য ছাত্রেরা আগ্রহ সহকারে আমাকে টোলে লইয়া যান। সেখানে গান বাজনায় বহুক্ষণ কাটাইয়া প্রায় রাত্রি সাড়ে বারটা কি একটার সময় বাটী যাইবার জন্য প্রস্তুত হই। ছাত্রেরা আমাকে পঁহুছাইয়া দিতে চাহিলে, আমি জ্যোৎস্না রাত্রি থাকায় তাহাদিগকে বারণ করি। একজন ছাত্র অন্ততঃ বট গাছ পার করিয়া দিবার প্রস্তাব করে। আমি তাহাতে রাজি না হইয়া বলি "ভূতের ভয় আমার নাই তোমাদের কাহারও কষ্ট করিতে হইবে না।" শীতকালে আমাদের গ্রামে নেকড়ে বাঘের দৌরাত্ম্য খুব আছে। সে সময় আমাদের গ্রামের উত্তরাংশে স্থিত পদ্ম বিলের নিকটে ফেউ ডাকিতেছিল, ছাত্রগণ আমাকে সে ভয়ও দেখায়। আমি আমার হাতের লাঠি দেখাইয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করি। মোট কথা শেষে আমি একাকী বাড়ী আসিতে আরম্ভ করি। বরাবর বেজা পুষ্করিণীর ধার দিয়া বট গাছের তল দিয়া চলিতে লাগিলাম। মনে কোন ভয় নাই এক মনেই চলিতেছি। বেজা পুষ্করিণীর পূর্ব্বধারে একটি কাঁঠাল বাগান আছে। তাহার পূর্ব্বে আমার শ্বশুর মহাশয়ের নূতন পুষ্করিণী, তাহার পাহাড়ের উপর কাঁঠাল বাগান। পুষ্করিণীর পাহাড়ের উপর কাঁঠাল বাগান থাকাতে তাহা পথ হইতে তিন চারি হাত উচ্চ এবং পাহাড়ের ধারে ধারে কোঁয়া গাছের ঘন সন্নিবিষ্ট বেড়া। তাহার মধ্য দিয়া শেয়াল কুকুর আসিবার স্থান পর্য্যন্ত ছিল না। সুতরাং

পুষ্করিণীর পাহাড় হইতে পথে নামিবার কোন উপায়ই ছিল না। উপরোক্ত বাগান ও পুষ্করিণী আসিবার কালীন পথের বাম পার্শ্বে পড়ে। পথের দক্ষিণ দিকে বাঁশ বাগান আছে। আমি যখন এই স্থানে আসিয়াছি, তখন আমার বোধ হইল বাগানের ভিতর কেহ চলিতেছে, কারণ শীতকালে পাতা ঝরিয়া পড়ায় পাতার মচ মচ শব্দ হইতেছিল। এত রাত্রিতে বাগানে কেহ চলিবার সম্ভাবনা না থাকায় শৃগাল কুকুরের পদ শব্দ হইবে বলিয়া অনুমান করিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই শব্দটি আমার পশ্চাতে হইতে লাগিল। পথে অনেক বাঁশ পত্র পড়িয়াছিল, তাহারই শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। আমি অনুমান করিলাম যে, শৃগাল কুকুর যাহাই হউক না কেন, তিন চারি হাত উচ্চ হইতে নামিলে নিশ্চয় একটা শব্দ হইত; কিন্তু তাহা না হইয়া হঠাৎ আমার পশ্চাতে শব্দ হইবার কারণ কি? এই মনে করিয়া যেমন আমি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম, অমনি আমার বোধ হইল একটী মনুষ্যমূর্ত্তি আমার পশ্চাতে রহিয়াছে। কিন্তু পরক্ষণেই মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেল। এই ঘটনা দেখিয়াও আমার মনে তখন কোন ভয়ের সঞ্চার হয় নাই। পরে বাটী আসিয়া ঘরে প্রবেশ করার পরে আমার মনে আশঙ্কার উদয় হয়। ইহার পর কত দিন সেই স্থান দিয়া গমনাগমন করিয়াছি; কিন্তু আর কখনও ভয় পাই নাই, অথবা কোন মূর্ত্তি দর্শন করি নাই। পূর্ব্ব কথিত বট বৃক্ষে ভূত বাস করে এইরূপ নানা কিম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহাদের অস্তু একটীও প্রমাণ পাই নাই।

ক্রমশঃ

শ্রীরামগোপাল ভট্টাচার্য্য।
কাশীপুর (মানভূম)

অপঘাত মৃত্যুর পরিণাম।

হেরম্ববাবু * * * * জেলার অন্তর্গত কোন স্থানে বাস করেন। তিনি সেই স্থানের গণ্যমান্য ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি। তিনি ভূত প্রেত বিশ্বাস করিতেন না, হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। তাঁহার গৃহে তিনজন মাত্র লোক—তিনি স্বয়ং, তাহার বৃদ্ধা মাতা ও তাঁহার স্ত্রী। এতদ্ভিন্ন বাড়ীতে একটি ভৃত্য ও একটি চাকরাণী থাকে। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা অত্যন্ত ধার্ম্মিকা স্ত্রীলোক। তিনি সদাই দান ধ্যানাদি কার্য্যে রত থাকিতেন।

জমীদারবাটী হইতে তাহাকে ৺কালী পূজা উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিয়া গেল। তিনি একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, তাই তিনি এক ক্রোশ পথ হাঁটিয়া যাইতে সঙ্কল্প করিলেন। তিনি বৃদ্ধা মাতা ও তাহার স্ত্রীকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য ভৃত্যকে বাড়ীতে রাখিয়া যাইলেন; ভৃত্যকে সঙ্গে লইলেন না।

যে পথে যাইতে হইবে, সেই পথের মধ্যভাগে একটি শিবের মন্দির ছিল। শিবের মন্দিরের অনতিদূরে একটি 'পড়োবাড়ী' ছিল।

অমাবস্যার রাত্রি বলিয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার। হেরম্ববাবু শিবমন্দিরের নিকটস্থ হইয়া শিবলিঙ্গকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া আবার চলিতে লাগিলেন। তখন তিনি মন্দিরের নিকট কিছুই দেখিতে পাইলেন না। জমিদারবাটী পৌঁছিয়া তথায় আহারাদি করিয়া বাহির হইতে রাত্রি ১১৷৷০ টা হইল। জমীদারবাটীর লোকেরা "পথে ভূতের ভয়" বলিয়া সঙ্গে দুইটি লোক লইতে অনুরোধ করিল। তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন, লোক লইতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি পুনরায় শিবমন্দিরের নিকটস্থ হইয়া, শিবলিঙ্গকে প্রণাম করিয়া চলিতে লাগি-

লেন। খানিকদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, সেই 'পড়োবাড়ী' হইতে একটি স্ত্রীলোক বাহির হইল ও তাহার গলায় একটি দড়ি ঝুলিতেছে। এত রাত্রিতে কি নিমিত্ত স্ত্রীলোকটি বাটীর বাহির হইল, তাহাই দেখিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল হইল।

তিনি স্ত্রীলোকটির অনুসরণ করিয়া চলিলেন ক্রমে স্ত্রীলোকটি একটি পুষ্করিণীর পাড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল ও বরাবর পুষ্করিণীর ভিতর নামিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি দেখিলেন, পূর্ব্বের স্ত্রীলোকটি পুষ্করিণীর ভিতর হইতে আর একটি স্ত্রীলোককে আনিয়াছে,—এই স্ত্রীলোকটির গলায় কলসী বাঁধা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাদের গাত্রে এক বিন্দুও জল লাগে নাই। তখন হেরম্ব বাবুর মনে একটু ভয় হইল ও আর তিনি তাহাদের অনুসরণ করিলেন না। যত শীঘ্র পারেন, তিনি তাহার বাটী অভিমুখে দ্রুত গমন করিতে লাগিলেন। এবার তিনি দেখিলেন, স্ত্রীলোক দুইটি তাঁহারই অনুসরণ করিতেছে। তিনি আরও দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। তিনি বাটীতে আসিয়া দ্বার নাড়িবা মাত্র ভৃত্য আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। তিনি ভিতরেও আসিয়া দেখিলেন যে, সেই দুইটি স্ত্রীলোক ছাদের উপর দাঁড়াইয়া আছে। তখন ভয়ে পড়িয়া গিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। তাঁহার মাতা ও স্ত্রী চোখে মুখে জল দিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কে যেন এই সময়ে বলিল, "তুমি তোমার মাতার পুণ্যবলে বাঁচিলে, তাহা না হইলে আমাদের হস্তে কিছুতেই পরিত্রাণ পাইতে না।" অনেকক্ষণ পরে সুস্থ হইয়া হেরম্ববাবু রাত্রিতে আর ঘুমাইতে পারিলেন না।

প্রাতঃকালে উঠিয়া তিনি কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, ঐ বাড়ীতে কোন গৃহস্থের বধূ গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছিল। সেই পুষ্করিণীতেও ঐ গৃহস্থের বধূর কোন আত্মীয়া স্ত্রীলোক গলায় কলসী বাঁধিয়া ডুবিয়া মরিয়া গিয়াছিল।

তারপর সেই 'পড়োবাড়ী'কে ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল ও সেই পুষ্করিণীকে বুজাইয়া দেওয়া হইল। অতঃপর আর ভূতের উপদ্রব হয় নাই।

শ্রীহীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র।

ভূতাবেশ।

মহাশয়,

আপনার অলৌকিক রহস্য একখণ্ড পাঠ করিলাম। আমার নিজের জীবনের একটী বিস্ময়কর ঘটনা, যাহার অর্থ আমি এখন পর্য্যন্তও উদ্ঘাটিত করিতে পারি নাই, তাহার বিবরণ আমি এখানে বিবৃত করিলাম। যদি উপযুক্ত বোধ করেন, তবে আপনার পত্রিকায় স্থান দান করিয়া বাধিত করিবেন। ঘটনাটী এই—

সে আজ প্রায় ২৫ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। আমি তখন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ৩য় কি ২য় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করি। আরমানী টোলায় আমাদের বাসা ছিল। বাসাটী একটু বড়গোছেরই ছিল। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, যিনি এখন ৺কাশীধামে সপরিবারে বাস করিতেছেন, তিনি আমাদের অভিভাবক ছিলেন। তিনি সপরিবারে তথায় বাস করিতেন। তৎসঙ্গে আমরা ১০।১২ জন স্কুলের ছাত্রও একত্রে ছাত্রাবাস ভাবে খরচ পত্রাদি দিয়া থাকিতাম। আমি যে কক্ষে থাকিতাম, তাহা একটী লম্বা 'হল' গোছের। মাঝখানে কাঠের পার্টিসন দেওয়া। পার্টিসনের গায়ে কবাট ছিল। ঐ কবাট দ্বারা কক্ষের অন্য বিভক্ত অংশে যাওয়া যাইত। বোধ হয় বাসাটির অবস্থা এখনও তদ্রূপ আছে। তখন উহা রাহেদ্ বক্স নামক একটি সম্ভ্রান্ত মুসলমানের

সম্পত্তি ছিল। এখন উহা কাহার অধিকারে আছে, আমি তাহা অবগত নহি। কক্ষের যে অংশে আমি ছিলাম, ঐ অংশে দুইখানা তক্তপোষ ছিল। একখানাতে আমি ও আমার খুল্লতাত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় থাকিতাম। অন্য তক্তপোষে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ মহাশয় থাকিতেন। ইনি এখন ময়মনসিংহ গৌরীপুরের শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বরী চৌধুরাণী মহাশয়ার নিজের জমিদারীর ম্যানেজার আছেন। নিজের জমিদারীর অর্থাৎ গৌরীপুরের জমীদারীর বার আনা অংশ তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের অধীনে আছে। চারি আনা অংশ তাঁহার নিজের অধীনে আছে। শশীবাবু সেবার এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় কলিকাতা ইউনিভার্সিটির মধ্যে ৩য় স্থান অধিকার করিয়া ২০৲ বিশটাকা বৃত্তি পান। কক্ষের অন্য অংশে ৺সীতানাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয়, তাঁহার পিসতুত ভ্রাতা শ্রীযুক্ত পুলীন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক তক্তপোষে থাকিতেন। উক্ত বাড়ীটীর সকল ঘরই 'হল' সদৃশ ছিল। কম্পাউণ্ডের চারিদিকেই আম, জাম, লিচু প্রভৃতির বড় বড় গাছ ছিল। আমাদের কক্ষটি বাড়ীর সর্ব্ব দক্ষিণভাগে ছিল এবং আমাদের কক্ষের পর খুব লম্বা ও চওড়া গোছের রোয়াক ছিল। ঘটনাটী যাহাতে ভালরূপ বুঝিতে পারেন, তজ্জন্য বাড়ীটীর অবস্থা বিস্তৃতভাবে লিখা হইল। যাহা হউক এক্ষণ প্রকৃত ঘটনাটী বিবৃত করা যাউক।

আমাদের দেশীয় ছাত্রবৃত্তি স্কুলের ৩টী আটেক ছাত্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিতে ঢাকা আসে ও আমাদের বাসায় থাকিয়া পরীক্ষা দিতে থাকে। প্রথম দিন সাহিত্য ব্যাকরণের পরীক্ষা হইয়া যায়। পরদিন অঙ্ক ও জ্যামিতির পরীক্ষা হইবে। কিন্তু ছেলেরা জ্যামিতি ভালরূপ জানিত না। সাহিত্যের পরীক্ষার পর, ঐ দিন রাত্রে তাহারা আমাকে বলে "মহাশয়,

জ্যামিতির যে প্রতিজ্ঞাগুলি আসিবার সম্ভাবনা খুব বেশী, এইরূপ কয়েকটা প্রতিজ্ঞা বাছিয়া বাছিয়া আমাদিগকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক বুঝাইয়া দিন।" তখন বোধ হয় ফাল্গুন মাস ছিল। রাত্রিতে পরিষ্কার জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল। আমি আমার তক্তপোষের মাঝখানে প্রদীপ রাখিয়া প্রদীপের চারিদিকে ছাত্রদিগকে লইয়া জ্যামিতি বুঝাইতে থাকি। একটীর পর একটী এইরূপ করিতে করিতে ১টা বাজিয়া গিয়াছিল। অবশ্য আমার ভ্রাতা ৺কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শশীবাবুর তক্তাপোষে গিয়া তাহার সঙ্গে ঘুমাইতেছিলেন। ১টা বাজিলে পর আমি উঠিয়া তক্তাপোষ হইতে নীচে নামিলাম ও ছেলেদিগকে শয়ন করিতে আদেশ করিলাম। ছেলেরা আর একটী প্রতিজ্ঞা বুঝাইবার জন্য জেদ করিতে লাগিল। অগত্যা আমি নীচে দাঁড়াইয়া উপুড় হইয়া প্রতিজ্ঞাটী বুঝাইতে লাগিলাম। আমার পৃষ্ঠদেশ বাহিরের রোয়াকের সম্মুখস্থ দরজার দিকে ছিল। আমি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত প্রতিজ্ঞাটী বুঝাইতেছিলাম। বাহিরে বা অন্য কোথায় কি হইতেছে বা না হইতেছে আমার জ্ঞান ছিল না। প্রতিজ্ঞাটী যখন প্রায় অর্দ্ধেক কষা হইয়াছে, এমন সময় ৩।৪ জন ছেলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল যে "আপনার, পিছনে অতি ভয়ানক "হা, হা" শব্দ হইতেছে।" আমি একটী ছেলের গণ্ডদেশে এক চপেটাঘাত করিয়া ভর্ৎসনা করিলাম ও যেরূপ বুঝাইতেছিলাম সেইরূপ সেইরূপ বুঝাইতে লাগিলাম। একটু পরে সকলেই সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল যে "মহাশয়, ভয়ানক হা হা শব্দ হইতেছে, মহাশয়, আপনার পিছনেই শব্দ আসিয়াছে।" আমিও সেবার শব্দ শুনিলাম এবং যেমন পিছনের দিকে ফিরিয়া চাহিলাম, তখন আমার বোধ হইল যেন একটা আগুনের গোলা আমার বাম বক্ষ ও পার্শ্ব দগ্ধ করিয়া রান্না ঘরের দিকে চলিয়া গেল। আমি প্রায় মূর্চ্ছিত হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেলাম।

আমার মুখ হইতে অনবরত "হা, হা", শব্দ হইতে লাগিল। কথা কহিবার জন্য যতদূর মুখ হা করিতে পারা যায় করিলাম, বোধ হইল যেন মুখের দুই পার্শ্ব ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। কিন্তু হা হা শব্দ ব্যতীত কোন শব্দ বাহির হইল না। ছেলেরা আমার অবস্থা দেখিয়া পাটিসনের অপর পার্শ্বে গিয়া কবাট বন্ধ করিয়া, চীৎকার করিয়া আমাদের অভিভাবক দক্ষিণাবাবুকে ডাকিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ছেলেদের, সীতানাথ বা পুলীন বাবুর কাহারও মুখ হইতে কোন প্রকার শব্দ বাহির হইল না। সকলেই হা হা, করিতে লাগিল। আমার ভ্রাতা ও শশী-বাবু দৌড়িয়া আমার নিকট আসিলেন। শশীবাবু আমাকে ধরিয়া ফেলিলেন। তাঁহার ধারণা হইল আমি হা করিয়া তাঁহাকে কামড়াইবার চেষ্টা করিতেছি। তিনি সবলে আমাকে ধরিলেন। আমার দাদা ও শশীবাবু উভয়ে চীৎকার করিয়া দক্ষিণাবাবুকে ডাকিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু হা হা শব্দ ব্যতীত কাহারও মুখ হইতে কোন শব্দ বাহির হইল না। এই সময়ে দক্ষিণা বাবু স্বপ্ন দেখিয়া বাহিরে আসিলেন ও হা হা শব্দ শুনিয়া আমাদের কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি স্বপ্ন দেখিতে ছিলেন যেন একটা বাড়ী অগ্নিদগ্ধ হইতেছে ও বাটীর লোকগুলি হা হা করিতেছে। যাহা হউক তিনি আসিলে পর সকলেরই বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল। আমারও তখন কতকটা জ্ঞান হইল। কিন্তু তখনও আমি ভয়ে কাঁপিতেছিলাম ও বারে বারে আমার বাম পার্শ্বে যথার্থই পুড়িয়া গিয়াছে কি না হাত দ্বারা দেখিতে ছিলাম। তৎপরে সকলেই আমাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ আরম্ভ করিলেন। আমাকে ঘুম পাড়ার জন্য সকলেই চেষ্টা করিলেন। বলা বাহুল্য সকলে আমাকে ঘিরিয়া সমস্ত কক্ষ ও বাড়ী প্রদক্ষিণ করাইয়া আনিলেন। তখন আমার তক্তপোষে আমি বসিলাম ও সকলে আমাকে ঘিরিয়া গল্প গুজব আরম্ভ করিলেন। কিছু পরে

আমার চক্ষু হইতে জোয়ারের মত অনবরত জল পড়িতে আরম্ভ করিল এবং আমার বোধ হইল যেন প্রত্যেকের ৪।৫টা করিয়া মাথা আমি দেখিতে পাইতেছি। অবশ্য পরের দিন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইলাম এবং অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম ও প্রদীপের নিকট থাকাই মস্তিষ্কের বিকৃতির কারণ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলাম। কিন্তু বাসার সকলগুলি লোকই কেন হা হা করিল এবং দক্ষিণাবাবুই বা কেন ঐরূপ সময়ে ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়া জাগ্রত হইলেন, তাহা আজ পর্য্যন্তও বুঝিতে পারি নাই। এখানে বলা আবশ্যক যে দক্ষিণাবাবুর কোঠা আমাদের কোঠা হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। চীৎকার করিয়া না বলিলে ঘর খোলা থাকিলেও তাঁহার কোঠা হইতে কথাবার্ত্তা শুনা যায় না।

বশংবদ—
কবিরাজ শ্রীচিন্তাহরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কবিরঞ্জন।

জনৈক মহিলার পূর্ব্বজন্মের বিবরণ।

(সত্য ঘটনা)

অখিলপতি লীলাময়। তাঁহার সৃষ্টি-বৈচিত্র্য হৃদয়ঙ্গম করিবার সাধ্য কাহারও নাই। যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর এমন কি দেবগণও যাঁহার সৃষ্টি-চাতুর্য্যের কণিকা মাত্র হৃদয়পটে ধারণা করিতে সমর্থ নহেন, তাঁহার বিষয়ের সমালোচনা করিতে মানব জ্ঞান যে পরাজিত হইবে,

তাহাতে আর সন্দেহ কি? পরন্তু আমরা নিজ সামর্থ্য বিস্মৃত হইয়া ধরাকে 'সরা' জ্ঞান করি এবং "বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কাণ্ড দেখিয়া বকাণ্ড প্রত্যাশার ন্যায় "লণ্ড ভণ্ড" হইয়াও কাণ্ড-জ্ঞান প্রাপ্ত হই না। ইহা আমাদের অহমিকা এবং তামসিকতার ফল। এই অহমিকা যাবৎকাল পর্য্যন্ত হৃদয়-মন্দিরে অবস্থান করিতে থাকে, তাবৎ আমাদের সকলই অশিব স্থির করিয়া লইতে হইবে। বর্ত্তমান অসৎ প্রবৃত্তি বিতাড়ন প্রকল্পে সৎশিক্ষা এবং সৎ সহবাসের আবশ্যক। তাই ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"নলিনীদলগতজলমতিতরলম্
তদ্বৎ জীবিতমতিশয়চপলম্।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা॥"

ক্ষণস্থায়ী জীবনে স্বল্পকালের জন্যও সজ্জনের সহবাসে পরকালের মুক্তির উপায় হইয়া থাকে। অপিচ, সকলেরই সর্ব্বাগ্রে অবিসংবাদিত চিত্তে সজ্জন-সঙ্গতির আবশ্যক। উহাতে হৃদয়-বৃত্তিগুলিরও সমতা লাভ করে এবং ধর্ম্মভাবে আর্দ্র হইয়া হৃদয় হইতে আনন্দ-ধারা নিঃসৃত হইয়া সন্নিকটস্থ ব্যক্তিবৃন্দের হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত করিয়া দেয়। এবম্প্রকারেই মানব সুখী হইতে পারে। এই আনন্দই জীবগণকে সদানন্দময়ের অভিমুখে প্রধাবিত করে। ইহা এক জন্মের চেষ্টায় প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। অতএব কোন প্রকারেই জন্মান্তর ব্যাপার অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমরা অলৌকিক রহস্যের পূর্ব্বের সংখ্যাদ্বয়ে 'ভূতের মনুষ্যোচিত আহার' নামক প্রবন্ধে মনুষ্যের মৃত্যুর পর পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়, তাহা প্রেতাত্মার মুখনির্গত বচনাবলী হইতে সপ্রমাণ করিয়াছি, তাহা পাঠক পাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন।

অদ্য আমরা তদপেক্ষা অধিক ঘটনা দ্বারা জন্মান্তর বিবরণ সাধারণ সকাশে সমুপস্থিত করিব। পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা পূর্ব্ব জন্ম বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদিগকে নিম্নের প্রদত্ত ঘটনাটি অবগত হইয়া ঘটনাস্থলে আগমন করিয়া প্রকৃত তথ্য জ্ঞাত হইতে অনুরোধ করি।

নীচবংশেও ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া সেই বংশ পাবন করিয়া তুলেন। গুহক চণ্ডাল অতি হেয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু তিনিও ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সখারূপে বরিত হইয়া আলিঙ্গন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ভগবান সহবাস সুখলাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। কালকেতুও অতি নীচ কিরাত কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও অম্বালিকার চরণ-রেণু প্রাপ্ত হইয়া তৎকালীন প্রধান ভক্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। তবে ইহারা সকলেই ভক্তের গৃহে জন্ম লইয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই যোগভ্রষ্ট পুরুষ ইহা ধ্রুব সত্য। গীতা সেইজন্য বলিয়াছেন—

শ্রীভগবান্ উবাচ।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০।৬ অঃ।
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১।৬ অঃ।
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্ল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২।৬ অঃ।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে পৃথিনন্দন! যোগভ্রষ্টজন কি ঐহিকে কি পারত্রিকে কোথাও তাহার বিনাশ নাই; (যে হেতু) কোন শুভানুষায়ী ব্যক্তিই কদাচ দুর্গত হয় না ॥ ৪০। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যানুষ্ঠাত্রীদিগের প্রাপ্য লোকে বহুসংখ্যা বৎসর বাস করিয়া সদাচারী ও

ধনীদিগের গৃহে জন্মলাভ করিয়া থাকে ॥ ৪১। অথবা প্রাজ্ঞ যোগিগণের কুলে জন্মিয়া থাকে এবং মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্ত পূর্ব্ব জন্মাপেক্ষা অধিকতর চেষ্টা পাইয়া থাকে ॥ ৪২।

তাই বলিতেছিলাম, গভীর বনস্থলীতেও গোলাপ পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, ধনীর পুষ্পোদ্যানেও স্নেহপালিত পুষ্পমধ্যে তদ্রূপ পুষ্প লক্ষিত হয় না। ইহা নিরঞ্জনেরই করুণার পরিচায়ক। আমরা অদ্য যে বংশের কথা বলিতে যাইব, তাহা নীচ হইলেও অবহেলনীয় নহে। সেই কথা প্রমাণ করিবার জন্যই বহু বিষয়ের তর্ক বিতর্ক করিলাম। যাহা হউক অধুনা আলোচ্য বিষয় বর্ণনা করিব।

সে আজ বহুদিনের কথা। তখন খোসাল মোড়লের বংশ দেশ-পূজ্য। মোড়ল শব্দ মণ্ডলের অপভ্রংশ তাহা সকলেই অবগত আছেন। বহুদিন হইতে 'মণ্ডল' এই উপনামটি শুনা গিয়া থাকে। তখন এই মণ্ডলগণই বেষ্টনী বা গ্রামের অধিনায়ক ছিল। সমস্ত গ্রামবাসীর ন্যায়ান্যায় বিচারের ভার কতিপয় গ্রামবাসীর উপর ন্যস্ত হইত। তাহারা সুবিচার দ্বারা গ্রামবাসিগণকে শান্তিসুখের অধিকারী করিত। এখন আর সে দিন নাই। খোসাল মোড়লের বংশের দৈন্যদশা উপস্থিত। আর কেহ তাহাদিগকে গ্রাহ্য করে না। তাই সে এক্ষণে নীচ, হেয় জাতি মধ্যে পরিগণিত। কয়েক শত বৎসর চলিয়া গিয়াছে। খোসাল মোড়ল হীনাবস্থার চরমসীমায় সমুপস্থিত হইয়াছে। তাহার বাড়ী বাল-গোড় গ্রামে। উহা চব্বিশপরগণার অন্তর্গত দমদমার উত্তর বিষ্ণুপুর পোষ্ট আফিসের অধীন। খোসাল মোড়লের প্রথম পুত্রের নাম পাঁচু মোড়ল। সেই এখন বর্ত্তমান আছে। ইহারা ব্রাত্যক্ষত্রিয়। ইহার দশ বৎসর বয়স্ক একটি কন্যারত্ন আছে। তাহার নাম পোদি বা পদ্মমণি। ঐ কন্যাটির বর্ত্তমান বয়স ১০ বৎসরের অধিক নহে, তাহার সহিত কথা-

বার্ত্তায় তাহাকে সরল এবং বুদ্ধিমতী বলিয়া উপলব্ধি হয়। সে এখন বালিকা। তাহার বাল্যস্বভাব চপলতা এখনও দূর হয় নাই। পদ্মমণি গৃহের কার্য্য কর্ম্মও করে এবং খেলাধূলায়ও কখন কখনও সময় ক্ষেপণ করে। তাহার বাড়ীর লোকজন এবং গ্রামবাসিগণ তাহাকে পোদি বলিয়া ডাকে। আমরাও এখন হইতে তাহাকে পোদি বলিয়াই ডাকিব। পাঠকপাঠিকাগণ তাহাকে পোদি বলিয়াই বুঝিয়া লইবেন।

পোদি এক্ষণে দশবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে, কিন্তু সে আত্মীয় স্বজনগণ সহ কখনও গ্রামান্তরে গমন করে নাই। হঠাৎ কোন পর্ব্বোপলক্ষে—(বোধ হয় চড়ক পূজায়) পোদি আত্মীয়গণ পরিবেষ্টিতা হইয়া নিজ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতেছিল। পথিমধ্যে পোদির মাসীর বাড়ী থাকায় তথায় যাইয়া তাহারা সদলবলে উপস্থিত হইবে স্থির করিয়াছিল। গ্রামের নিয়ম এই, কোন মেলা বা পর্ব্বোপলক্ষে কোথাও যাইতে হইলে পথিমধ্যে আত্মীয়স্বজনের গৃহাদি থাকিলে তথায় যাইবার বা ফিরিবার কালে তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং আহার ভোজনাদি করিয়া থাকে। ইহারাও সে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটাইবে না, স্থির হইয়া গেল। পোদি কিয়দ্দূর গমন করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। সে কান্নার সুর যেন ক্রমশই বাড়িয়া উঠিল। তাহার সমভিব্যাহারিণী মহিলাগণ তাহাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন প্রকার সদুত্তর পাইতেছে না, অথচ কান্না কেবল উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিতে লাগিল। তাহারা তখন তাহাকে নিরস্ত করিবার মানসে সন্নিকটস্থ এক বৃক্ষ মূলে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পোদি, তোর কি হইয়াছে? আমাদের বল্। যদি আমাদের ক্ষমতায় কুলায়, তবে তাহার প্রতিবিধান করিব, প্রতিজ্ঞা করিতেছি। কিন্তু আমাদের কাছে সে কথা না বলিলে, আমরা কেমন করিয়া, বুঝিব? "সে তখন সজল-নয়নে বলিল, "আচ্ছা, তবে শুন। ঐ যে

সম্মুখে একখানি গ্রাম দেখিতে পাইতেছ, ঐ গ্রামে আমাকে লইয়া যাইতে পার?" এইখানে একজন আত্মীয়ার সঙ্গে পোদির যে প্রকার কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তাহাই এইস্থলে বলিব। পোদির একজন আত্মীয়া বলিল, "ঐ গ্রামে যাইয়া কি হইবে?"

পোদি। আমার দরকার আছে।

আঃ। কি দরকার?

পো। আমার কোন এক বাড়ীতে যাইতে হইবে।

আঃ। কেন?

পো। সেই বাড়ী আমার।

আঃ। তোর্ বাড়ীতো বালগোড় গ্রামে।

পো। নাগো না। ওতো আমার এইবারকার বাপের বাড়ী।

আঃ। তোর্ আবার আগেকার বাড়ী কি? তোর্ ক'খানা বাড়ী? তুই কি পাগল হ'য়েছিস্?

পো। আমি পাগল হ'ব কেন। তোমরাই পাগল, দেখ্‌ছি। আমার কথা বুঝ্‌তে পাচ্ছনা?

আঃ। হাঁলা, কথাটা ভাল করিয়া বল্ দিখি নি?

পো। তবে শোনো—আমি যাহা ব'লে যাই, তাই ভাল ক'রে শোনো।

আঃ। আচ্ছা, বল্ শুন্‌ছি।

পো। ঐ যে গ্রাম দেখ্‌ছো, ওখানে আমার শ্বশুর বাড়ী। (আত্মীয়া তখন বাধা দিয়া বলিল)

আঃ। সে কি লা? তুই যে এখনও ছেলে মানুষ। তোর এখনও বিয়ে হয়নি। তবে তুই ওরূপ বল্‌ছিস্ কেন?

পো। তোমরা এখনও বুঝ্‌তে পারনি। তবে ভাল ক'রে বল্‌ছি

শোনো। আমার ঐ গ্রামখানি দেখে পূর্ব্বজন্মের সকল কথা মনে পড়িয়া গেল। আমি সেই জন্য অস্থির হইয়া কাঁদিতেছিলাম।

আঃ। হাঁলা, হাঁদা, পূর্ব্বজন্মের কথা কি কখন কেহ বল্‌তে পারে?

পো। না পারে ত না পারে। বেশ, তোমরা শোনই না।

আঃ। আচ্ছা, বল্‌।

পো। আমার শ্বশুর বাড়ী যে গ্রামে, তাহার নাম ক্রোলবেড়ীয়া। উহা আমার পূর্ব্বজন্মের শ্বশুর বাড়ী। আমার শ্বশুরের কাল হইয়াছে। কিন্তু আমার পূর্ব্বজন্মের স্বামী এখনও জীবিত আছেন। তাঁহার নাম রামসাধন গায়েন। তিনি আমাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। সেই কথা মনে পড়ায় আমার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। এখন আমি পূর্ব্বজন্মের সকল কথা বলিতে পারি।

আঃ। আচ্ছা, পোদি, তোর্ পূর্ব্বজন্মে কে বাবা ছিল এবং কোথায় তাহার বাড়ী বল্‌ দিখিনি? তোর নামই বা কি ছিল?

পো। আমার নাম ছিল "মনো"। আমার পিতার নাম দীপচাঁদ মণ্ডল। তাহার বসত বাড়ী বেঁওতায় ছিল।

এই কথাগুলি শুনিয়া পদ্মমণির আত্মীয়াগণ বিস্মিত হইয়া রহিল। তখন স্থির হইল তাহাকে (পোদিকে) লইয়া তাহার পূর্ব্বজন্মের স্বামী-বাড়ী অর্থাৎ শ্রীরামসাধন গায়েনের বাড়ী যাইতে হইবে এবং তথায় সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জন্মান্তরের একটি চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। আজকাল যেমন কোন ঐতিহাসিক গবেষণা করিতে করিতে কোন রহস্যমূলক দ্রব্য এবং ঘটনা আবিষ্কৃত হইলে জগৎ স্তম্ভিত হইয়া সেই সকল বিষয় অবগত হইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে ও বিষয় গুলি অবগত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করে, তদ্রূপ তাহারাও বর্ত্তমান ঘটনা পরিজ্ঞাত হইয়া বিমুগ্ধ হইয়া রহিল।

যাহা হউক যথাসময়ে পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র স্ত্রী-বাহিনী উৎফুল্লান্তঃকরণে ক্রোলবেড়িয়া রামসাধন গায়েনের গৃহের প্রাঙ্গণ যুদ্ধক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থল স্থিরীকৃত করিয়া তথায় উপনীত হইল। পূর্ব্বে পদ্মমণি সেই বাড়ী দর্শন করিয়া প্রোৎসাহিত হইয়া কহিতে লাগিল, "ঐ আমার শ্বশুর বাড়ী দেখা যাচ্ছে। চল আমরা ঐ বাড়ীর ভিতরে যাই।" সেই দশ বৎসরের বালিকা পদ্মমণির যেন ঐ বাড়ীখানি বহুদিনের পরিচিত। তাহার ভাব দেখিয়া যেন মনে হইল, সেই ঐ বাড়ীর গিন্নী। বস্তুতঃ তাহা নহে। যেন পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি হৃদয়পটে উদিত হইয়া তাহার সকল মায়া-কালিমা হৃদয়ে পরিপূরিত করিয়া দিল। সে (পদ্মমণি) তখন বলিতে লাগিল, "আমি স্বামীকে গত দশবৎসর ধরিয়া দেখি নাই। আজ আমার অদৃষ্ট প্রসন্ন, সেই জন্য আমি স্বামি-মুখ দেখিতে পাইব।" এই কথা বলিতে বলিতে সে অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া সেই পূর্ব্বজন্মের স্বামি-গৃহে প্রবেশ করিল। রামসাধন গায়েন তখন বাড়ীতেই ছিল। সে নবাগতা স্ত্রীলোকগণকে বহু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল। রামসাধনকে দেখিয়া পোদি বলিল, ইঁনিই আমার স্বামী ছিলেন। রামসাধন কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। যখন সে (রামসাধন) সকল কথা শুনিল, তখন তাহার সন্দেহ আরও বাড়িয়া গেল। সে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিল। তখন পোদি তাহার স্বামীকে সকল কথা বুঝাইবার জন্য বলিয়া উঠিল, "আমার বোম্বাই সাড়ীখানা আমি যে বাক্সের মধ্যে বেশ করিয়া পাট করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা ঠিক আছে তো ?" সে পূর্ব্ব স্ত্রীর বাক্য শ্রবণ করিয়া বাষ্প গদ্গদ কণ্ঠে উত্তর করিল, "সে সাড়ীখানা তুমি যেমন রাখিয়া গিয়াছ, তেমনিই আছে। দশ বৎসর যাবৎ সেই বাক্সে ঐ সাড়ী রাখিয়া আসিতেছি। তবে প্রতি বৎসর বেশ করিয়া ভাদ্রমাসে রৌদ্রে দিয়া উহার দোষ কাটাইয়া রাখিতেছি।"

পোদির সঙ্গে যে সকল বামাগণ আসিয়াছিল, তাহারা সকলে সমস্বরে বলিল, "আচ্ছা, বলতো তোমার পূর্ব্বজন্মের পরিহিত সাড়ীতে কি চিহ্ন আছে, যাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। "এই কথা শুনিয়া পোদি উত্তর করিল, হাঁ, তাহা আমার বেশ চেনা আছে। তাহার আঁচলার (প্রান্তভাগে) দিকে তিনটি ছিদ্র আছে এই বলিয়া উক্ত সাড়ীর আকৃতি প্রকৃতি যথাযথ বর্ণনা করিল। তখন তাহার স্বামী সেই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল এবং সকলের অনুরোধে তাহার পূর্ব্বোক্ত বাক্স খুলিয়া সেই চিহ্নগুলি যেখানে যেরূপ বলিয়াছিল, তাহা প্রত্যক্ষ করিল। পরে পোদি বাষ্পাকুললোচনে বলিতে আরম্ভ করিল, "আমার পুত্রবধূটিকে আমার ব্যবহৃত যে গহনা গুলি দিব বলিয়া ঠিক করিয়াছিলাম, তাহাকি তাহাকে (বৌকে) দেওয়া হইয়াছে?" (এইস্থলে কি কি গহনা দিতে চাহিয়াছিল তাহারও নাম করিল) তখন তাহার স্বামী বলিল, "আমি আমার স্ত্রীর কথানুযায়ী কার্য্য করিয়াছি। যখন তাহার (পোদির) কথাগুলি বর্ণে বর্ণে মিলিয়া যাইতেছে, তখন সকলের আর অবিশ্বাসের কোনই কারণ রহিল না। এই প্রসঙ্গে পোদি পূর্ব্বজন্মের কি ব্যারামে মৃত্যু হইয়াছিল, তাহাও বলিল। তখন তাহার পূর্ব্বজন্মের স্বামী রামসাধন ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। স্বামীর কান্না শুনিয়া পোদিও চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিল না। তাহাদের পুত্র ও পুত্রবধূ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া কার্য্যে যোগ দিল। তখন একটি মহা কান্না-কাটির রোল পড়িয়া গেল। সমাগতা স্ত্রীলোকগণ পর্য্যন্ত দুই চারি ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিতে লাগিল। এইরূপে কিছুক্ষণ কাটিল। পুত্র আসিয়া বালিকা-মাতার নিকট উপবেশন করিয়া সকল কথা শুনিতে ছিল। পুত্রকে দেখিয়া মাতা তখন অপত্যস্নেহে পুত্রের গাত্রে হস্ত প্রদান করিয়া তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিল ও পুত্রবধূকে নিকটে ডাকিয়া

গুরুজনদিগকে ভক্তি করিতে বলিল এবং সংসারের সকল কার্য্য তাহাকেই দেখিয়া করিতে হইবে এইরূপ আভাষ প্রদান করিল। পাড়ার একটি বৌকে সে প্রায়ই সাহায্য করিত। সে তথায় আসিয়া পৌছিলে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিয়া আদর করিয়া তাহাকে নিকটে বসাইল ও পূর্ব্বজন্মের বহু কথা বলিতে লাগিল। সেই সকল কথা ঠিক মিলিয়া যাইতেছে দেখিয়া তাহার আর বিন্দুমাত্রও বিস্ময়ের কারণ রহিল না। ঐ গ্রামে একজন ভিক্ষুক বাস করিত। তাহাকে সে মধ্যে মধ্যে ⁄১ সের ⁄১॥ সের পর্য্যন্ত চাউল প্রদান করিত। তাহার নিকট এই কথার সত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় সে 'সকল কথাই সত্য' বলিয়া স্বীকার করিল।

এই প্রকার কথাবার্ত্তা শেষ হইলে বিজয়ী স্ত্রী-বাহিনী ক্রোলবেড়িয়া ত্যাগ করিয়া চলিল। পথিমধ্যে তাহারা স্থির করিল, বেঁওতা গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিয়া বর্ত্তমান রহস্যের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে হইবেক। অতএব তাহারা কালবিলম্ব না করিয়া বেঁওতায় রওনা হইল। তাহারা যথাসময়ে দীপচাঁদ মণ্ডলের বাটিতে যাইয়া উপস্থিত হইল।

পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত নহেন, এই স্ত্রীবাহিনী আবার কোন্ যুদ্ধে অগ্রসর হইতেছেন। পদ্মমণি ওরফে পোদি পূর্ব্বজন্মে কাহার কন্যারূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহাই এক্ষণে বর্ণনা করিব। পোদির পূর্ব্বজন্মের স্বামী এবং স্বামিগৃহের বিবরণ যথাসময় লিপিবদ্ধ করিয়াছি; কিন্তু তাহার পূর্ব্বজন্মের নাম, পিতার নাম, গ্রাম, পোষ্ট আফিস এবং জেলার বিষয় এক্ষণে বলিব।

পোদির নাম—পূর্ব্বজন্মে মনো ও তাহার পিতার নাম দীপচাঁদ মণ্ডল ছিল। গ্রাম বেঁওতা, পোষ্ট আফিস ভাঙ্গর। উহাও চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত। বেঁওতা নাকি পোদির মাসীবাড়ী।

যদ্যপি কেহ ইচ্ছা করেন, তবে তিনি পদ্মমণির সকল বৃত্তান্ত অবগত

হইতে পারেন। আজ আমরা পাঠকপাঠিকাগণের অবগতির জন্য পোদির ঠিকানা প্রভৃতি আবশ্যকীয় বিষয়গুলি প্রদান করিলাম। পোদির বর্ত্তমান জন্মের পরিচয় :—মেয়েটির নাম পদ্মমণি ওরফে পোদি।

তাহার বয়স দশবৎসর। তাহার পিতার নাম ৺খোসাল মোড়ল। গ্রামের নাম বালগোড়, পোষ্ট আফিস উত্তরবিষ্ণুপুর, দমদমা, ২৪ পরগণা। পূর্ব্বজন্মের পরিচয় :—

মেয়েটির নাম মনো। পিতার নাম দীপচাঁদ মণ্ডল। গ্রাম বেঁওতা, পোষ্ট আফিস ভাঙ্গর, ২৪ পরগণা।

পূর্ব্বজন্মের স্বামীর নাম শ্রীরামসাধন গায়েন।

গ্রামের নাম—ক্রোলবেড়ীয়া, পোষ্ট আফিস ভাঙ্গর। ২৪ পরগণা।

যাঁহারা পূর্ব্বজন্ম মানেন না, বা পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি কখনও কাহারও হৃদয়পটে উদিত হইতে পারে না, ইত্যাকার ধারণা যাঁহাদের রহিয়াছে, তাঁহারা মৎপ্রদত্ত ঠিকানায় গমন করিয়া মনের সন্দেহ দূর করিতে পারেন। পূর্ব্বজন্ম আছে এবং পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি মনে জাগরূক হইতে পারে, তাহারই প্রমাণ দর্শাইবার জন্য অদ্য আমরা আমূল এই সত্যঘটনাটী সাধারণের অবগতির জন্য লিপিবদ্ধ করিলাম। কাহারও কাহারও পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি হৃদয়ে জাগরূক হইয়া থাকে, শুনিতে পাওয়া যায়। ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের পূর্ব্ব স্মৃতি জাগরূক হইয়াছিল। তাহা বোধ হয় অনেকে অবগত আছেন। জন্মার্জ্জিত পাপ পুণ্যের ফলভোগ করিতে হইবেক। ইহা অবগত হইয়াও আমাদের সৎপ্রসঙ্গে, সদালাপে এবং সৎচিন্তায় বা ভগবৎচিন্তায় জীবনের কিয়দংশ কর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। আমরা কিন্তু কার্য্যকালে পুনর্জ্জন্মের কথা বিস্মৃত হইয়া যাই বলিয়াই আমাদের এতাদৃশ দুর্গতি উপভোগ করিতে হয়।

শ্রীগণপতি রায়।
লাইব্রেরীয়ান, বেঙ্গল ন্যাশনেল কলেজ, কলিকাতা।

স্বপ্ন-রাজ্য।

শান্তিহীন প্রাণ সর্ব্বদাই চঞ্চল। অতৃপ্ত হৃদয়ে "শান্তি কোথায়", "শান্তি কোথায়" বলিয়া পৃথিবীর নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছি,—অশান্তির কারণ কি অথবা কি পাইলে শান্তি হয় কখন স্থির করিতে পারি নাই—বহুতর ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছি, অনেক সাধু সন্ন্যাসীর সহিত বেড়াইয়াছি; কিন্তু কিছুতেই বিন্দুমাত্র শান্তি পাই নাই। একদা ধবলগিরির মনোরম শোভা অবলোকন করিবার জন্য দার্জ্জিলিং হইতে প্রায় দুই ক্রোশ উত্তরে এক গিরিশৃঙ্গে গিয়াছিলাম। সেদিন পূর্ণিমা। তত্রস্থ সন্ন্যাসিগণ পূর্ণিমা উপলক্ষে অতিথিসৎকারের নিমিত্ত বিশিষ্ট আয়োজন করিয়াছিলেন; সুতরাং সেই অপরিচিত জনশূন্য দেশে কোন কষ্ট পাইতে হয় নাই। ধূম-ধূসর মেঘমালা যেন সমস্ত দিন শিখরে, তরুশিরে ও গহ্বরে কৌতুকপ্রিয় বালকের ন্যায় খেলা করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া সন্ধ্যাগমে নানা দিক্ দেশাভিমুখে ছুটিতেছে; অমনি দিননাথ অবকাশ পাইয়া রক্তিমচ্ছটায় পশ্চিম গগন উদ্ভাসিত করিয়া অস্তাচলশিখর অবলম্বন করিতেছেন। ধবলাঙ্গে সূর্য্যরশ্মি পতিত হওয়ায় অদূরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাবনায় আশ্রমপালিত মৃগশাবকগণ শিখর ও গহ্বর লঙ্ঘন করিয়া চকিতনেত্রে, ঊর্দ্ধশ্বাসে স্ব স্ব কুটিরাভিমুখে দৌড়িয়া আসিতেছে। আমি অবাক হইয়া অদ্রিশোভা দেখিতেছি। দেখিতে দেখিতে নভোমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া স্বচ্ছ সান্ধ্য গগনভালে চন্দ্র উদিত হইল। চতুর্দ্দিকে বিপিনমধ্যে আশ্রমনিবাসী ঋষিগণের ধূনী প্রজ্বলিত হইয়া ভীমাদ্রিকণ্ঠ শোভিত করিল। অনতিদূরস্থিত আশ্রমের সুললিত সন্ধ্যা-গীতি ও শঙ্খধ্বনি বহন করিয়া স্নিগ্ধ নৈশ সমীরণ তাপিতের প্রাণ জুড়াইতে লাগিল।

আমি এই অপূর্ব্ব শোভায় মুগ্ধ হইয়া ভাবিতেছি—"আহা! প্রকৃতি কি সুন্দর। এখন আমি কত সুখী, এই সময় যদি আমার মৃত্যু হয় তাহা হইলেও কতকটা সুখে মরিতে পারি।" কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলাম "মরিলে কি যাতনার শেষ হইবে? কে বলিতে পারে মরণের শেষ কোথায়, মরণের পরে কি আছে?" অবসন্নপ্রায় শরীর চিন্তার আবেশে কখন নিদ্রার শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু নিদ্রাতেই বা শান্তি কোথায়? এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল, ভয়ে চারিদিকে চাহিলাম, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না। স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছি তাহা পুনরায় স্মরণ করিয়া দেখিলাম স্বপ্নের বিষয় যদিও অতি প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনামূলক* কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন। স্বপ্নটি এই :——

"এক রম্য উপবন। এখানে মাধবীকুঞ্জতলে এক প্রেমিক যুগল সুখসেব্য মলয়মারুত উপভোগে রত। যুবতী অনন্যমনে একগাছি ফুলহার গাঁথিতেছে, তাহার সম্মুখে নানা রঙ্গের সুন্দর সুন্দর ফুল স্তরে স্তরে সাজান রহিয়াছে এবং যুবক অনিমিষে সেই সুন্দরীর মুখের দিকে চাহিয়া আছে। নিকটস্থ এক বৃক্ষান্তরাল হইতে প্রশান্তমূর্ত্তি প্রণয়ীযুগলের এই পবিত্র, অনির্ব্বচনীয় শোভা দেখিয়া পাছে তাহাদের নির্ম্মল প্রেমালাপনে ব্যাঘাত জন্মাই, এই আশঙ্কায় আমি অপেক্ষাকৃত একটু সুগুপ্তস্থানে দাঁড়াইয়া নিস্পন্দভাবে তাহাদের কথোপকথনের প্রতীক্ষায় রহিলাম। ইহাদের যদিও কখন দেখি নাই, কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিচিত বলিয়া বোধ হইল না। মহাভারতে সাবিত্রী ও সত্যবানের যেরূপ রূপ বর্ণনা আছে, শান্তমূর্ত্তি এই মিথুন তাহার জীবন্ত প্রতিমা বলিয়া প্রতীয়মান হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে মালা শেষ করিয়া যুবতী সহাস্যবদনে কহিল—প্রিয়তম, আজ এ আনন্দের দিনে তোমাকে এমন

বিমর্ষ দেখে আমার বড় কষ্ট হ'চ্চে। গত বৎসর এই দিনে, এই মাধবীতলে কত সুখে তোমার গলায় বরমালা দিয়াছিলাম। আজ এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, তাই আজ সেইরূপ আনন্দে তোমার সহিত ফুল-খেলা করিবার জন্য এই মালা গাঁথিয়াছি ও সুন্দর সুন্দর এই কুসুমগুলি সংগ্রহ করিয়াছি। আমার বড় সাধ আজ তোমাকে ফুল-সাজে সাজাইয়া তোমার চরণবন্দনা করিব। যুবক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল —না সাবিত্রি, সত্যই আজ আমার প্রাণ হঠাৎ কেমন অস্থির হইয়াছে। জীবন জাগ্রত-স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে, সময় সময় ভয়ানক বিভীষিকা দেখিয়া প্রাণ আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিতেছে; কানে কানে কে যেন বলিতেছে 'আজ তোর জীবনের শেষ দিন।' সাবিত্রি, এই বোধ হয় শেষ দেখা। আমাকে ভুলিয়া যাও, এই পুষ্প লইয়া সন্নিহিত মন্দিরে গিয়া দেবার্চ্চনা কর; এবং তোমার পবিত্র প্রেমরাশি ভগবৎপদে অর্পণ করিবার সংকল্প কর। হৃদয়ের যেস্থান এখন এই অধম অধিকার করিয়া আছে, তাহা সেই প্রেমময়ের জন্য উৎসর্গ কর। জগতের কাহারও নিকট আমার নাম করিও না; পিতামাতা তোমার বিবাহের প্রস্তাব করিতেছেন, বিবাহ করিয়া তাঁহাদের প্রীতি উৎপাদন কর। ভগবানের নিকট আমার শেষ প্রার্থনা তুমি চিরসুখী হও; সাবিত্রি, আমার আর অন্য সাধ নাই। সাবিত্রী বাষ্পাকুল নয়নে কিয়ৎক্ষণ সত্যবানের দিকে চাহিয়া রহিল, পরে কি যেন বলিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু প্রবল অশ্রুবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সত্যবানের ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া রুদ্ধকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল। সত্যবান পুনরায় গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিল— প্রিয়তমে, বলিতে প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে কিন্তু আজ আমি পাষাণ। তুমি আমাকে ভালবাস ইহা পিতামাতা বা সমাজের অজ্ঞাত। আমরা যে একবৎসর পূর্ব্বে মালাবিনিময় করিয়া পরস্পর প্রণয়াবদ্ধ হইয়াছি,

তাহাও জগতে কেহ জানে না, জানিলেও আমাকে নির্গুণ ও অল্পায়ু জানিয়া পিতামাতা কোন্ প্রাণে তোমাকে আমার হস্তে সম্প্রদান করিবেন। জগৎ অবিচ্ছিন্ন দুঃখময় প্রেমের পক্ষপাতী নহে। সাবিত্রি, জানিয়া শুনিয়া জীবন্ময় জলন্ত চিতা হৃদয়ে জ্বালিও না। তুমি আমাকে ভুলিতে প্রতিজ্ঞা কর, আমি তোমাকে দেখিতে দেখিতে হৃষ্টচিত্তে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করি। সাবিত্রী আর থাকিতে পারিল না, চক্ষের জল মুছিয়া কাতরভাবে বলিয়া উঠিল—হায়! পরমেশ্বর অভাগীর কপালে কি এই লিখেছিলে। তবে কি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের গণনা সত্যে পরিণত হইল। ব্রাহ্মণকে কেন বিশ্বাস করি নাই, তা' হ'লে ত বিষ খাইয়া মরিতে পারিতাম, এ অসহ্য যাতনা ভোগ করিতে হইত না। উহু, প্রাণ কি কঠিন। সত্যবান,—সত্যবান আমাকে ফেলে যাবে?—না না, এ প্রলাপ। প্রাণনাথ, আজ কেন নির্দ্দয়ের মত কথা কহিতেছ। কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে তোমার মুখে এরূপ কথা শুনিতে হইবে। তোমাকে ভুলিব। তুমি হৃদয়-সর্ব্বস্ব,—তোমাকে ভুলিব। এদেহে তুমিই জীবন, তুমি ছাড়া আমি যে শূন্যময়। জগৎ ভুলিতে পারি কিন্তু তোমাকে ভোলা অসম্ভব। যদি তোমা ছাড়া হইয়া এ পৃথিবীতে থাকিতে হয়, যতদিন থাকিব, তোমার পুণ্যময় স্মৃতিই আমার জীবনস্বরূপ হইবে; নতুবা একমুহূর্ত্তও বাঁচিব না। আমি তোমার প্রেমে মুগ্ধ, তোমার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ, জগৎ ইহা না জানিলে ক্ষতি নাই; কিন্তু তুমি আমার হৃদয়-জগতের একমাত্র অধীশ্বর, জীবনে মরণে তুমিই আমার স্বামী। ইহা সর্ব্বময়, সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বর:জানেন। যদি ইহ-জীবনের সুখ সাধ দুর্ভাগ্যক্রমে এই খানেই শেষ হয় তাহা হইলে পর জীবনে, ভগবান আমাদের আশা পূর্ণ করিবেন ইহা নিশ্চয়। সত্যবান, মরণে ভয় করি না, যদি মরিতে হয় দুজনে একত্রে মরিব, একত্রে অনন্তে

বিচরণ করিব, কখন তোমা ছাড়া হ'য়ে থাকিতে পারিব না।—সাবিত্রী আরও কি বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু সত্যবান বাধা দিয়া বলিল—প্রিয়তমে, মরণের পর পারে কি আছে কে বলিতে পারে? প্রাণ সর্ব্বদা নিরাশার প্রতিধ্বনিতে ফাটিয়া যাইতেছে; কিন্তু যতক্ষণ বাঁচিয়া আছি, তোমার চিন্তাই আমার জীবন মধুময় করিয়া তুলিতেছে।—

"পাব কি না পাব, কোথায় যাইব?
কি আছে মরণ পার?
তোমার ভাবনা তোমায় কামনা
এ অতি সুখ আমার।"

ক্রমশঃ

শ্রীপঞ্চানন মজুমদার।